ইভেৎ

গী দ্‌ মোপাসাঁ

অনুবাদক

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় এম. এ. ডিপ লিব

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৩৬০

প্রকাশক

নির্মলকুমার সরকার

ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড

৮৯ হ্যারিসন রোড কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর

রুদ্র প্রেস

৩২ মদন মিত্র লেন কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ

সমীর সরকার

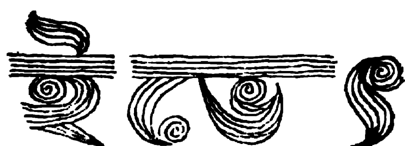
ব্লক

ব্লকম্যান

মুদ্রণ

ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

দাম দু'টাকা



এই অনুবাদ ঈশানীকে

দিলাম

জঁা দে স্তারভিঙ্গী কাফে রিশ থেকে বার হ'য়ে লেঁয় সাভালকে বললে :

—হেঁটেই যাই চল। এমন সুন্দর সময়টা গাড়ি করে যা'বার মত নয়।

তার বন্ধু উত্তর দিলে :

—বেশ তো।

জঁা বললে :

—মোটে রাত এগারটা—রাত দুপুরের অনেক আগে পৌছে যা'ব, আস্তে আস্তে চল।

বড় রাস্তার উপর চঞ্চল মানুষের ভিড়। গরমকালের রাতের মানুষের ভিড়—যারা ঘুরে বেড়ায়, গান করে, নদীর মত মৃদু গুঞ্জন করে বহে যায়, সুখ ও আনন্দে উচ্ছল। ফুটপাথের উপর লোকজনের চলাফেরা বন্ধ করে পাতা, বোতল ও কাচের গ্লাসে ভরা টেবিলের চারধারে পানরত মানুষগুলোর উপর মাঝে মাঝে রেস্তোরঁার উজ্জ্বল আলো এসে পড়ছে। রাস্তার উপর লাল, নীল বা সবুজচোখ গাড়িগুলি মাঝে মাঝে আলোকিত জায়গার ভিতর দিয়ে মুহূর্তের জন্যে চমক দিয়ে চলে যা'চ্ছে। গাড়ির শীর্ণ ঘোড়াগুলোর কালো মূর্তি, গাড়োয়ানের আড়ষ্ট মূর্তি এবং গাড়ির কালো আবরণটা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখে পড়ে। এগুলো হ'লো উর্‌ব্যা গাড়ি—আলোর বুকে থেকে থেকে কালো ছাপ রেখে চলে যাচ্ছে।

বন্ধু দু'জন ধীরে ধীরে চলেছে, মুখে সিগার, পরনে সন্ধ্যার সাজ—হাতের উপর ওভারকোট—বোতামের ঘরে একটি ফুল—টুপিটা একদিকে হেলান ; ভালো করে খেয়ে-দেয়ে, যেন উদাসী পথিকের মত তারা বায়ুসেবনে বেরিয়েছে।

কলেজ থেকেই দুজনের বন্ধুত্ব।

জাঁ দে স্থারভিঙ্গীকে দেখতে মাঝারিগোছের, পাতলা, অতি সুন্দর, মোম দিয়ে মোচড়ানো গোঁফ, চোখ দুটি চকচকে, পাতলা অধর—সে সেইসব রাতের লোকদের একজন যাঁদের জন্ম রাস্তার উপর, যাঁরা বেড়ে উঠেছে রাস্তার উপর। দেখলে মনে হয় অবসাদযুক্ত কিন্তু শ্রান্তি নেই তাদের, রক্তহীন কিন্তু বলবান—পারির সেইসব লোকদের মত যাঁদের ঘরের ভিতরে ব্যায়াম—ব্যায়ামের পর শীতল জলে স্নান, এবং পরে গরম ঘরে ঘাম, একটা স্নায়বিক ও কৃত্রিম শক্তির সৃষ্টি করেছে। স্থারভিঙ্গী'র সঙ্গে সকলের পরিচয় তার বুদ্ধির জন্যে নয়, তার টাকার জন্যে, তার লোকের সঙ্গে ব্যবহারের জন্যে, তার আমুদে স্বভাবের জন্যে।

সত্যিকারের পারির লোক—চটুল, নাস্তিক, পরিবর্তনশীল, সহজে বাঁধা পড়ে। উদ্যমী কিন্তু অস্থির, সব করতে পারে অথচ অকর্মণ্য। স্বার্থপরতা তাদের জীবনের নিয়ম। সময়ে সময়ে আবার তারা মুক্তহস্ত। ভেবে চিন্তে সে ব্যয় করে, স্বাস্থ্যের উপর লক্ষ্য রেখে আমোদ করে, নিজেকে ছেড়ে দেয় আবার সংযত করে নেয়। নানাপ্রকার বিপরীত প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে, আবার তাদের হাতে সম্পূর্ণভাবে গা ঢেলে দেয়। হাওয়া যখন যেমন বয় তেমনিভাবে অবস্থায় সুযোগ নেয়, অবস্থার সৃষ্টি সে করতে চায় না।

তার বন্ধু সাভাল—সেও বড়লোক, দশাসই চেহারা তার—রাস্তার মেয়েরা তার পানে চেয়ে থাকে। তাকে দেখলে মনে হয় যেন একটা মনুমেণ্ট কেটে মানুষ গড়া হ'য়েছে। এক্‌জিবিশনে পাঠাবার মত সুন্দর স্বাস্থ্য। অতি সুন্দর—অতি দীর্ঘ, অতি চওড়া, অতিশয় বলবান; সব কিছুরই আতিশয্যে একটু সামনে দিকে ঝুঁকে পড়া ভাব।

ভোদ্‌ভিল্‌এর কাছে এসে সাভাল বললেঃ

—তুই বলেছিস মহিলাটিকে যে আমায় আজ সঙ্গে নিয়ে যাবি?

স্যারভিঙ্গী হাসতে হাসতে বললেঃ

—মার্কিজ ওবার্দিকে জানান্‌ দিতে হ'বে? বড় রাস্তার কোনো এক গাড়ির গাড়োয়ানকে কি তুই গাড়িতে উঠবার আগে জানিয়ে উঠিস?

সাভাল একটু বিমূঢ় ভাবে বললেঃ

—ঠিক করে বল তো মানুষটা কি রকম?

তার বন্ধু উত্তর দিলেঃ

—স্বয়ংসিদ্ধা। নিজেকে দেখিয়ে বেড়ায়—সুন্দরী রসিকা মহিলা, কোত্থেকে বার হ'য়েছে কেউ জানে না। একদিন হঠাৎ—কেমন করে তাও কেউ জানে না, রসিক সমাজে উদয় হ'য়ে সকলকে মোহিত করলো। কিন্তু তা'তে আমাদের কি! লোকে বলে তার কুমারী অবস্থায় নাম ছিল অক্‌তাভি বার্দ্যা—এই দুটো নামে মিলে হ'য়েছে ওবার্দি। ও কুমারীই রয়ে গেছে—তবে একেবারে অক্ষত কুমারী নয়।

মহিলাকে দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছে যায়। তুই নিশ্চয় তার প্রেমের পাত্র হবি তোর চেহারার জন্যে। তোকে বলে রাখি, বাজারের দোকানের

মত তার দোর সব সময়েই সকলের জন্যেই খোলা। তবে, সত্যি বল্‌তে কি, সেখানে কোন কিছু যে কিন্‌তেই হ'বে এমন নিয়ম কিছু নেই। সেখানে আছে প্রেম আর তাস—তবে কোনটার জন্যে কেউ জোর জবরদস্তি করবে না তোকে। বেরিয়ে আসতেও কোন বাধা নেই। আজ তিন বছর হ'লো সে এতোয়াল্‌-এ ঘর নিয়ে দোকান খুলে বসেছে এবং তার দো'র খুলে দিয়েছে সব দেশের জঞ্জালদের উদ্দেশে যা'রা পারিতে আসে তাদের ভয়ঙ্কর ও পাপপূর্ণ প্রতিভা প্রয়োগ করবার জন্যে।

আমি তার বাড়িতে প্রথম যাই কেমন করে ? তা জানি না। সকলে যেভাবে যায় সেইভাবেই গিয়েছিলাম। ওখানে সহজে মেয়েমানুষ পাওয়া যায়, কিন্তু পুরুষগুলো সব বদ। এইসব উপাধিধারি বিদেশী ডাকাতের দলকে আমি ভালোবাসি। এরা সকলেই উঁচু বংশের লোক, সকলেরই একটা না একটা খেতাব আছে। এক-একটা সামান্য কথায় তারা শপথ করে বসে—অতি সামান্য ব্যাপারে তাদের পূর্বপুরুষের কথা তোলে, বক্‌বক্‌ করে। তাদের নামও যেমন ফাঁকি, তারা ফাঁকিও দেয় তেমনি—মিথ্যুক, চোর,—তাদের তাসের মতনই তারা বিপদজনক। সাহসী, কারণ সাহসী না হ'য়ে উপায় নেই! খুনীর মত এরা জীবন বিপন্ন করে পরের জীবন নাশের জন্য। এক কথায়, সেটা একটা চোর-জোচ্চোরের সমাজ। আমি তাদের পূজা করি। তাদের সংস্পর্শে আস্‌তে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করতে বেশ লাগে, তাদের কথা শুনতে মজা লাগে। ফরাসী অফিসের কেরাণীদের মত ছোট-খাটো কথা তারা কয় না। তাদের স্ত্রীরা সবসময় সেজেগুজে থাকে, তাদের মধ্যে একটু ন্যাকামীর আভাব সব সময় পাওয়া যায়। তাদের'ও গত জীবনটার উপর যেন একটা রহস্যাবরণ

—হয়তো অর্ধেকটা জীবন জেলখানায় কেটে গেছে। তাদের চোখগুলো সাধারণত সুন্দর এবং অতুলনীয়। তাদের চুল, তাদের সৌন্দর্য মাতাল করে, তাদের প্রলোভন পাগল করে। তাদের মোহিনী শক্তি অস্বাস্থ্যকর কিন্তু নিজেকে সামলানো কঠিন হ'য়ে পড়ে। এরা সত্যিকারের শিকারী পাখি। এদেরও আমি পূজা করি। মার্কিজ ওবার্দি এই সব মেয়েমানুষের মতই একজন রহস্যময়ী সুন্দরী নারী। পাকা বয়েস, সব সময় সুন্দর—মনমোহিনী ও চতুরা। তার মজ্জা পর্যন্ত ব্যাভিচারে ভরা। তার বাড়িতে ফূর্তি খুব পাওয়া যায়। সেখানে খেলা হয়, নাচ হয়, খাওয়া-দাওয়া হয়—জীবনের সব কিছু নিচু ধরণের আনন্দই সেখানে পাওয়া যায়।

সাভাল জিজ্ঞেস করলে:

—তুই কি তার প্রেমিক?

স্যারভিঙ্গি উত্তর দিলে:

—আমি কখনও তার প্রেমিক তো ছিলাম না, এখনও নই—হ'বও না কখনও। আমি সেখানে যাই তার মেয়ের জন্যে।

—ওঃ, তার একটা মেয়েও আছে?

—হ্যাঁ, তার একটা মেয়ে আছে—সত্যি ভাই, অদ্ভুত মেয়ে! সেখানে আজ সে-ই প্রধান আকর্ষণ। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী; বয়েস আঠার, সর্বদাই হাস্যময়ী, উৎসবের জন্যে সদাই প্রস্তুত। দেহটার কথা ভুলে গিয়ে নাচতে পারে সে। কে তাকে পা'বে? কে তাকে পেয়েছিল?—কেউ তা জানে না। আমরা দশ জন তার জন্যে অপেক্ষা করছি—দশজনে তাকে চাই। মার্কিজের মত মেয়েমানুষের হাতে ঐ রকম একটি মেয়ে একটা ঐশ্বর্য। ওরা দু'জনে সবসময় কাছাকাছি থেকে খেলা করে, তাদের

খেলা কেউ বুঝতে পারে না। হয়তো তারা সুযোগের অপেক্ষা করছে, একটা ভাল সুযোগের অপেক্ষা করছে—আমি হয়তো সে সুযোগের উপযোগী নই। কিন্তু আমি তোকে বলছি—আমি সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করব যদি সে সুযোগ আসে।

ঐ মেয়েটা—ইভেৎ—মাঝে মাঝে আমায় পাগল করে মারে। ও একটা রহস্য। যদি ও সম্পূর্ণভাবে ভ্রষ্টা না হয় তা হ'লে আমি জোর করে বলতে পারি সে যেন একটা অদ্ভুত নারী, সম্পূর্ণ নির্দোষ বৈচিত্র্য! ইভেৎ ওই অসৎ সঙ্গে বাস করে নিশ্চিন্ত মনে—উৎফুল্ল ভাবে। চতুরা ও বুদ্ধিহীনা। সাজবার আশ্চর্য ক্ষমতা মেয়েটার। অসতীর সন্তান এ আবহাওয়ায় মানুষ হ'য়ে উঠছে—যেমন একটা গাছ তাজা হ'য়ে বাড়তে থাকে যত কিছু পচা আর নোঙরা জিনিসের মধ্যে থেকে রস সংগ্রহ করে। এও হ'তে পারে, ইভেৎ কোন বড় ঘরের মেয়ে—কোন রাজা-রাজড়ার বা কোন আর্টিস্ট-এর। একদিন হয়তো কেউ কোন এক রাত্রে ওর মা'র শয্যায় শয়ন করেছিল। কি যে ও ভাবে একটুও বোঝা যায় না। তুই স্বচক্ষে তাকে দেখবি।

—তুই তাকে ভালোবাসিস?

—না। আমিও অবশ্য দলের মধ্যে আছি, তার মানে ভালোবাসা নয়। আমার দলের বাকি সকলের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দেব। কিন্তু আমারই আশা বেশি বলে মনে হয়। আমার ওপর ইভেতের নজর আছে, আমায় সে আমল দেয় বেশি।

সাভাল আবার বললে:

—তুই প্রেমে পড়েছিস?

—না। ইভেৎ আমায় একটু জড়িয়ে ফেলেছে মাত্র, আমায় ভুলিয়েছে, আমায় উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। ও আমায় আকর্ষণ করে—একটু ভয়ও তাই হয় আমার মনে। জালের মত ইভেৎকে ভয় করি—আবার তৃষ্ণার সরবতের মত তাকে চাই। ওর মোহিনী শক্তি আমায় মোহিত করে, আমি এগিয়ে যাই, সাবধানে—যেমন কেউ এগিয়ে যায় সন্দেহ করা চোরের কাছে। ওর সরলতায় আমি অকারণে মুগ্ধ হই, আবার ওর ছলনাময়ী রূপে আমার মনে সত্যিই ঘৃণা জাগে। আমি অনুভব করি একটা অস্বাভাবিক বস্তুর স্পর্শ, যে স্বাভাবিক নিয়ম কিছুই মানে না—তা, সুন্দর কি ঘৃণ্য, বুঝতে পর্যন্ত পারি না।

সাভাল তৃতীয় বার বললেঃ

—আমি বলছি তুই প্রেমে পড়েছিস। তুই কবির মত তার বর্ণনা দিচ্ছিস। নিজের মনের মধ্যে খুঁজে দেখ, স্বীকার কর।

কোন কথা না বলে স্যারভিঙ্গী এগিয়ে চল্‌লো। খানিক পরে বললেঃ

—হ'তে পারে। যাই হ'ক, ইভেৎ আমাকে বড় বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। বড় বেশি আমি ভাবি ওর কথা—নিদ্রায়—জাগরণে, সবসময়ে। আমি ওকে স্বপ্ন দেখি—আমার পিছনে পিছনে চলে সে, আমার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে—আমার চারদিকে, আমার অন্তরে। এ কি প্রেম? সে আমার দৃষ্টির মধ্যে রয়েছে—চোখ বুঁজলেই তাকে দেখতে পাই। দেখলেই হৃদয় আমার চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, স্বীকার করি ওকে। হয়ত আমি ইভেৎকে ভালোবাসি—কিন্তু অদ্ভুত এ ভালোবাসা। আমি তাকে ভীষণভাবে চাই, আমার স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই। হয়তো এ পাগলামী—বোকামী, অমানুষিক ব্যাপার। ওকে আবার ভয়ও করে

—দেখে হিংসেও হয়—হিংসে হয় ওর অন্তরে কি লুকানো আছে জানবার জন্যে। সব সময় আমি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করি—"মেয়েটা কি সতী, না ভ্রষ্টা?" মাঝে মাঝে ও এমন কথা বলে যে কাঁপুনি আসে। সময়ে সময়ে নির্লজ্জের মত ব্যবহার করে—তখন মনে হয় ইভেৎ পবিত্র। আবার এক-এক সময় এমন বোকার মত—ভাণ-করা বোকার মত—ভাব দেখায় যে মনে হয় ও কখনই নির্দোষ ছিল না; কোনদিনও না। বারবণিতার মত ও আমায় উত্তেজিত করে, আবার কুমারীর মতই নিষ্ক্রিয় থাকে। একবার মনে হয়, আমায় ও ভালোবাসে, আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, আমায় নিয়ে খেলা করছে। সকলের সামনে এমন ভাব দেখায় যেন ও আমার রক্ষিতা—আবার এমন ভাব দেখায় যেন আমি ওর ভাই, আমি ওর চাকর।

এক-এক বার মনে হয়, মায়ের মত ওরও অনেক প্রেমিক আছে। এক-এক বার মনে হয়, যেন জীবনের কোন কিছুর উপর তার সন্দেহ নেই—বুঝলি, কোন কিছুর উপরেই না! কেবল উত্তেজনামূলক উপন্যাস পড়ে। আমি সে-সব বই জোগাই। ও আমায় বলে ওর "গ্রন্থাগারিক"। প্রতি সপ্তাহে যা কিছু নতুন বই বার হয়, "লিব্রেরী-নুভেল্" আমার হ'য়ে ইভেৎকে পাঠায়; ও সব পড়ে—বাছবিচার কিছু নেই। এই সব বই ওর মাথার ভেতর জট পাকিয়ে তুলেছে। বই পড়ার অভিজ্ঞতা তার জীবনে যেন একটা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তির সৃষ্টি করেছে। যখন উপন্যাসের ঘটনার ভিতর দিয়ে কেউ মানুষের অস্তিত্বটাকে বিবেচনা করে তখন স্বভাবত সব কিছুরই ওপর এক-একটা অদ্ভুত ধারণা হ'য়ে যায়।

আমার কথা যদি বলিস—আমি অপেক্ষা করছি। একদিক থেকে

অন্তত একথা সত্যি যে আমি জীবনে কখনও কোন মেয়ের দ্বারা এমনি ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি নি।

এবং এ কথাও সত্যি যে আমি ওকে বিয়ে করবো না।

সুতরাং ইভেতের যদি আরও প্রেমিক থাকে, আমি কেবল তাদের দল ভারি করবো। যদি আর কোন প্রেমিক না থাকে—আমিই হ'লাম প্রথম।

ব্যাপারটা খুবই সোজা। বিয়ে সে নিশ্চয় করবে না। আর কেইবা মার্কিজ ওবার্দির মেয়েকে বিয়ে করবে? কেউ না, হাজার কারণে না।

সমাজের মধ্যে ওর স্বামী খুঁজে পাওয়া যাবে কি? ওর মা'র বাড়ি তো সকলেরই বাড়ি, সেখানে সকলে ছুটে যায় মেয়েটার আকর্ষণে। এ অবস্থায় তো আর কেউ ইভেৎকে বিয়ে করতে পারে না।

সাধারণ গৃহস্থের ছেলে? সে আশা আরও কম! সুতরাং এ সমস্যার সমাধান নেই। ও মেয়েটা উচ্চ সমাজের নয়, সাধারণ সমাজের নয়—এমন কি নিচুস্তরের সমাজেরও নয়। বিয়ে করে সমাজের কোন স্তরেই ও প্রবেশ করতে পারবে না।

ওর মায়ের জন্যে, ওর জন্মের জন্যে, ওর শিক্ষার জন্যে, ওর বংশগত চরিত্রের জন্য, ও একমাত্র অভিজাত গণিকা-সমাজে প্রবেশ করতে পারে।

ধর্ম পথে যাওয়া ছাড়া, ও বেশ্যাবৃত্তি কিছুতে এড়াতে পারবে না। আবার ধর্মকে সম্বল করাও ওর পক্ষে সম্ভব নয়—ওর স্বভাবচরিত্র ও ইচ্ছা-অনিচ্ছাও সে রকম নয়। একমাত্র ব্যবসা ওর পক্ষে সম্ভব—প্রেমের ব্যবসা। যদি ও এখনও এ ব্যবসা আরম্ভ করে না থাকে তা হ'লে

আরম্ভ একদিন করবেই। ভাগ্য ছাড়া ওর পথ নেই। কুমারী মেয়ে থেকে ও হ'য়ে দাঁড়াবে মেয়েমানুষ। ওর এই পবিবর্তনে আমি হব ওর সহায়।

আমি অপেক্ষা করছি। প্রেমিকের সংখ্যা বহু। তুই সেখানে দেখতে পাবি একজন ফরাসী ভদ্রলোক—মঁঃ দে বেলভিংকে, একজন রুশীয় রাজকুমার—ক্রাভালবকে, একজন ইতালীয়—ভালরেয়ালীকে। সকলেই প্রার্থী এবং সকলেই করছে চেষ্টা ফল-লাভের। ওর চারপাশে আরো ছোট-খাটো দস্যুর দল রয়েছে।

মার্কিজ ওকে আগলে আছে। আমার মনে হয়, মার্কিজের নজরও আমার ওপর। সে জানে আমি বড়লোক।

তার অভ্যর্থনাগৃহ অতি আশ্চর্যজনক। এরকম আমি আর কখনও দেখিনি। সেখানে ভালো লোকের আমদানিও হয়, কারণ আমরা সেখানে একা একা যাই না তো। আর যে সব মেয়েরা আছে—তাদের সে ভ্রষ্টা মেয়েদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছে। কোথা থেকে যে সে তাদের সন্ধান পেয়েছে তা কেউ জানে না। খুঁজে পেতে এমন সব মেয়েমানুষ জোগাড় করেছে যা'দের কন্যা আছে, সেইজন্যে মূর্খ যা'রা তারা ভাবে এ মেয়েমানুষগুলো অসচ্চরিত্র নয়।

তারা শাঁ-জ্-এলিজের পথে এসে পড়লো। মৃদু হালকা হাওয়া গাছের পাতার ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে মুখের উপর তার কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে—যেন আকাশের কোন খানে একটা বিরাট দৈত্য বিরাট একখানা পাখা দিয়ে হাওয়া করছে—সেই পাখারই মৃদু হাওয়া।

গাছের তলায় কতকগুলি বোবা ছায়া লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একখানা বেঞ্চের উপর কয়েকজন লোক বসে, যেন কতকগুলো কালো কালো ছাপ। এই কালো ছায়াগুলো নিচু গলার কথা কইছে—যেন তারা পরস্পরকে কোন গোপনীয় কিংবা লজ্জার কথা বলছে।

স্যারভিঙ্গী বললে ঃ

—সেখানকার খেয়ালে খেতাব দেওয়া মূর্তিগুলো সম্বন্ধে তোর কোন ধারণাই নেই। আমি সেখানে তোর পরিচয় দেব কঁন্ত্ দে সাভাল—কেবল সাভাল বললে বড় ছোট হ'বে—কেউ ভালো চোখে দেখবে না, খুব খারাপ চোখে দেখবে সকলে।

বন্ধু বলে উঠলেন ঃ

—না ভাই, তা হ'বেনা। আমি চাইনা লোকে আমায় একটা কেউ-কেটা মনে করে নেয়—এক রাত্রের জন্যেও নয়—এমন কি এখানেও নয়। কি বিড়ম্বনা—আমায় খেতাব নিয়ে বড় হতে হ'বে! না ভাই, তা হ'বে না।

স্যারভিঙ্গী হাসতে হাসতে বললে—তুই মহা মূর্খ। আমি ওখানে হ'চ্ছি দুক্ দে স্যারভিঙ্গি। আমি ওখানকার হালচাল বুঝি না? সব সময়েই আমি মঃ লে দুক্ দে স্যারভিঙ্গী—ওতে আমার কি যায় আসে? বরং খেতাবটা না থাকলে আমায় কেউ ভালো চোখে দেখত না।

কিন্তু সাভাল বুঝতে চাইল না।

—তোর কথা আলাদা। কিন্তু আমি যা আছি তাই থাকতে চাই—ভালোই হ'ক আর মন্দই হ'ক।

স্যারভিঙ্গী বিরক্ত ভাবে বললে—তা হয় না। সেটা খুব বেমানান দেখাবে; রাজা-রাজড়ার দলে ভিখারীর মত মনে হ'বে। আমি যা করি,

করতে দে। আমি বলব তুই হোৎ মিসিসিপির ভিস্রোয়া—কেউ তাঁ'তে আশ্চর্য হ'বে না! বড় সাজতে গেলে—একেবারে বড় সাজতে হ'বে।

—না। আবার বলছি, আমি তা চাই না।

—বেশ। কিন্তু কি করে যে বোঝাব তোকে তা বুঝতে পারছিনা। কোন একটা খেতাব না নিয়ে ওখানে তোকে ঢুকতে আমি বারণ করি।

তারা ডান দিকে বেঁকে প্রবেশ করলো রূ দে বেরিতে। আধুনিক ধরনের একটি হোটেলের দোতলায় উঠে একজন আঁটস াঁট পাজামা পরা চাকরের হাতে তাদের ওভারকোট ও ছড়ি দিলে। উৎসবের উষ্ণতায়, ফুলের আর এসেন্সের গন্ধে, মেয়েদের উপস্থিতিতে পরিবেশ মাতাল হয়ে উঠেছে। একটা গোলমেলে অবিশ্রান্ত গুঞ্জনধ্বনি কাছাকাছি ঘরের ভিতর থেকে ভেসে আসছে। ঘরগুলো যে লোকে ভরা তা অনুভব করা যায়।

দীর্ঘ, সুগঠিত চেহারা, গম্ভীর প্রকৃতির একটি লোক নতুন অতিথিদের কাছে এসে কেতাদুরস্তভাবে ছোট্ট সেলাম করে জিজ্ঞেস করলে।

—কার কথা জানাব?

স্যারভিঙ্গী বললে:

—মঁ সাভাল।

লোকটি দরজা খুলে ভারী গলায় বললে:—

মঁসিয়ে স্যারভিঙ্গী।—মঁসিয়ে লে বারঁ সাভাল।

প্রথম ঘরে স্ত্রীলোকের ভিড়। প্রথম চোখে পড়ে ঝলমলে পোশাকের ঢেউয়ের উপর নগ্ন বক্ষের প্রদর্শনী।

গৃহকর্ত্রী দাঁড়িয়ে কথা কইছে তিন জন বন্ধুর সঙ্গে। তিনি ফিরে দেখে এগিয়ে এলেন—অধরে হাসি, চলার ভঙ্গীতে রমণীয়তা।

তার কপাল অপ্রশস্ত, অনুন্নত। কপালের উপর এক গোছা কালো চুল এসে পড়েছে, তুই রগের খানিকটা তাতে ঢাকা পড়ে গেছে।

তাকে দেখে বেশ স্বাস্থ্যবতী বলে মনে হয়—একটু বেশি মোটা, একটু বেশি পাকা। কিন্তু অতি সুন্দর। একটা উত্তপ্ত ও প্রবীণ সৌন্দর্য তাঁর সারা অঙ্গে। তার মাথায় আকুল কেশ—যা স্বপ্নের নেশা জাগায়, আবার হাসিরও উদ্রেক করে—তাকে রহস্যজনক ভাবে মনোরম করেছে। চুলের নিচে তার তুটি বড় বড় কালো আঁখি। নাকটা খানিক চাপা, মুখটি বড়, অনন্ত আকর্ষণযুক্ত—যেন জয় করবার জন্যে, কথা কইবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়েই রয়েছে।

তার প্রবল মোহিনী শক্তি হ'চ্ছে গলার স্বর। ঝর্ণার মত এত স্বাভাবিক এত হালকা ও এমন এক সুরে বহে যায় যে তা শুনলে যেন একটা শারীরিক সুখের অনুভূতি জাগে। উছল নদীর মত কথাগুলো যখন তাঁর গলা থেকে বার হয় তখন তা শ্রবণে আনন্দ দেয়। কথাগুলোকে মুক্তি দেবার জন্যে যখন সে তার লাল টকটকে অধর উন্মোচন করে তখন তার দিকে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

সে স্যারভিঙ্গীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে, স্যারভিঙ্গী তার হস্ত চুম্বন করলে। তার অপর হাত থেকে একটি চেনে বাঁধা পাখা ফেলে দিয়ে হাত খানি বাড়িয়ে দিলে সাভালের দিকে। বললে:

—আসুন আসুন বারঁ—দুকের সকল বন্ধুর কাছে এ বাড়ি নিজের বাড়ির মত।

তার পর গৃহকর্ত্রী তার উজ্জ্বল দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে সেই বিরাট চেহারার পানে। তার উপর ঠোঁটের উপর একটা কালো আভাষ, যেন সামান্য গোঁফের রেখা বলে মনে হয়। যখন সে কথা বলে তখন ঠোঁটের উপরটা বেশি কালো দেখায়। তার অঙ্গে একটা একটু মাতাল করা সুন্দর গন্ধ—আমেরিকা বা ভারতবর্ষ থেকে আমদানী করা কোন গন্ধদ্রব্যের সৌরভ বলে মনে হয়।

আরও অনেকে প্রবেশ করছিল: রাজপুত্র, মার্কি, কঁন্ত···· গৃহকর্ত্রী স্যারভিঙ্গীকে মাতৃগর্বে গর্বিতা ভাবে বল্লে:

—আমার মেয়ের দেখা ও ঘরে পাবেন। যা'ন, আনন্দ করুন গে—এ আপনাদেরই বাড়ি।

সে তাদের ছেড়ে অন্যদিকে চলে গেল নবাগতদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে। যাবার সময়—কারুকে ভালো লাগলে মেয়েরা যে ভাবে তার দিকে কটাক্ষপাত করে তেমনিভাবে সাভালের উপর হাস্যময়ী চঞ্চল দৃষ্টি বুলিয়ে চলে গেল।

স্যারভিঙ্গী তার বন্ধুর হাত ধরলে।

—চ', আমি তোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই। এই ঘরে, যেখানে আমরা রয়েছি এটা হ'চ্ছে 'নারীদেহের মন্দির'—টাটকা বা পচা নারীদেহের। নতুনের মত, এমন কি তার চেয়ে ভালো, বাজারের মাল—দামও চড়া। এ মাল ভাড়া করতে হয়। বাঁ দিকে খেলা। ওটা 'ধন-মন্দির'। ভিতরে যেখানে নাচ হয় সেটা 'পবিত্রতার মন্দির'—যুবতী মেয়েদের বাজার। এখানকার মেয়েদের প্রসূত ফল ঐ ঘরে প্রদর্শিত হয়—সকল উপায়েই। এমন-কি, আইনত সংযোগেও ওদের আপত্তি নেই। ওখানটা

হ'চ্ছে আমাদের রাত্রের····ভবিষ্যত····আশা। ঐ প্রদর্শনীর সবচেয়ে মজার জিনিস হ'চ্ছে ঐ মেয়েদের মনের রোগ। এই মেয়েগুলোর যেন শরীরের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ নেই—সার্কাসের জোকারের হাতপায়ের মত ওদের মনও যেন ভেঙ্গে চুরে গেছে। চল্ ওদের দেখে আসি।

স্যারভিঙ্গী ডাইনে বাঁয়ে নমস্কার করতে করতে চলেছে—মুখে প্রশংসার বাণী। বুক-পিঠ-খোলা পোষাক-পরা মেয়েদের পানে প্রেমিকের মত অপাঙ্গ দৃষ্টি হেনে চলেছে সে।

ঘরের ভিতর অর্কেস্ট্রা তরঙ্গনৃত্যের সুর ধরেছে—তারা এসে দাঁড়ালো দরজার উপর। পনের জোড়া মেয়ে পুরুষ নেচে বেড়াচ্ছে। পুরুষগুলো গম্ভীর, মেয়েগুলোর অধরে কুঞ্চিত হাসি। তাদের মায়েদের মত তাদেরও শরীরের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে, কয়েকজনের বুকের বাঁধনটা একটা সরু ফিতের দ্বারা দুই বাহুর গোড়ায় বেষ্টিত—মাঝে মাঝে বাহুমূলে একটা কালো আভাষ পাওয়া যাচ্ছিল।

হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে একটি সুগঠিত যুবতী—নৃত্যপরা ব্যক্তিদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো—বাঁ হাতে সে তুলে ধরেছে তার পিছনে পোশাকের বিলম্বিত অংশটুকু। তাড়াতাড়ি এসে সে চিৎকার করে উঠলো:

—ওঃ! মুস্কাদ! মুস্কাদ!

তার সারা অঙ্গে উচ্ছল জীবন—আনন্দের উজ্জ্বলতা ভরা। শাদা ধবধবে রঙীন গাত্রচর্ম—একটু বেশি লাল—চক্‌চক্ করছে। মাথায় অলকস্তূপ, যেন আগুনে ঝলসানো—অগ্নিশিখার মত—কপালের উপর নেমে এসেছে, ক্ষীণ ঘাড়ের উপর ঝুলে পড়েছে।

তার ভাবভঙ্গী এত স্বাভাবিক এত সুন্দর ও এত সরল যে সে যেন চলে বেড়াবার জন্য সৃষ্টি হ'য়েছে, তার মা যেমন সৃষ্টি হ'য়েছে কথা কইবার জন্যে। তাকে চলতে দেখলে, তাকে নড়তে দেখলে, তাকে ঘাড়, অধর, বাহু নাড়তে দেখলে মনে যেন নেশা জাগে।

সে বললে :

—আঃ মুস্কাদ—মুস্কাদ!

স্যারভিঙ্গী জোরে ঝাঁকানি দিয়ে করমর্দন করলে এবং তাকে পরিচয় করিয়ে দিলে :

—মা'মসেল ইভেৎ—আমার বন্ধু বার্ দে সাভাল্।

মেয়েটা অপরিচিতকে প্রণাম করে ভালো করে দেখে নিয়ে বললে!

—বাঃ বেশ! কিন্তু যখন আপনি আমার জন্যে আসবেন নিজেকে একটু কমিয়ে নেবেন—দয়া করে—মাঝামাঝি আমার ভালো লাগে। এই দেখুন মুস্কাদকে কেমন আমার সঙ্গে মানায়!

এই কথা বলে সে মুস্কাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে এবং বললে :

—নাচবে? এসনা, এক পাক্?

কোন উত্তর না দিয়ে স্যারভিঙ্গী দ্রুতগতিতে তাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে গেল।

সকলের অপেক্ষা দ্রুতবেগে তারা চলছে দু'জনে দু'জনকে যেন এক করে বেঁধে উন্মত্তের মত নৃত্য করতে করতে। দেহ সরল, দুই পা যেন নড়ে না—যেন একটা অদৃশ্য যন্ত্র তাদের পায়ের তলায় লুকিয়ে থেকে তাদের উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তাদের যেন শ্রান্তি নেই। আর সকলের নৃত্য ধীরে ধীরে থেমে

গেল।° তারা একলা ক্রমাগত নেচে চলেছে। যেন তারা স্থান কাল পাত্র ভুলে গেছে—কি যে তারা করছে সে জ্ঞানও যেন তাদের নেই। তারা যেন এ নাচের আসরের লোক নয়। অর্কেস্ট্রা বেজে চলেছে, বাজিয়েদের দৃষ্টি যুগল মূর্তির উপর নিবদ্ধ। সকলে দেখছে এই নৃত্যপরা যুগল মূর্তি। যখন তারা থামল সবাই বাহবা দিয়ে উঠলো।

মেয়েটা একটু লাল হ'য়ে উঠেছে—অদ্ভুত দৃষ্টি তার চোখে ; ক্ষণপূর্বের প্রগল্‌ভতা আর নেই—উজ্জল এবং শঙ্কাকুল দৃষ্টি। চোখ দুটি এত নীল, চোখের তারা দুটি এত কালো যেন তা স্বাভাবিক নয়।

স্যারভিঙ্গীর একটু নেশা লেগেছে মনে হয়। সে একটা দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল নিশ্বাস নেবার জন্যে।

মেয়েটি তাকে বললে ঃ

—এরই মধ্যে তোমার মাথা ঘুরে গেল, মুস্কাদ? আমার শক্তি দেখছি তোমার চেয়ে বেশি।

স্যারভিঙ্গী একটু হাসলো—তার দৃষ্টি মেয়েটার উপর—পশু-প্রবৃত্তি সুস্পষ্ট ; তার অধরের কোণেও যেন লোলুপতা।

মেয়েটা তার সামনে দাঁড়িয়ে—নিশ্বাসের ওঠা-পড়ার সঙ্গে তার অর্ধাবরিত বুকও উঠছে পড়ছে।

মেয়েটা বললে ঃ

—সময়ে সময়ে তুমি এমনভাবে তাকাও যেন মনে হয় বেড়ালের মত শীকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। চল, তোমার বন্ধুর কাছে যাওয়া যাক, দাও তোমার হাত;

কোন কথা না বলে সারভিঙ্গী তার হাত বাড়িয়ে দিলে। দুজনে বড় ঘরখানা পার হ'য়ে গেল।

সাভাল একলা ছিল না। মার্কিজ ওবার্দি তার সঙ্গে রয়েছে। সে সাভালের সঙ্গে এদিক ওদিক সংসারের কথা কইছে; তার স্বরে সেই পাগল করা মাদকতা। তার চোখ দেখলে মনে হয় বুকের ভিতর রয়েছে অন্য কথা—কিন্তু মুখে সে বলছে আর এক কথা। স্যারভিঙ্গীকে দেখা মাত্র তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সে স্যারভিঙ্গীর দিকে চেয়ে বললে:

—জানো দুক্, আমি বুগিভালে একখানা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি—কারণ সেখানে মাস দুই কাটাতে চাই। সেখানে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে আশা করি। সামনের রবিবার আমি সেখানে গিয়ে উঠবো—তোমরা দুজনে শনিবার ডিনারে আসছ তো আমাদের ওখানে? পরের দিনটাও থাকবে, কেমন?

স্যারভিঙ্গী হঠাৎ ইভেতের পানে চাইলো। ইভেৎ হাসছিল, নীরবে। সে জোরের সঙ্গে বললে:

—মুস্কাদ, নিশ্চয় শনিবার খেতে আসবে। ওকে বলে কষ্ট পা'বার দরকার নেই তো। গ্রামে গিয়ে সেদিন আমরা খুব মজা করব।

তারপর মার্কিজ সাভালের দিকে তার বড় বড় কাল চোখ তুলে বললে:

—আপনিও আসছেন তো বারঁ?

সাভাল মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে—আমার খুব আনন্দ হ'বে মাদাম।

ইভেৎ দুষ্টুমির ভঙ্গী করে বললে :

—সকলকে নিয়েই সেখানে আমরা মজা করব, না মুস্কাদ? আর আমার রেজিমেণ্টদের রাগিয়ে তুলবো, কেমন?

এই বলে ইভেৎ কয়েকজন লোকের পানে আড়-চোখে চাইলে; লোকগুলো তাদেরই দিকে তাকিয়ে ছিল।

স্যারভিঙ্গী বল্‌লে :

—যত খুশি মা'মসেল্।

স্যারভিঙ্গীর পরিচয় ইভেতের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল যে সে তার সঙ্গে কথা কইবার সময় মাদময়জেল্ বলতে পারতো না।

সাভাল জিজ্ঞেস করলে :

—আচ্ছা মাদময়জেল্ ইভেৎ, আমার বন্ধুকে আপনি মুস্কাদ বলে ডাকেন কেন?

—কারণ উনি সব সময় হাত পিছলে সরে পড়েন। মনে হয় ওকে ধরেছি কিন্তু কোন কালেই ধরতে পারিনা।

মাদাম অন্য কিছু চিন্তা করতে করতে সাভালের চোখ থেকে দৃষ্টি না ফিরিয়ে বললে :

—ওরা সব সময়েই এই রকম ছেলেমানুষ।

ইভেৎ রাগ করে বললে—না না, আমি ছেলেমানুষ নই; আমি স্পষ্ট কথাই বলছি। মুস্কাদকে আমার ভালো লাগে কিন্তু ও খালি আমার কাছ থেকে সরে যায়—এ আমার ভালো লাগে না।

স্যারভিঙ্গী বললে :

—আমি তোমায় আর ছাড়ব না মা'মসেল; রাতেও না দিনেও না।

যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে ইভেৎ বললে :

—না, না, তা হ'বেনা—দিনের বেলা আমার কোন আপত্তি নেই—কিন্তু রাতের বেলা তুমি কাছে থাকলে আমায় বিরক্ত করবে।

সে দুষ্টুমি করে জিজ্ঞেস করলে :

—কেন ?

সেও একটুও লজ্জিত না হ'য়ে বললে :

—কারণ পোশাক ছাড়লে তোমায় এত সুন্দর দেখাবে না।

মার্কিজ অবাক না হ'য়ে বলে উঠলেন :

—ওরা যত সব অসভ্য কথা কইছে। এতটা ছেলেমানুষ তোমরা নও।

স্যারভিঙ্গীও বিদ্রূপের সুরে বললে :

—আমারও তাই মনে হয় মার্কিজ।

ইভেৎ স্যারভিঙ্গির চোখে চোখ রেখে উদ্ধত ভাবে বললে :

—তুমি আজ অসভ্যের মত ব্যবহার করছ ; আজকাল তুমি প্রায়ই এমন কর।

তারপর মুখ ফিরিয়ে বললে :

—শেভালিয়ে, আসুন আমায় সমর্থন করুন।

একজন শীর্ণ কটা-রঙের লোক ধীরে ধীরে এগিয়ে এল :

—কে দোষ করেছে ? জোর করে হেসে জিজ্ঞেস করলে সে।

ইভেৎ মাথা নেড়ে স্যারভিঙ্গীকে নির্দেশ করলে :

—ঐ উনি। কিন্তু তবু আমি ওকে তোমাদের সকলের চেয়ে ভালবাসি কারণ ও আমায় বেশি বিরক্ত করে না।

শেভালিয়ে ভাল্‌রেয়ালী বললে :

—যে যতটা পারে করে। গুণ আমাদের কম হ'তে পারে কিন্তু টান আমাদের কম নয়।

আর-একজন ভুঁড়িওয়ালা ঢ্যাঙ্গা লোক এগিয়ে এসে বললে:

—মাদমোয়াজেল, আমি আপনার দাস।

ইভেৎ বলে উঠলো:

—ওঃ! মঃ দে বেলভিং!

তারপর সাভালের দিকে চেয়ে বললে:

—ইনি আমার প্রণয়প্রার্থী—বিরাটকায় মোটা ধনী এবং বোকা। এমনি ভাবেই আমি ওকে ভালোবাসি, সত্যিকারের ঢাক বাজিয়ে—কিন্তু দেখুন আপনি আবার ওর চেয়ে বিরাট। তাই-তো, আপনার কি নাম দেব? বেশ, আমি আপনাকে বলবো—রোদ'এর ছেলে—সেই বিরাট মানুষটা নিশ্চয় আপনার পিতা ছিল। কিন্তু মনে হ'চ্ছে আপনাদের বলবার মত কথা জমেছে—আপনাদের দুজনকে বলছি—তা হ'লে এখন বিদায়।

সে অর্কেস্ট্রার দিকে চলে গেল।

মাদাম ওবার্দি যেন একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছে। সে ধীরে ধীরে স্যারভিঙ্গিকে বললে:

—তুমি সব সময় ওকে রাগিয়ে দাও, তুমিই ওর চরিত্র খারাপ করবে। তুমিই ওর মধ্যে যত সব বদ দোষ জাগিয়ে তুলবে।

স্যারভিঙ্গি বললে:

—তা হ'লে আপনার শিক্ষা দেওয়া এখনও শেষ হয়নি?

সে যেন বুঝতেই পারেনি এমনি ভাবে আনন্দের হাসি হাসলে।

মার্কিজের চোখ পড়ল একজন নানা রকমের পদকে বিভূষিত লোকের উপর। ভদ্রলোক সেই দিকেই এগিয়ে আসছিল। সে তার দিকে ত্বরিত পদে এগিয়ে গেল।

—আসুন আসুন প্রিন্স, কী সৌভাগ্য আমার!

স্যারভিঙ্গি সাভালের হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললে:

—ঐ ভদ্রলোক শেষ প্রেমপ্রার্থী, নাম প্রিন্স ক্রাভালব। মেয়েটাকে বেশ সুন্দর দেখতে, নয়?

সাভাল বললে:

—ওরা দুজনেই সুন্দর—তবে মাকে হ'লেই আমার চলবে।

স্যারভিঙ্গি তাকে সেলাম করে বললে:

—আমি সাহায্য করতে রাজী আছি। নর্তক ও নর্তকীদের মধ্যে এখন হুড়াহুড়ি পড়ে গেছে। সকলে দু'সারে সামনা সামনি দাঁড়িয়ে নাচের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছে। এখন চল গ্রীক্‌দের একটু দেখে আসা যাক্।

তারা খেলার ঘরে প্রবেশ করলো।

প্রত্যেকটি টেবিলে গোলাকার ভাবে লোক দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। তারা কথা কইছে কম—মাঝে মাঝে টেবিলের উপর আছড়ে ফেলা মুদ্রার আওয়াজ—খেলোয়াড়দের গুঞ্জনধ্বনির সঙ্গে মুদ্রার ধাতবধ্বনি মিলে মনে হ'চ্ছে যেন অতগুলো মানুষের গলার আওয়াজের মাঝখানে স্বর্ণমুদ্রাও কিছু বলে নিতে চায়।

প্রত্যেকে নানা রকমারী নিদর্শনের দ্বারা ভূষিত—প্রত্যেকেরই এক-একটা খেতাব আছে। সকলের মুখের চেহারা ভিন্ন হ'লেও হাবভাব সকলেরই সমান। পরস্পরকে বোঝা যায় কেবল দাড়ির বাহার দেখে।

এমেরিকানের বুকে ঘোড়ার খুরের চিহ্ন, ইংরেজের বুকের উপর পালকের পাখা, রোমীয় লোকটির ভিক্তর এমানুয়েলের মত গোঁফ, দাড়ি-কামানো অস্ট্রেলিয়ান্, রুশীয়কে বোঝা যাচ্ছে তার উপরের ঠোঁটের উপর দু-খানি পাকানো চুলের ছোরা দেখে—এমনি ভাবে এখানে যেন পৃথিবীর নাপিতদের খেয়ালপ্রসূত কলার প্রদর্শনী বসে গেছে বলে মনে হয়।

—তুই খেলবি না? স্যারভিঙ্গি জিজ্ঞেস করলে।

—না, তুই?

—এখানে আমি কখনও খেলিনা। চাস যদি সরে পড়ি চল, আর একদিন নিরিবিলিতে আসা যাবে'খন। আজ অনেক লোক, আজ কিছু হ'য়ে উঠবে না।

—চল।

তারা বেরিয়ে পড়লো রাস্তার উপর।

স্যারভিঙ্গি জিজ্ঞেস করলে:

—এখন বল কেমন মনে হলো?

—ভারি মজার! আমার কিন্তু পুরুষের চেয়ে মেয়েদের দিকটা ভালো লাগলো।

—লাগবেই ত! আমাদের জাতের মধ্যে তো এইগুলো ভালো মেয়ে যা আমাদের জন্যে অবশিষ্ট রয়েছে। ওদের কাছে এলে যেন প্রেমের গন্ধ পাওয়া যায়—যেমন চুল ছাঁটার দোকানে পাওয়া যায় এসেন্সের গন্ধ। সত্যি কথা বলতে কি, পয়সা খরচ করে এই কয়েক ঘরেই সত্যিকারের

আমোদ পাওয়া যায়! কেমন চমৎকার সাজে বলত! কেমন চমৎকার হাব-ভাব! তুই কখনও রুটিওলার তৈরী কেক খেয়েছিস? কেকগুলোকে দেখতে চমৎকার—কিন্তু কোন কাজের নয়। যে লোকটা কেক করেছে সে করতে জানে না। সাধারণ রমণীর প্রেম আমায় সব সময় মনে করিয়ে দেয় রুটওলার কেকের কথা। আর মার্কিজ ওবাদির বাড়িতে যে প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায় সে যেন দানাদার। ওরা জানে কেক্ তৈরী করতে—অন্য জায়গায় যা'র দাম দু'পয়সা এখানে সেই জিনিসই পাঁচ পয়সায় বিক্রি হয়—এই যা।

সাভাল জিজ্ঞেস করলে:

—এখন আসল প্রণয়ীটী কে?

স্যারভিঙ্গি যেন সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—এমনি ভাবে কাঁধ নাচালে:

—আমি কিছু জানি না। শেষ ভদ্রলোকটি ছিলেন ইংরেজ—মাস তিন হ'লো সরে পড়েছেন। আজকাল সে সকলের—হয়তো খেলার ও খেলোয়াড়দের উপর নির্ভর করে আছে। ওর মাথায় নানা খেয়াল জাগে। কিন্তু ঠিক করে বল, আসছে শনিবারে বুগিভাল-এ আসছিস্ তো ডিনার খেতে? গ্রামে অনেকটা মুক্তি পাওয়া যায়—এবং ঐখানেই আমি জেনে নেব ইভেতের মাথায় কি মৎলব ঘুরছে।

সাভাল বললে:

—বেশ তো, সেদিন আমারও কোন কাজ নেই।

তারা শাঁ-জ্-এলিজে'তে এসে পড়লো। বেঞ্চের উপর শায়িত এক যুগল মূর্তি তাদের দেখে অসুবিধায় পড়লো।

স্যারভিঙ্গি মৃদুস্বরে বল্লে:

•—কি মুস্কিল, অথচ কি অদ্ভুত বলতো। এ ব্যাপারটা কত সাধারণ—কত আমোদের—এক ঘেয়ে, অথচ নিত্য নতুন—এই প্রেম! ঐ মেয়েটাকে আজ হয়তো ঐ লোকটা একটা টাকা দিয়েছে—আর আমি হয়তো মাদাম ওবার্দির মত কোন মেয়েমানুষকে হাজার টাকা দেব। অথচ এ লোকটা মেয়েটার কাছ থেকে আমি যা চাইবো তার বেশি কিছু চাইবে না। আর ঐ গড়িয়ে-পড়া মেয়েটার চেয়ে মাদাম ওবার্দির মত মেয়ে-মানুষটা কিছু বেশি যুবতী নয়—কি বোকামী!

কিছুক্ষণ সে আর কোন কথা বললে না—তার পর আবার বললে

—ইভেতের প্রণয়প্রার্থী হ'তে পারা মহাভাগ্যের কথা। সেজন্যে····আমি ·······দিতে পারি........ ....

কিন্তু কি যে সে দিতে পারে তা বলবার মত কথা সে খুজে পেল না। রু-রোয়াইয়ালের কোণে এসে পড়তে সাভাল তার কাছ থেকে বিদায় নিল।

নদীর উপর খোলা বারান্দায় খাবার দেওয়া হ'য়েছে। মার্কিস ওবার্দির ভাড়া নেওয়া "বসন্ত-নিবাস" একটা উপত্যকার মাঝামাঝি উঁচুতে অবস্থিত—শ্যান নদীটা বাগানের সামনে বেঁকে মার্লির দিকে বয়ে গেছে।

বাড়ির সমুখে ক্রোয়াসি দ্বীপ গাছের একটা চক্রাকার রেখার সৃষ্টি করেছে—যেন একটা সবুজ রঙের স্তূপ পড়ে রয়েছে। দূরে গাছের পাতার অন্তরালে ভাসমান কাফে দে গ্রেনুইয়্যারের কাছে নদীর কতকাংশ দেখা যাচ্ছে।

রাত্রের অন্ধকার নেমে আসছে, নদীর ধারে নিস্তব্ধ সন্ধ্যা—রঙীন ও মধুর; মনের মধ্যে যেন এক সুখানুভূতি জাগিয়ে তোলে। হাওয়ায় গাছের পাতা নড়ছে না—শ্যান নদীর মসৃণ ও উজ্জ্বল বুকের উপর হাওয়ার আভাস মাত্র নেই। কিন্তু বিশেষ গরমও নেই—নদীর বুকের সুখকর শীতলতা নির্মল আকাশের দিকে উঠছে।

গাছের পিছনে অন্য দেশের দিকে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। এরই মধ্যে যেন ঘুমন্ত পৃথিবীর মঙ্গল প্রভাব অনুভূত হ'চ্ছে; বিস্তৃতির বিরাট শান্তির মধ্যে জীবন উদাসীন হ'য়ে ওঠে।

যখন সকলে টেবিলে বসবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন সকলেই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো। সকলের বুকই আনন্দে কোমল হ'য়ে উঠেছে। সকলেরই মনে হলো সেই পল্লীগ্রামে নদীর সামনে দিনশেষের রঙীন সজ্জায় ও বিশুদ্ধ হাওয়ায় তাদের ডিনার আজ ভালোই হ'বে।

মার্কিজ সাভালের হাত ধরেছে আর স্যারভিঙ্গি ধরেছে ইভেতের।
তারা চারজন—আর কেউ নেই।

রমণী দুজন যেন পারির রমণী নয়—বিশেষ করে ইভেৎ।

সে কথা কইছে না—, যেন একটু গম্ভীর, একটু যেন তার অলস ভাব।

সাভাল তাকে যেন চিনতে পারছে না। সে জিজ্ঞেস করলে ঃ

—তোমার কি হ'য়েছে মা'মসেল, যেন গেল সপ্তাহ থেকে তুমি বদলে গেছ। তুমি যেন বেশ একজন ভালো মেয়ে হ'য়ে গেছ বলে মনে হয়।

সে উত্তর দিলে ঃ

—গ্রামের সৌন্দর্য আমায় এমনি করেছে, আমার বড় মজা লাগছে। কিন্তু দু'দিন পর এক রকম অনুভব করি না। আজ হ'য়তো পাগলীর মত আমার ভাব—কাল যেন আমি বেহাগের প্রতিমূর্তি। আমি সময়ের মত বদলে যাই—কেন তা জানি না। দেখছ তো, সময়মত আমি সব করতে পারি। এমন দিন আসে যে দিন আমি মানুষ খুন করতে পারি—জন্তু নয়। জন্তু কখনও মারবো না, কেবল মানুষ। তারপর আর একদিন হ'য়তো আমি কাঁদবো, আকুল হ'য়ে কাঁদবো। নানা রকমের মৎলব আমার মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য এসব নির্ভর করে সকালবেলা ওঠবার সময়ের উপর। প্রতিদিন সকালবেলা ওঠবার পর আমি বলতে পারি বিকেলবেলা পর্যন্ত আমি কিরকম থাকবো। এসব হ'য়তো আমাদের স্বপ্নের প্রভাব—অবশ্য অনেক সময় আমরা যে সব বই পড়ি সে সব বইয়েরও প্রভাব হতে পারে।

সে পরে ছিল একটা নরম শাদা ফ্ল্যান্যালের পোশাক—কোমল

কাপড়টা তার কোমল অঙ্গে জড়িয়ে। ভাঁজ দেওয়া চওড়া কাঁচুলি চেপে বসেনি তার বুকের উপর। তার সুপরিণত বক্ষ দেখা যাচ্ছিল না বটে কিন্তু তার বুকের আবরণ সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার সুন্দর গলা উঠেছে নরম লেসের ভিতর থেকে ; শাদা পোশাকের রঙের চেয়ে সুন্দর তার রং—যেন একটি মাংসের অলঙ্কার! ঘাড়ের উপর ঝুলে পড়েছে সোনালী রঙের চুলের রাশ।

স্যারভিঙ্গি সেই দিকে চেয়ে ছিল। অনেকক্ষণ পরে সে বললে :

—মা'মসেল, আজ সন্ধ্যায় কি সুন্দর তুমি! আমি সব সময় তোমায় এমনি দেখতে চাই।

একটু যেন বিদ্রূপের সুরে ইভেৎ বললে :

—দেখ, যেন কিছু প্রকাশ করে বোলোনা মুস্‌্যদ। আজ আমি তা সত্যি ভেবে নেব—বিপদে পড়তে পার তুমি।

মার্কিজও আজ যেন সুখী—খুব সুখী। কালো টাইট পোশাক পরেছে সে ; অঙ্গের সকল খাঁজগুলি সুপরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে পোশাকের অন্তরালে। বক্ষাবরণটি লাল রঙের ; কোমর থেকে একটি লাল ফুলের মালা ঝুলছে চেনের মত। তার কাল চুলে একটি লাল গোলাপ, এই ফুলটার প্রভাব যেন তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে ; সাধারণ পোশাকের উপর ফুলটা যেন একটা বড় রক্তবিন্দু। তার দৃষ্টিতে, তার গলার স্বরে, তার ভাবভঙ্গীতে যেন একটা উগ্রতা রয়েছে আজ।

সাভালও যেন আজ গম্ভীর, চিন্তাকুল। সময়ে সময়ে সে পরিচিত ভঙ্গিতে তার ছুঁচালো দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে—যেন গভীরভাবে চিন্তা করছে কোন বিষয়।

মিনিট কয়েক কেউ কোন কথা কইলো না। পরে স্যারভিঙ্গি বললে।
—স্তব্ধতা অনেক সময় বড় ভালো লাগে। কথা না কয়ে চুপ করে থাকলে অপরে যেন আরও কাছে রয়েছে বলে মনে হয়—নয় কি মার্কিজ?

মার্কিজ তার দিকে একটু মুখ ফিরিয়ে বললে:

—তা সত্যি। একসঙ্গে নিস্তব্ধ হ'য়ে ভালো কথা চিন্তা করতে বড় ভালো লাগে।

সে তার মাদকতাময় দুই চোখ সাভালের দিকে তুললে—কিছুক্ষণ তারা চোখে চোখে চেয়ে পরস্পরকে দেখতে লাগলো।

টেবিলের নিচে কি যেন একটু নড়ে উঠলো।

স্যারভিঙ্গি বললে:

—দেখ মা'মসেল ইভেৎ, তোমার এমন অবস্থা দেখে মনে হ'চ্ছে তুমি প্রেমে পড়েছ—কার প্রেমে পড়েছ তুমি? চাওতো এস খুঁজে দেখা যা'ক। সাধারণ প্রণয়প্রার্থীদের কথা আমি ছেড়ে দিলাম; বিশেষ ব্যক্তিদের কথাই ধরা যাক।—প্রিন্স ক্রাভালব?

এই কথায় ইভেতের যেন ঘুম ভাঙলো:

—মুস্কাদ, ওর কথা তোমার মনে এলো! প্রিন্সের রূপ যেন মোমের রুশীর প্রতিমূর্তি।

—বেশ। প্রিন্স তবে বাদ পড়লো। তবে কি তোমার মন পড়েছে ভিকঁন্ত বেলভিংএর উপর?

—ও, তুমি দেখছ আমি রেশিনের গলায় গাঁথা—সে স্যারভিঙ্গিকে কানে কানে বললে—প্রিয়তম, পিয়্যার, আমার প্রিয় পিয়েরো, দাও—দাও

তোমার তুলতুলে বড় মাথাটা এগিয়ে—তোমার প্রিয়াকে—সে চুমু খেতে চায়।

স্যারভিঙ্গি বললে :

—তা হ'লে ও দু'জন বাদ। বাকি থাকে শেভালিয়ে ভাল্‌রেয়ালি—তাকে তোমার মা নেক্‌নজরে দেখেন।

ইভেতের ভারি মজা লাগলো।

—"চোখ ভরা জল" ?—সে তো মাদ্‌লিনের মত কাঁদে। সে যেন গোর দেওয়ার উৎসবে চলেছে—তা'কে দেখলে মনে হয় যেন মরে যাই।

—বাকি তিনজন ? তা'হলে সাভালের উপরই তোমার বজ্র নিক্ষেপ করবে ? সে এখানেই উপস্থিত।

—রোদের ছেলে ? না, না—সে বড় বেশি পালোয়ান।

—তা'হলে মাম্‌সেল নিঃসন্দেহে আমায় ভালোবাস—কেননা আমি একমাত্র পূজারী যে বাকি পড়ে আছে, ভেবেচিন্তেই নিজেকে বাকি ফেলে রেখেছিলাম। তোমায় ধন্যবাদ।

সে উত্তর দিলে উৎফুল্লভাবে।

—তোমায় মুস্কাদ ? না....না....আমি তোমায় ভালোবাসি....কিন্তু না, আমি তোমায় ভালবাসি না....দাঁড়াও....তোমায় নিরাশ করতে চাই না। আমি তোমায় এখনও....ভালোবাসি না। তবে, তোমার আশা আছে, অপেক্ষা কর মুস্কাদ, ভক্তি কর, ব্যস্ত হও আমার জন্যে, বুক পেতে দাও, যত্ন কর, আমার সব খেয়াল চরিতার্থ করবার চেষ্টা কর, আমায় খুশি করবার জন্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত থাক....দেখা যা'বে....পরে।

—কিন্তু মামসেল, যা তুমি চাইছ তা আমি পরে করতে রাজি আছি, আগে নয়।

সে ঠাট্টার সুরে জিজ্ঞেস করলে :

—কিসের পর ?····মুস্কাদ !

—তুমি যে আমায় ভালোবাস তার প্রমাণ দাও—তারপর····

—বেশ—আমি তোমায় ভালোবাসি এমনি ভাব দেখাও—ইচ্ছে হয় তো মনে মনে চিন্তা কর আমি তোমায় ভালোবাসি।

—কিন্তু········

—চুপ কর মুস্কাদ—আর নয়, এ বিষয়ে যথেষ্ট হ'য়েছে।

স্যারভিঙ্গি মিলিটারী সেলাম ঠুকলো।

দ্বীপের পিছনে সূর্য ডুবে গেছে, কিন্তু আকাশে যেন আগুন লেগেছে। নদীর অচঞ্চল জল যেন পরিণত হ'য়েছে রক্তে। আকাশের আলো, বাড়ি, গাছ, মানুষ, সব লাল করে তুলেছে। মার্কিজের চুলের লাল গোলাপটাকে মনে হ'চ্ছে যেন আকাশ থেকে ঝরে-পড়া খানিকটা সিঁন্দুর।

ইভেতের দৃষ্টি সুদূরে। তার মা যেন ভুল করে তার নগ্ন বাহু সাভালের হাতের উপর রেখেছে। মেয়েটি একটু নড়ে উঠলো—তৎক্ষণাৎ মার্কিজের নগ্ন হাত সাভালের হাতের উপর থেকে সরে গেল এবং ত্বরিৎ গতিতে মার্কিজ যেন তার বক্ষাবরণের ভাঁজ ঠিক করে নিলে।

স্যারভিঙ্গি তাদের দিকে চেয়ে ছিল। সে বললে :

—মা'মসেল যদি ইচ্ছে করেন খাবার পর আমরা দ্বীপের দিকে একটু বেড়িয়ে আসতে পারি।

এ কথায় মেয়েটি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো :

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, বেশ হ'বে। আমরা দুজনে যাবো—নয় মুস্কাদ ?

—হ্যাঁ মামসেল্—একলা।

আবার সকলে চুপচাপ।

আকাশের বিশাল নিস্তব্ধতা, সন্ধ্যার নিদ্রালু আরাম তাদের হৃদয়ে অলসতা জাগিয়ে তুলছিল—তাদের স্বরে আনছিল একটা বোধ-হীনতা। এমন শান্তিময় সময়ে মাঝে মাঝে আসে যখন মনে হয় আপনাকে গুটিয়ে নিয়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে থাকি।

চাকর-বাকরেরা নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে। আকাশের আগুন নিভে গেছে। রাত্রি আস্তে আস্তে তার কালো আবরণ ছড়িয়ে দিচ্ছে ধরণীর বুকে।

সাভাল জিজ্ঞেস করলে—আপনারা কি অনেক দিন এখানে থাকবেন ?

প্রত্যেক কথাটির উপর জোর দিয়ে মার্কিজ বললে :

—হ্যাঁ, যতদিন ভালো লাগে।

আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। আলো নিয়ে আসা হ'লো। চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠনের আলো টেবলের উপর অদ্ভুত ও ক্ষীণ বলে মনে হ'তে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে পোকার ঝাঁক টেবিলের ঢাকার উপর উড়ে এলো। ছোট ছোট পোকা আলোর চিমনির উপর এসে পড়ে, পোড়ে তাদের পা আর পাখা। শেষে—কাপড়ের উপর, খাবার থালার উপর, কাপের ভিতর যেন হলদে গুঁড়োর মত পড়ে লাফাতে থাকে।

মদের সঙ্গে, চাটনির সঙ্গে গলার ভিতর চলে যায় ; পাঁউরুটির উপর

চলে বেড়ায়। এইসব ছোট ছোট উড়ো পোকাগুলো হাতের উপর মুখের উপর সুড়সুড়ি দিতে থাকে।

অনবরত খাবার জল ফেলে দিতে হয়, প্লেট ঢাকতে হয়, অনেক সাবধানে খেতে হয়।

এ-খেলায় ইভেতের বেশ মজা লাগছিল। স্যারভিঙ্গি যা মুখে তুলছে তা অতি সাবধানে হাতের আড়াল দিয়ে—মাথাটা ঝুঁকিয়ে রেখেছে প্লেটের উপর—তার মাথার উপর টেবিলের তোয়ালেটা ছড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু মার্কিজ ভীষণ বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে। খাওয়া শীঘ্রই শেষ হলো।

ইভেৎ স্যারভিঙ্গির প্রস্তাব ভোলেনি। সে বললে:

—চল এবার দ্বীপের দিকে।

তার মা অলস স্বরে বললে:

—যা, কিন্তু বেশি দেরি করিস নি। খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি চ' তোদের।

তারা বেরিয়ে পড়লো, দুজনে দুজনে—যুবতী মেয়েটি আর তার মানুষটি আগে আগে চলেছে। পিছনে তারা শুনতে পাচ্ছে মার্কিজ আর সাভালের গলার আওয়াজ; তারা খুব নিচু গলায় দ্রুতভাবে কথা কইছে। চারিদিকে অন্ধকার, নিবিড় অন্ধকার। অগ্নিকণায় ভরা আকাশ। নদীর জলে যেন চুমকি ঝলমল করছে!

নদীর ধারে ব্যাং-এর একঘেয়ে ডাক।

ইভেৎ হঠাৎ বলে উঠলো:

—দেখ, পিছনে তো কেউ নেই। কোথা গেল ওরা? মেয়েটি ডাকলে—মা!

উত্তর নেই। মেয়েটি বললে ঃ

—বেশি দূরে নেই কিন্তু ওরা। এখনি আবার ওদের কথা শুনতে পাবো।

স্যারভিঙ্গি মৃদু স্বরে বললে ঃ

—তারা হয়তো ফিরে গেছে। হয়তো তোমার মা'র ঠাণ্ডা লেগেছে। সে ইভেৎকে টেনে নিয়ে চললো।

তাদের চোখের সামনে একটা আলো চক্ চক্ করে উঠলো। মার্তিনে'র চটি—জেলেদের খাবার জায়গা।

তাদের ডাকে চটির ভিতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এলো। তারা নদীর ঘাসে ভরা তীরের উপর বাঁধা একখানা বড় নৌকায় উঠলো।

নেয়ে দাঁড় ধরলে, ভারী নৌকা এগিয়ে চললো। জলের উপর ঘুমন্ত তারার দল জেগে উঠে তাদের সামনে পাগলের মত নাচ দেখাতে লাগল ; দূরে, পিছন দিকে তাদের নৃত্য ক্রমশ কমে আসছে।

অপর তীরে নামলো তারা বড় বড় গাছের তলায়।

সুউচ্চ গাছের ঘন পাতায় ভরা শাখার নিচে, ভিজে মাটির মিষ্টি সোঁদা গন্ধ, ভেসে বেড়াচ্ছে।

দূরে একটি পিয়ানোতে তরঙ্গ নৃত্যের মৃদু সুর বাজছে।

স্যারভিঙ্গি ইভেতের হাত ধরে চলেছে। অতি ধীরে ধীরে সে এক হাতে ইভেতের কোমর জড়িয়ে ধরেছে।

—কি ভাবছ ?

—কিছু না। আমি আজ ভীষণ সুখী।

—তা হ'লে তুমি আমায় ভালোবাস না ?

—নিশ্চয় ভালোবাসি মুস্কাদ—আমি তোমায় খুব ভালোবাসি। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, আমায় আর বিরক্ত কোরোনা। তোমার আবল-তাবল কথা শুনতে আমার বড় বেশি ভালো লাগে।

স্যারভিঙ্গি তাকে বুকের উপর চেপে ধরলো। ইভেৎ মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতে চেষ্টা করছে। নরম ফ্ল্যানালের অন্তরালে কোমল দেহের স্পর্শ স্যারভিঙ্গি নিজের দেহের উপর অনুভব করছে।

—ইভেৎ।

—কি ?

—আমি তোমায় ভালোবাসি।

—তুমি সত্যি কথা বলছ না মুস্কাদ।

—সত্যি বলছি, অনেক দিন থেকেই তোমায় ভালোবাসি।

ইভেৎ খালি চেষ্টা করছে নিজেকে মুক্ত করতে। দুজনের বুকের মাঝখানে তার চাপা পড়া হাত দুটি সে মুক্ত করে নিতে চায়। এমনি অবস্থায় তারা এগিয়ে চলেছে মাতালের মত টলতে টলতে।

ইভেৎকে আর কি বলবে স্যারভিঙ্গি তা কিছু ঠিক করতে পারলে না। সে জানে স্ত্রীকে যা বলতে হয় তা একজন যুবতী মেয়েকে বলা চলে না। কি করবে সে—তার সম্মতি আছে কিনা সে বুঝতে পারলো না। সে খুঁজতে লাগলো সময়োপযুক্ত মিষ্টি ও স্পষ্ট কথা—যে কথা তার কাজে লাগবে।

মাঝে মাঝে সে শুধু বলছে ঃ

—ইভেৎ, বল ইভেৎ—ইভেৎ।

তারপর হঠাৎ সে তার গালে চুম্বন করলে। ইভেৎ মুখ সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে রাগত ভাবে বললে :

—ওঃ, তুমি কি অভদ্র! ছাড়বে আমায়!

সে যে কি ভাবছে, সে যে কি চায় তা তার গলার স্বরে বোঝা যায় না। সে খুব বেশি রাগ করেনি বুঝতে পেরে স্যারভিঙ্গি ইভেতের ঘাড়ের উপর—যেখানটা থেকে মাথার চুলের শুরু—সেই সুন্দর স্থানটি—যে স্থানটি তাকে এতদিন চমৎকৃত করে রেখেছে—সেই স্থানটির উপর চুম্বন করলে।

ইভেৎ প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো নিজেকে মুক্ত করবার। কিন্তু স্যারভিঙ্গি তাকে জোরে চেপে ধরে আছে। আর একটা হাত সে ইভেতের কাঁধের উপর দিয়ে—ইভেতকে বাধ্য করলে তার দিকে মুখ ফেরাতে। তার পর....স্যারভিঙ্গি ইভেতের অধর চুম্বন করলে—পাগলের মত—নিবিড় ভাবে।

হঠাৎ শরীরটাকে কুঁকড়ে ইভেৎ নিজেকে স্যারভিঙ্গির সুদৃঢ় বাহু-বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। কানে এল কেবল তার ঘাগরার খস্‌খস্‌ আওয়াজ—উড়ো পাখির পাখার শব্দের মত।

স্যারভিঙ্গি স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। ইভেতের ব্যবহার তাকে বেশ একটু অবাক করে দিয়েছে।

ইভেতের কোন সাড়া না পাওয়াতে অবশেষে সে মৃদু স্বরে ডাকলো।

—ইভেৎ!

তবু সাড়া নেই। সে অন্ধকারের ভিতর চলতে আরম্ভ করলে

—অন্ধকার ঝোঁপের উপর তার শাদা পোষাকের আভাস পাবার আশায়। সব কিছুই অন্ধকার। সে এবার চিৎকার করে ডাকলো।
—মা'ম্‌সেল ইভেৎ!

ঝিঁঝির আওয়াজ থেমে গেল। সে তাড়াতাড়ি চলেছে, উৎকণ্ঠিত ভাবে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করতে করতে।

—ইভেৎ, মা'ম্‌সেল ইভেৎ।

উত্তর নেই। সে থামলো....কান খাড়া করে রইল। সারা দ্বীপটা নিস্তব্ধ; মাথার উপর কদাচিৎ একটা গাছের পাতার কম্পন। কেবল নদীর তীরে ব্যাং-এর একঘেয়ে ডাক।

তখন সে বনের মধ্যে ছুটে বেড়াতে লাগলো; একবার নেমে আসে কাঁটা-ঝোপে ভরা নিম্নভূমিতে, আবার উঠে পড়ে ঘাসবিহীন উঁচু জমির ওপর। সে বুগিভালের সামনে পর্যন্ত এগিয়ে এলো—আবার ফিরে এলো গ্রেনুইয়্যার রেস্তোরা পর্যন্ত। সব জায়গায় সে সন্ধান করলো—চিৎকার করতে করতে।

—ইভেৎ—ইভেৎ—উত্তর দাও—আমি ঠাট্টা করেছি ইভেৎ—উত্তর দাও; এমনি করে আমায় কষ্ট দিও না।

দূরে একটা ঘড়ি বাজতে শুরু করলো। ঘড়ির আওয়াজ সে শুনলে—রাত দুপুর! দু'ঘণ্টা ধরে দ্বীপের উপর সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয়তো সে ফিরে গেছে।

সে ব্যস্তভাবে পুলের উপর দিয়ে ঘুরে বাড়ির দিকে ছুটলো।

গাড়ি বারান্দায় একটা চেয়ারের উপর অপেক্ষা করতে করতে একটা চাকর ঘুমিয়ে পড়েছে। সে তাকে জিজ্ঞেস করলে:

—মাদ্‌ময়জেল্‌ ইভেৎ কি অনেকক্ষণ হ'লো ফিরেছে? আমি পার্কের ধারে তাকে ছেড়ে, গেছলাম একজনের সঙ্গে দেখা করতে।

চাকর উত্তর দিলে:

—হ্যাঁ, মঁসিয়ে লে দুক্‌, মাদ্‌ময়জেল্‌ দশটার আগেই ফিরে এসেছেন।

স্যারভিঙ্গি নিজের ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লো।

শুয়ে চোখ মেলে রইল—ঘুম এল না। চুরি করা চুম্বন তাকে চঞ্চল করে তুলেছে। কি স্বপ্ন দেখছে ও? কি ভাবছে এখন? কি জানে ও? কি সুন্দর ও?

যে জীবন সে যাপন করছে সে জীবনে সে অনেক স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে এসেছে। বহু রকমের প্রেমের সন্ধান পেয়েছে—সাধ তার মিটে গেছে। কিন্তু আজ আবার তার কামনা জেগে উঠেছে ঐ মেয়েটির সংস্পর্শে [এসে—ঐ প্রাণময়, অবোধ্য, উত্তেজনাময় মেয়েটির স্পর্শে।

রাত্রি একটা বাজলো—দুটো বাজলো। ঘুম তার সত্যিই এলো না। সর্বাঙ্গে উত্তেজনা, ঘামছে সে, বুকের স্পন্দন কপালে অনুভব করছে। সে উঠে জানলা খুললে।

শীতল হাওয়া ঘরে প্রবেশ করলো—বুক ভরে সে নিশ্বাস নিল। নিস্তব্ধ গাঢ় অন্ধকার—সব কিছুই অন্ধকার, অচঞ্চল। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি পড়ল তার চকচকে এক আলোক বিন্দুর উপর। যেন একটা জ্বলন্ত কয়লা। সে ভাবলে—আরে—এ যে সিগারেটের আগুন—সাভাল নয় তো! সে মৃদুস্বরে ডাকলো।

—লেয়ঁ।

—কে? জাঁ?

—হ্যাঁ! দাঁড়া আমি নামছি।

সে পোশাক পরে বার হ'লো। দেখলে সাভাল একটা দোলন চেয়ারে বসে সিগারেট খাচ্ছে।

—এ সময় এখানে কি করছিস?

সাভাল উত্তর দিলে:

—জিরোচ্ছি। এই কথা বলে সে হেসে উঠলো।

স্যারভিঙ্গি তার করমর্দন করে বললে:

—আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর বন্ধু, আর এদিকে....আমি....বিপদে পড়েছি।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ তার মায়ের সঙ্গে ইভেতের একটুও মিল নেই।

—কি ব্যাপার বলতো?

স্যারভিঙ্গি তার প্রচেষ্টা এবং বিফলতার কথা একে একে বর্ণনা করে পরে বললে।

—সত্যিই ভাই, ঐ ছোট্ট মেয়েটা আমায় বিপদে ফেলেছে। একবার ভেবে দেখ, আমি ঘুমোতে পারিনি ওর জন্যে! কি আশ্চর্য বলতো? দেখলে মনে হয় আর সকলের মতই, কিন্তু বোঝা যায় না একটুও। যে নারী ভালোবেসেছে, যে জীবনটাকে চিনেছে, তাকে ঘায়েল করা খুব সোজা। কুমারী মেয়ে হ'লে....তার কিছুই বোঝা যায় না। সত্যি করে বলতে কি, আমার মনে হয় ও আমায় খেলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

সাভাল দুলতে দুলতে অতি ধীরে ধীরে বললে :

—সাবধান বন্ধু, শেষে তোমায় ও বিয়ে করতে না বাধ্য করে। এরকম জলন্ত উদাহরণ অনেক আছে। মাদময়জেল্ দে ম তিজো—যদিও সে ভালোবংশের মেয়ে ছিল....সে এই উপায় অবলম্বন করে শেষ পর্যন্ত সম্রাজ্ঞী হ'য়েছিল। দেখিস যেন নাপোলেয়ঁর মত ফাঁদে পড়িস নি।

স্তারভিন্সি মৃদু স্বরে বললে :

—না না, সে ভয় তোর নেই—আমি বোকাও নই আর সম্রাটও নই। সে অবস্থায় পড়তে গেলে হয় বোকা না হয় সম্রাট হতে হ'বে তো। কিন্তু বলতো—তুই ঘুমিয়েছিস ?

—না, একটুও না—নদীর ধারে বেড়িয়ে আসবি ?

—চল।

দরজা খুলে তারা নদীর দিকে বেরিয়ে পড়লো।

উষার পূর্ব-মুহূর্তের ক্লান্তিহীন সময়—যখন সকলে গভীরভাবে নিদ্রা যায়—চারিদিক শান্ত, স্তব্ধ। রাত্রের পাখিরা তাদের গান বন্ধ করেছে, ব্যাং-এর ডাক আর শোনা যায় না। কেবল একটা অজানা জন্তু, হয়তো একটা পাখি কোন এক জায়গায় মৃদু একঘেয়ে কোন একটা যন্ত্রের মত কর্কশ শব্দে চিৎকার করছে।

স্তারভিন্সির মনে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে কবিতা আর দর্শন। হঠাৎ সে বলে উঠলো :

—ঐ মেয়েটা আমায় ভীষণ ভাবে মুস্কিলে ফেলেছে, বুঝলি। অঙ্কে এক আর একে হয় দুই কিন্তু প্রেমে এক আর একে এক হওয়া চাই, কিন্তু দেখ আমরা দুই হয়ে রয়েছি। এ কথা কখন

তুই অনুভব করেছিস্? নিজের মধ্যে একজন রমণীকে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন—আর না হ'য় নিজেকে তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। আমি আলিঙ্গন করার কথা বলছি না, সে তো পশুপ্রবৃত্তি। আমি বলছি, একজনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে না পারার জন্যে মানসিক ও নৈতিক বেদনার কথা—নিজের আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে না পারার, তার ভিতরের সব চিন্তা বুঝতে না পারার বেদনার কথা। এমনি ভাবে এক হ'য়ে যেতে না পারলে, তার মনের কথা, তার ইচ্ছার ওঠা-পড়া, তার কামনা, তার মতামত কখনই বুঝতে পারা যায় না। কিছুই অনুমান করা যায় না—বিন্দুমাত্র না। সে তোর এত কাছে রয়েছে তবুও সে যেন কতদূরে, কত অচেনা! সবকিছুই তার যেন একটা রহস্যে আবরিত। ঐ দুটি আঁখি তোমার পানে চেয়ে আছে—জলের মত নির্মল, স্বচ্ছ, তার নিচে যেন কিছুই লুকানো থাকতে পারে না। ঐ দুটি অধর মনে হয় তোমার নিজের, এত ভালোবাস তুমি অধর দুটি, একটি একটি করে সে মনের কথা বলতে থাকে, তবু যেন মনে হয় সে তারকার মত সুদূর।

—ধরা ছোঁয়া যায় না! ভারি অদ্ভুত না?

—আমি তো অতটা চাই না। আমি আঁখির অন্তরালে কি আছে তাও জানতে চাই না; কারণ কি আছে তা'তে আমার কিছু যায় আসে না—আঁখির মালিককে নিয়েই আমার কারবার।

স্যারভিঙ্গি বললে:

—ইভেৎ অসাধারণ মেয়ে। আজ সকালে কি ভাবে যে সে আমায় নেবে কে জানে।

মারলির কারখানার কাছে এসে তারা দেখলে আকাশ ফ্যাকাশে হ'তে আরম্ভ করেছে। খোঁয়াড়ে মুর্গির ডাক শুরু হয়েছে—দেওয়ালের আড়ালে তাদের চাপা স্বর কানে ভেসে আসছে। পার্কে একটা পাখি শীশ দিতে শুরু করেছে!

—ফেরবার সময় হ'লো—সাভাল বললে।

তারা ফিরে এল। স্যারভিঙ্গি ঘরে ঢুকে খোলা জানালা দিয়ে দেখলে আকাশ গোলাপী হ'য়ে উঠেছে।

জানলার খড়খড়ি বন্ধ করে সে পুরু পর্দা টেনে দিলে, তারপর বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমোতে ঘুমোতে সে ইভেৎকে স্বপ্ন দেখলে সারাক্ষণ।

একটা অদ্ভুত আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেল। বিছানায় উঠে বসে কান পাতল কিন্তু কোন শব্দ তার কানে এলো না। তারপর হঠাৎ মনে হ'লো তার জানলার খড়খড়ির উপর শিলাবৃষ্টি হ'চ্ছে। সে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে জানালা খুলল। খুলেই দেখতে পেলে ইভেৎকে, বাগানের অলিতে দাঁড়িয়ে। সে তার ঘরের জানলার উপর মুঠো মুঠো কাঁকর ছুঁড়ছে। তার মুখের উপর এসে পড়লো এক মুঠো কাঁকর।

ইভেৎ গোলাপী রঙের পোশাক পরেছে, মাথায় খড়ের টুপি, টুপিতে পালক গাঁথা, মুখে দুষ্টুমির হাসি।

—মুস্কাদ! তুমি এখনও ঘুমুচ্ছ? সারারাত কি করেছ যে এত বেলা পর্যন্ত তোমার ঘুম ভাঙে না!

দিনের উজ্জ্বল আলো হঠাৎ তার চোখে লাগাতে সে হতবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এখন সারা শরীরে তার অবসাদ, তার উপর আরও বেশি সে অবাক হ'য়ে গেছে মেয়েটার বিদ্রূপ ভরা ভাবভঙ্গি দেখে।

সে উত্তর দিলে—এইতো আমি উঠেছি মা'ম্‌সেল! চোখে মুখে জল দিতে যতটুকু সময়—তারপরই নামছি।

মেয়েটি চিৎকার করে বললে:

—শিগ্‌গীর—দশটা বাজলো। শোন, আমার মনে একটা মৎলব এসেছে তোমায় বলবো। জান তো আমাদের খাবার সময় এগারটা।

স্যারভিঙ্গি নেমে এসে দেখলে সে বাগানের একটা বেঞ্চে বসে আছে—তার হাঁটুর উপর একখানা বই। সে চিরপরিচিতার মত স্যারভিঙ্গির হাত ধরলে—কোন জড়তা নেই তার মনে, কাল যে কিছু ঘটেছে তাকে দেখে তা মনেই হয় না। স্যারভিঙ্গির হাত ধরে সে বাগানের এক প্রান্তে টেনে নিয়ে গিয়ে বললে:

—শোন আমার মৎলব। আজ আমরা মা'র অবাধ্য হবো। তুমি আমায় গ্রেনুইয়্যারে নিয়ে যাবে। আমি দেখতে চাই জায়গাটা। মা বলে ভালো মেয়েরা সেখানে যায় না। আমার কথা বাদ দাও—সেখানে কেউ যায় কি যায় না তাতে আমার ভারী বয়ে গেল! তুমি আমায় নিয়ে যাবে তো? আমরা মাঝি-মাল্লাদের সঙ্গে খুব হল্লা করবো, কি বল?

তার শরীর থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে—তার চারিদিকে যে কিসের সৌরভ বোঝা যায় না। এ তার মায়ের তীব্র গন্ধের মত নয়—মাঝে মাঝে মনে হয় নয়নতারা ফুলের মৃদুগন্ধ, তার সঙ্গে সম্ভবত একটু ভারবেনা ফুলের গন্ধ মেশানো।

কোথা থেকে এলো এ সৌরভ ? পোশাক থেকে ? চুল থেকে ? না, এ ওর অঙ্গসৌরভ ? এই সব কথা সে নিজেকে প্রশ্ন করছিল। এমন সময়ে ইভেৎ তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে কথা কইতে তার মুখে এসে পড়লো ইভেতের নিশ্বাস—কি মিষ্টি সে নিশ্বাস। সে বুক ভরে পান করলে সে নিশ্বাস ! তার মনে হ'লো সেই সৌরভ আসছে তার মুগ্ধ নয়ন থেকেই—এবং তা নিঃসৃত হ'চ্ছে একটা ছলনাময় আকর্ষণের মত ঐ যুবতীর মন-ভোলানো রূপ থেকে।

ইভেৎ বললে :

—তবে তাই ঠিক কেমন, মুস্কাদ ? খাবার পর খুব গরম হবে—মা যেতে চাইবে না। গরমে সে একেবারে ভেপসে ওঠে। তুমি তখন আমায় নিয়ে যাবে, আর মা থাকবে তোমার বন্ধুর সঙ্গে। বলে যাবো আমরা বনে বেড়াতে যাচ্ছি। ওঃ, আমার যে কি আনন্দ হবে গ্রেনুইয়্যারে যেতে—তা যদি তুমি জানতে মুস্কাদ !

তারা শ্যান নদীর ধারে রেলিংএর কাছে এলো। ঘুমন্ত নদীর উপর আলোর ঢেউ এসে পড়েছে। নদীর বুকের উপর হালকা উষ্ণ বাষ্প, তার প্রতিবিম্ব পড়েছে নদীর জলে। মাঝে মাঝে এক একখানা নৌকা বা বজরা ভেসে যাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে ট্রেনের বিলম্বিত তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ। এই ট্রেনগুলো প্রতি রবিবার পারির লোকদের নিয়ে এসে গ্রামের বুকে উজাড় করে ঢেলে দেয়। আর স্টিমার ভরা লোক এসে নামে এই গ্রামে, শান্তিতে একটা দিন কাটাবার জন্যে।

একটা ছোট ঘণ্টা বেজে উঠলো।

খাওয়ার সময়টা নিস্তব্ধ ভাবে কেটে গেল। জুলাইয়ের গুমোট দুপুর

ধরণীর বুকে যেন চেপে বসেছে—হাঁপিয়ে ওঠে জীবাত্মা। শরীর ও মনের মধ্যে অবসাদ আনে। বেদনার ভয়ে কথাগুলো অধরের বাইরে বা'র হতে চায় না। সামান্য নড়াচড়াও বেদনাকর বলে মনে হয়—হাওয়ায় যেন বাধা দেয়—তাকে ভেদ করে যাওয়া যেন কষ্টকর।

কেবল মাত্র ইভেৎ উৎফুল্ল—স্নায়বিক অস্থিরতার লক্ষণ তার সারা অঙ্গে।

টেবিল পরিষ্কার করা হ'তেই, সে উঠে পড়ে বললে:

—বনের ভিতর বেড়াতে গেলে হয় না? গাছের ছাওয়ায় ছাওয়ায় কী সুন্দর লাগবে!

মার্কিজ পরিশ্রান্ত ভাবে বললে:

—তুই ক্ষেপেছিস! এ সময় কেউ বা'র হ'তে পারে।

মেয়েটি আবার উৎফুল্লভাবে বললে:

—বেশ, তবে বারঁ থাকুক তোমার কাছে, মুস্কাদকে নিয়ে আমি যাই....আমরা ঘাসের উপর বসে বই পড়বো।

স্যারভিঙ্গির পানে চেয়ে। —কি বল? যা'বে তো?

—জো হুকুম মা'ম্‌সেল

ইভেৎ ছুটলো টুপি আনতে।

মার্কিজ কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে:

—মেয়েটা সত্যিই পাগল হ'ল দেখছি।

সে অলস শ্রান্তিভরা ভাবে তার সুন্দর হাতখানি বারঁ'র দিকে বাড়িয়ে দিলে। বারঁ তার কর চুম্বন করলে।

ইভেৎ ও স্যারভিঙ্গি বেরিয়ে পড়লো। তারা প্রথম নদীর ধারে ধারে

চললো, ক্রমশ পুল পার হ'য়ে দ্বীপে প্রবেশ করে, একটি বড় গাছের ছাওয়ায় বসলো ; এখনও গ্রেন্নুইয়্যারে যা'বার সময় হয় নি।

মেয়েটা পকেট থেকে একখানা বই বার করে হাসতে হাসতে বললে :

—মুস্কাদ, তুমি আমায় একটু বই পড়ে শোনাও।

সে তার দিকে বইখানা এগিয়ে ধরলে।

স্যারভিঙ্গি পালিয়ে যা'বার ভঙ্গিতে নড়ে উঠলো।

—আমি, আমি তো পড়তে জানি না মা'ম্‌সেল !

—নাও পড়, কোন অজুহাত শুনতে চাই না। এখনও মনে হ'চ্ছে তুমি আমার প্রণয়প্রার্থী। কিছুর জন্যে যেন কিছু নয়—এই তোমার অভিসন্ধি, না ?

সে বইখানি নিয়ে খুলে অবাক হ'য়ে গেল। পিঁপড়েদের জীবনী, ইংরাজীতে লেখা ! সে ভাবছিল মেয়েটা তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে তাই সে চুপ করে ছিল। ইভেৎ অস্থিরভাবে বললে :

—পড়।

স্যারভিঙ্গি জিজ্ঞেস করলে :

—এ কি তোমার এমনি একটা খেয়াল, না, আর কোন মৎলব আছে ?

—না না—বইখানা পেয়েছি একটা বইয়ের দোকান থেকে। তারা বললে, পিঁপড়ে সম্বন্ধে এই এইখানাই সবচে' ভালো বই। আমার মনে হ'লো এই ক্ষুদ্র জানোয়ারগুলোর জীবনী পড়তে ভারি ভালো লাগবে—পড়।

ইভেৎ উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়লো ঘাসের উপর—তুহাতের মধ্যে মাথায় ভর দিয়ে—তার চোখ নিবদ্ধ ঘাসের উপর।

স্যারভিঙ্গি পড়ে চল্‌লো—

"মানুষ জাতির লক্ষণগুলো যে সব জন্তুদের মধ্যে দেখা যায় সেই জন্তুগুলো'রই মানুষের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু পিঁপড়েদের হাবভাব, তাদের সমাজের মধ্যে বাস করবার ধারা, তাদের বিরাট জাতি, তাদের বাসস্থান, যাতায়াতের পথ, তাদের অন্য জন্তুকে পোষ মানানোর স্বভাব, এ সব বিষয় চিন্তা করলে আমরা মানতে বাধ্য যে অন্ততঃ বুদ্ধির মাপে মানুষের সঙ্গে তাদের নিকট সম্বন্ধ, এ দাবী করবার অধিকার তাদের আছে।"

সে একঘেয়ে সুরে পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে থেমে জিজ্ঞেস করছে।

—এখন হ'লো না।

ইভেৎ মাথা নেড়ে বলে যাচ্ছে "না"। সে একটা ঘাসের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে একটা পিঁপড়েকে তার উপর উঠিয়েছে। যেই পিঁপড়েটা চলতে চলতে সেই ঘাসের ডগায় উঠছে অমনি সে ঘাসটাকে উলটে ধরছে পিঁপড়েটা আবার উপর দিকে উঠছে—ইভেতের বেশ মজার লাগছে এ খেলা। এক মনে সে শুনে যাচ্ছে পিঁপড়েদের জীবনের ছোট-খাটো বিবরণগুলো—তাদের মাটির নীচে ঘর-বাড়ীর কথা—তারা কেমন করে বড় হ'য়ে ওঠে—কেমন করে বাচ্চাদের তাদের দেহ নিস্থত মিষ্টি রস খাইয়ে মানুষ করে তোলে—কেমন করে অন্ধ পোকামাকড়কে নিজেদের বশে এনে তাদের দিয়ে নিজেদের বাড়ী-ঘর রাস্তাঘাট পরিষ্কার

করিয়ে নেয়, কেমন করে তারা যুদ্ধ করে শত্রুকে বন্দী করে নিয়ে আসে।

ধীরে ধীরে ইভেতের বুকে যেন মাতৃস্নেহ জেগে উঠল এই ক্ষুদ্র জন্তুদের জন্যে। ইভেতের হাতের উপর পিঁপড়েটা চলে বেড়াচ্ছে—সে পিঁপড়েটার যাতায়াত অবাক হ'য়ে দেখছে।

স্যারভিঙ্গি যখন পড়ছিল পিঁপড়েরা কেমন করে সংসার পাতে....তখন ইভেৎ অতিশয় আনন্দে পিঁপড়েটাকে চুম্বন করতে গেল—পিঁপড়েটা তার চুম্বন এড়িয়ে তার মুখের উপর চলতে আরম্ভ করলো। মানুষ ভীষণ বিপদে পড়ে যেমন চিৎকার করে ওঠে ইভেৎও সেইরূপ চিৎকার করে উঠলো—সে নিজের গালের উপর চড় মারতে লাগলো, পিঁপড়েটাকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে। স্যারভিঙ্গী পাগলের মত হাসতে হাসতে চুলের গোড়া থেকে পিপড়েটাকে তুলে নিয়ে সেই স্থানটায় একটা বিলম্বিত চুম্বন দিলে—ইভেৎ কপাল সরিয়ে নিলে না।

ইভেৎ বললে :

—নভেলের চেয়ে আমার এ সব ভালো লাগে। চল এবার গ্রেনুইয়্যারে যাওয়া যাক্।

দ্বীপের যে জায়গাটায় গাছ বসিয়ে পার্ক করা হয়েছিল তারা সেই জায়গায় এসে পড়লো। নদীর ধারে ধারে বনের অন্তরালে মেয়ে পুরুষেরা যুগলে যুগলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যুবতী মেয়েরা যুবকের সঙ্গে—মজুর মেয়েরা তাদের প্রেমিকের সঙ্গে চলেছে, যুবকেরা কোট খুলে হাতের উপর ফেলেছে—মাথার টুপিটা পিছন দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। তাদের মুখ দেখলে মনে হয় যেন তারা ভীষণ পরিশ্রান্ত। মধ্যবিত্ত

ঘরের কয়েকজন পুরুষ তাদের সংসারের সকলকে নিয়ে রবিবারে বেড়াতে এসেছে—তাদের পিছনে পিছনে চলেছে তাদের ছেলেমেয়ের পাল—মুর্গির পিছনে মুর্গির ছানার মত।

মাঝিদের প্রমোদাগার থেকে ভেসে আসছিল একটা অস্ফুট গুঞ্জন—মানুষের গলার একঘেয়ে চিৎকার!

হঠাৎ তাদের চোখে পড়লো সেই প্রমোদাগার। একটা বড় নৌকো তীরে লেগেছে—নৌকোর উপরে ছাদের নিচে কেউবা বসে কেউবা দাঁড়িয়ে মদ্য পান করছে—সেই সঙ্গে চিৎকার করছে, গান গাইছে, নাচছে, ডিগবাজি খাচ্ছে—পিয়ানোর বাজনার সঙ্গে সঙ্গে।

বড় বড় মেয়েদের দল—বুক ও পিঠখোলা জামা পরে—তাদের গলার ও পাছার সৌন্দর্য দেখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রায় বারো-আনা মাতাল হ'য়ে। তাদের ঠোঁট লাল টুকটুকে—আঁখি ঢুলু ঢুলু—মুখে তাদের যতসব নোংরা কথা।

আর কতগুলো মেয়ে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় কাপড়ের ছোট পা-জামা পরে, মাথায় জকিদের মত রঙীন কাপড় বেঁধে তাদের প্রেমিকদের সামনে পাগলের মত নাচছে!

সেখান থেকে ভেসে আসছে যেন পাউডারের গন্ধের সঙ্গে মেশানো ঘামের গন্ধ।

টেবিলের চারিধারে মাতালগুলো লাল শাদা নীল হলদে সবুজ রংয়ের মদ পান করছে, ভয়ানক ভাবে চিৎকার করছে—যেন তাদের প্রয়োজন একটা ভীষণ উত্তেজনা—তারা যেন চায় মাথা আর কান শব্দে শব্দে ভরে নিতে।

মাঝে মাঝে এক-একজন সাঁতারু ছাদের উপর থেকে জলে লাফিয়ে পড়ছে। যারা নৌকোর উপর খাচ্ছে তাদের উপর ছিটকে এসে পড়ছে জলের ফেনা—সঙ্গে সঙ্গে তারাও অসভ্যের মত চিৎকার করে উঠছে।

কতকগুলো ভারি নৌকা যাত্রী নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। একটি কলেজের ছেলে মজা করবার জন্যে ময়দা কলের পাখার মত ভঙ্গি করতে করতে দাঁড় টানছে—আর আশপাশের নৌকোগুলোর সঙ্গে অনবরত ধাক্কা লাগাচ্ছে। অন্য নৌকোর মাঝিগুলো যেন তাকে খেতে যাচ্ছে এমনি ভাব করছে। ক্রমশ নৌকোখানা অদৃশ্য হ'য়ে গেল—তার ধাক্কায় দুজন সাঁতারু ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল।

আনন্দ উচ্ছল ইভেৎ স্যারভিঙ্গীর বাহুলগ্ন হ'য়ে সেই শব্দমুখর ভিড়ের মধ্যে চলছিল। সন্দেহজনক ঠেলাঠেলিতে সে যেন বেশ আমোদ অনুভব করছিল এবং সমবেদনাপূর্ণ ও স্থির দৃষ্টিতে সে মেয়েদের দেখছিল।

—মুস্কাদ, ঐ মেয়েটাকে দেখ—কি সুন্দর চুল ওর বলতো। ওদের দেখে মনে হয় খুব আমোদ করছে, নয়?

লাল পোশাক পরা পিয়ানো-বাজিয়ে ভালসের একটা নতুন সুর ধরলে—আর ইভেৎ হঠাৎ স্যারভিঙ্গির কোমর জড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড নাচ শুরু করলে। বহুক্ষণ ধরে সে পাগলের মত নাচতে লাগল। সকলের দৃষ্টি তাদের উপর। যারা খাচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে উঠলো। পায়ে করে তাল ঠুকতে লাগলো। আর কতগুলো লোক কাঁচের গ্লাশকে তাল দিচ্ছে। মনে হ'লো বাজিয়েরা যেন পাগলের মত তাদের

পর্দা টিপ্‌ছে—তাদের হাত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। সকলের অঙ্গেই পাগলের হাব-ভাব—তাদের বড় বড় টুপির তলায় মাথাগুলো দুলছে।

হঠাৎ পিয়ানো-বাজিয়ে মাটির উপর শুয়ে পড়ল—যেন সে ভীষণ পরিশ্রান্ত হ'য়ে মরে যাবার মত হ'য়েছে। কাফেতে একটা বিকট হাসির ধ্বনি—সকলে বাহবা দিয়ে উঠলো।

কোন এক দুর্ঘটনা ঘটলে যেমন সকলে সে দিকে ছুটে যায় তেমনি চারজন বন্ধু ছুটে এলো। তাদের বন্ধুকে তুলে নিয়ে তার বুকের উপর তারা উপুড় করে রাখলে তাদের টুপিগুলো। তারপর তাকে বয়ে নিয়ে চললো চ্যাং-দোলা করে। যেন মরা মানুষকে গোর দিতে নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে এমনি ভাবে তারা মিছিল করে দ্বীপের পথে পথে তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

ইভেৎ মুগ্ধভাবে প্রাণ-খোলা হাসি হাসতে হাসতে চলেছে—শব্দ এবং গতি যেন তাকে পাগল করে তুলেছে। কয়েকজন যুবক গভীর ভাবে তার দিকে চেয়ে ক্রমশ তার গায়ের কাছে ঘেঁসে যাচ্ছে—সকলের বুকেই গভীর উত্তেজনা। তারা যেন তার গায়ের গন্ধ শুঁকছে, দৃষ্টি দিয়ে যেন তাকে উলঙ্গ করে দেখছে। স্যারভিঙ্গির আশঙ্কা ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ঘোরাল হ'য়ে না দাঁড়ায়।

মিছিল এগিয়ে চলেছে ক্রমশ, তাড়াতাড়ি। কারণ বাহক চারজন ছুটতে আরম্ভ করাতে তাদের পিছনের মিছিলও ছুটতে শুরু করলো চিৎকার করতে করতে। হঠাৎ তারা নদীর তীরের দিকে এগিয়ে গিয়ে নদীর চড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর তাদের বন্ধুকে দু'একবার দুলিয়ে জলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

প্রচণ্ড একটা আনন্দধ্বনি উঠলো সকলের মুখ থেকে। পিয়ানো-বাজিয়ে তখন পাগলের মত বকছে—কাসছে—মুখ থেকে কুল-কুচো করে জল ফেলছে—আর প্রাণপণে চেষ্টা করছে তীরে ওঠবার জন্যে।

তার টুপিটা জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল—একটা নৌকার মাঝি সেটা ধরে নিয়ে এল।

ইভেৎ আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে বলছে:

—ওঃ মুস্কাদ—কী মজা—কী আনন্দ!

স্যারভিঙ্গি একটু গম্ভীর ভাবে তার পানে চেয়ে আছে। ইভেৎকে এই আবহাওয়ার মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে তার যেন একটু বিরক্তি। বেশ যেন একটু ধাক্কা খেয়েছে সে, তার ভিতরে একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যেন মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে—ভালো ঘরে জন্ম এমন লোকের প্রবৃত্তি। জোর করে সে প্রবৃত্তিকে যতই দাবিয়ে রাখা হ'ক না কেন খুব বেশি নোংরামো দেখলেই তা জেগে ওঠে।

সে নিজের মনে মনে বললে:

—তোর রক্তের জোর আছে বটে।

তার ইচ্ছে ইভেৎকে তুই বলে সম্বোধন করে—যে ভাবটা স্যারভিঙ্গীর মনের মধ্যেই এখনও রয়ে গেছে—পতিতা মেয়েদের যেমন দেখা মাত্রই সকলে তুই-তোকারি করে। সে ইভেৎকে আর ভিন্ন করে দেখছে না—ঐ সব নাকি সুরে কথা কওয়া মেয়েদের সঙ্গে, যা'দের মুখে কুৎসিৎ কথা লেগেই আছে, তাদের সঙ্গে সমান করে ইভেৎকে দেখছে সে। তাদের নোংরা কথাগুলো যেন ভিড়ের মধ্যে হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে—সেইখানেই যেন তাদের জন্ম, মাছিরা যেমন জন্মায় পচা

গোবরের স্তূপে। সেই কথাগুলোতে যেন অবাক হ'বার মত কিছু নেই—এমনি সকলের ভাব। ইভেৎ যেন সে সব কথাগুলো শুনতেই পাচ্ছে না।

ইভেৎ বললে—মুস্কাদ—আমি নাইবো—মাঝ নদীতে।

সে বললে, যো হুকুম।

তারা গিয়ে ঢুকলো স্নানের ঘরে স্নানের পোশাক ভাড়া করবার জন্যে। ইভেৎ প্রথমে পোশাক ছেড়ে নদীর চড়ায় এসে দাঁড়ালো। সকলের দৃষ্টি তার উপর—তার মুখে হাসি। স্যারভিঙ্গি পোশাক পরে আসতে তারা দুজন জলে নেমে গেল।

আনন্দে ইভেৎ সাঁতার কাটছে—জলের ঢেউয়ের সোহাগে তার সারা অঙ্গে ইন্দ্রিয়সুখের শিহরণ। হাত পায়ের সঞ্চালনে সে মাঝে মাঝে একেবারে জলের উপর উঠে ক্রমশ দূরে এগিয়ে চলেছে। স্যারভিঙ্গি অতি কষ্টে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে—নিজে ঠিক মত সাঁতার কাটতে পারছে না বলে একটু বিরক্ত ভাব তার। ইভেৎ ধীরে ধীরে সাঁতার কাটতে কাটতে হঠাৎ চিৎ হ'য়ে একখানা কাঠের তক্তার মত ভাসতে লাগলো। হাত দুটি তার মাথার উপর ক্রশের মত ভাসছে—দুই চোখ নীল আকাশের পানে উন্মুক্ত। স্যারভিঙ্গি তার দিকে চেয়ে—তার শরীরের দোলায়মান অঙ্গরেখা, তার কঠিন স্তন-যুগল পাতলা কাপড়ের সঙ্গে যেন জুড়ে গিয়েছে—নিতম্ব যেন একটু উপর দিকে উঠানো—আর উরু দুটি একটু জলের নিচে পায়ের ডিম দুটি আবরণ-হীন ; ছোট ছোট পা-দুটি জলের নিচে ডুবে রয়েছে। তার সবটাই স্যারভিঙ্গি দেখতে পাচ্ছে—যেন সে ইচ্ছে করেই সর্বাঙ্গ তাকে দেখাচ্ছে

আকর্ষণ করবার মৎলবে, বা তার সঙ্গে আর-কিছু-একটা খেলা করবার জন্যে। তার বুকে কামনার আগুন জ্বলে উঠলো—সে ইভেৎকে চায়। উত্তেজনায় তার ধৈর্যচ্যুতি হ'লো। হঠাৎ ইভেৎ তার পানে ফিরে চেয়ে হাসতে আরম্ভ করলে।

—তোমার মাথাটি কি সুন্দর।

সে আরোও উত্তেজিত হ'য়ে পড়লো। এই বিদ্রূপে তার মনে নিষ্ঠুর ক্রোধ জেগে উঠলো। অবহেলিত প্রেমিকের মত সে মনে মনে ঠিক করলে শোধ নেবে—তাকে আঘাত করবে। সে বললে:

—এমন করে দিন কাটবে—এই জীবন?

ইভেৎ যেন কিছু বুঝতে পারে নি এমনি ভাবে বললে:

—কি বলছ?

—দেখ আমায় নিয়ে বিদ্রূপ কোরো না। যা বলছি তা তুমি বেশ বুঝতে পারছ—

—না, সত্যি বলছি—না।

—এখনো এর শেষ কর। করবে না? করবে না—

—আমি একটুও বুঝতে পারছি না তুমি কি বলছো।

—এত বোকা তুমি নও। কালও তো বিকেলে এ কথা তোমায় বলেছি—

—কি বলেছ? আমি ভুলে গেছি—

—আমি তোমায় ভালোবাসি—

—তুমি?

—হ্যাঁ, আমি।

—কী ভাঁওতা!

—আমি শপথ করে বলছি!

—বেশ, প্রমাণ দাও।

—আমিও তাই চাই—

—কি চাও?

—প্রমাণ দিতে—

—বেশ দাও প্রমাণ।

—কাল তো এ কথা বলনি আমায়।

—কাল তুমি কি প্রস্তাব করেছিলে?

—এ তোমার ন্যাকামি!

—আর আমাকে বললেও তো হবে না, মা'কে বলতে হ'বে।

স্যারভিঙ্গি হেসে উঠল:

তোমার মা'কে? না, সেটা বড় বাড়াবাড়ি হ'বে।

ইভেৎ হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে উঠলো, বললে:

—শোন মুস্কাদ—যদি সত্যিই আমায় তুমি ভালোবেসে বিয়ে করতে চাও তা'হলে মা'কে আগে বল, তারপর আমি উত্তর দেব।

—মা'মজেল, আমায় তুমি কি মনে কর তা জানি না।

ইভেৎ তার দিকে সেই ভাবেই চেয়ে আছে। একটু ইতস্তত করে স্যারভিঙ্গি বললে:

—আমি সব সময় তোমাকে বুঝতে পারি না, কি করব বলো!

স্যারভিঙ্গির মুখ বিষণ্ণ হয়ে এল। চাপা তিক্তস্বরে সে বললে:

—দেখ ইভেৎ, অনেক দিন হলো এই খেলা চলছে—এবার শেষ

কর। তুমি বোকা মেয়ের খেলা খেলছ। এ খেলা তোমায় সাজে না। তুমি জান আমাদের মধ্যে বিয়ের কথা উঠতেই পারে না……। ভালো আমরা পরস্পরকে বাসতে পারি। আমি বলেছি যে তোমায় ভালোবাসি, সত্যি কথাই আমি বলেছি…আবার বলছি—আমি তোমায় ভালোবাসি। তুমি আমার কথা বুঝতে পারছ না, এরকম ভাণ কোরোনা—বিদ্রূপও কোরোনা আমায়।

তারা দুজনেই মুখোমুখি হ'য়ে জলের উপরে দাঁড়িয়েছে। ইভেৎ কয়েক মিনিট স্থির হ'য়ে রইল—যেন স্যারভিঙ্গীর কথাগুলো এখনও সে বোঝবার চেষ্টা করছে। তারপর হঠাৎ তার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠলো, তার চুলের গোড়া পর্যন্ত রক্তাভ হ'য়ে উঠলো। আর কোন কথা না বলে সে তীরের দিকে প্রাণপণে সাঁতার কেটে চললো। নিজেকে যেন সে স্যারভিঙ্গির হাত থেকে এইভাবে বাঁচাতে চায়।

স্যারভিঙ্গী তাকে ধরতে পারলে না—শ্রান্তিতে সে হাঁপিয়ে উঠলো তার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে। সে দেখলে ইভেৎ তীরে উঠে তার অঙ্গাবরণ তুলে নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকল। তার চোখের আড়াল হয়ে গেল ইভেৎ।

স্যারভিঙ্গিও উঠে ধীরে ধীরে পোশাক পরতে লাগলো। কি সে করবে এরপর, কি তাকে বলবে? ক্ষমা চাইবে? কিছুই ঠিক করতে না পেরে সে হতভম্ব হ'য়ে রইল।

যখন সে খানিকটা সামলে উঠল, ইভেৎ চলে গেছে, একলাই। স্যারভিঙ্গি উদ্বিগ্নভাবে বাড়ি ফিরলো, সেও একলা।

মার্কিজ সাভালের হাত ধরে বাগানে বেড়াচ্ছিল। স্যারভিঙ্গিকে দেখতে পেয়ে বললে:

—কি বলেছিলাম ! বলেছিলাম কি না এ গরমে বার হয় না মানুষে ? ও-তো ফিরেই শুতে গেছে—রোদ্দুরে একেবারে লাল হ'য়ে ফিরেছে। হতভাগী মেয়ের ভীষণ মাথা ধরেছে। ইচ্ছে করে রোদে রোদে ঘুরে বেড়িয়েছ তোমরা, আমি তার কি করবো বলো ? ওর মত তুমিও তো কোন কথা শুনবে না !

খাবার সময়ও ইভেৎ নামল না। তার কাছে খাবার নিয়ে গেলে সে বলল—তার খিদে নেই, কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে।

দুইবন্ধু দশটার গাড়িতে পারী চলে গেল—পরের বৃহস্পতিবার আসবে কথা দিয়ে। মার্কিজ বসে রইলো খোলা জানালার কাছে—মাথায় তার নানান চিন্তা। কানে ভেসে আসছে সুদূর গ্রেনুইয়্যারে পিয়ানোর মৃদু সুর—রাত্রির অখণ্ড নিস্তব্ধতা ভেদ করে।

প্রেমের টানে আর প্রেমের খেলা খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে তার বুকে একটা বেদনা জেগে ওঠে—সেই বেদনা তার মনকে ছেয়ে ফেলে। কখনো সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে, কখনো-বা অভিভূতের মত থাকে চুপচাপ বসে—বসেই থাকে। যে সব মেয়েরা ভালোবাসার জন্যে আর অন্যের ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে সৃষ্টি হ'য়েছে সেও ছিল তাদেরই অন্যতমা। এক জীবন থেকে প্রেমের টানে সে আরেক জীবনে চলে এসেছে। প্রেমই যে আজ তার ব্যবসার একমাত্র সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে তা সে বুঝতে পারেনি। প্রবৃত্তির প্রেরণায় আর জন্মগত চাতুরীর প্রভাবে সে কাজ করে গেছে। চুম্বনের লেনদেনের মত সে টাকা নিয়েছে—অতি সাধারণভাবে, বাছ-বিচার না করে। অনেকের বাহু বন্ধনে সে ধরা দিয়েছে কিন্তু কেউ তার

মনে কোন দাগ রেখে যেতে পারেনি ; তাদের কঠিন স্পর্শে ও পেষণেও কখনও কোন অনুভূতি তার জাগেনি। সবসময় সে নির্বিকার থেকেছে— যেমন ভ্রমণের সময় খাওয়ার স্থানের কোন বাছবিচার থাকে না মানুষের। কারণ বাঁচতে তো হবে!

তবু মাঝে মাঝে তার হৃদয়, তার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। তখন সে নিজেকে সঁপে দেয় ঐন্দ্রিয়সুখের তরঙ্গে কয়েক সপ্তাহ—কয়েক মাস। প্রেমিকের শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুযায়ী তার এই অবস্থার জের চলে।

এই সময়টুকুই তার জীবনের মধুরতম সময়। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তখন সে ভালোবাসে, পাগল হ'য়ে ভালোবাসে। প্রেমসাগরে ঝাঁপ দেয় তখন, যেমন ডুবে মরবার জন্যে লোকে জলে ঝাঁপ দেয়। ভেসে যায় সে প্রেমের ঢেউয়ে ঢেউয়ে, এলিয়ে দেয় সারা অঙ্গ—প্রয়োজন হ'লে মরতেও হয় প্রস্তুত। মাতালের মত—পাগলের মত—বুকে জেগে ওঠে সীমাহীন সুখ। প্রতিমুহূর্তে শুধু মনে হতে থাকে এমন সুখ জীবনে হয়তো আর অনুভব করেনি, তুলনা নেই এ অনুভূতির। সে সময় যদি কেউ তাকে মনে করিয়ে দিত সারারাত ধরে কত রকম লোকের স্বপ্ন দেখেছে সে তারার পানে চেয়ে চেয়ে। তা হ'লে সে সত্যিই ভীষণ আশ্চর্য হ'য়ে যেত।

সাভাল তাকে বন্দিনী করেছে—মনে প্রাণে বন্দিনী করেছে। সে সাভালের কথা ভাবছে—তার কথা, তার রূপ তাকে মোহিত করেছে। ভাবী সুখের আশায় বর্তমানকে সে ভুলে গেছে।

হঠাৎ পিছনে একটা মৃদু শব্দ হওয়াতে সে চমকে উঠলো।

ইভেৎ প্রবেশ করলো। এখনও পোশাক ছাড়েনি—মুখের রং যেন একটু পাণ্ডুর। খুব বেশি শ্রান্তির পর চোখ দুটি যেমন একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার চোখ দুটিও তেমনি জ্বলজ্বল করছে।

সে খোলা জানালার ধারে তার মা'র মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ালো।

—তোমার সঙ্গে কথা আছে, মা।

মার্কিজ একটু আশ্চর্য হয়ে তাকে দেখছিল। মায়ের মতই সে তাকে ভালোবাসে—তার রূপে সে গর্বিতা—ধনের গরবে যেমন সকলে গর্বিত হয়। নিজে সে এখনও যথেষ্ট সুন্দরী, তাই মেয়ের রূপে তার হিংসে করবার প্রয়োজন ছিলনা। অনেকেই বিয়ের প্রস্তাব করতো তার কাছে; কিন্তু সে কান দিতনা কারো কথায়। সে জিজ্ঞেস করলে:

—বল কী হ'য়েছে?

ইভেৎ যেন চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মা'র বুকের ভিতর কি আছে জানবার চেষ্টা করছে, যেন বুঝতে চেষ্টা করছে তার কথায় মা'র মনে কোন ধরণের অনুভূতি জেগে উঠবে।

—আজকে মা ভারী অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে।

—কি?

—স্যারভিঙ্গি বললে আমায় সে ভালোবাসে।

মার্কিজ উদ্বিগ্ন ভাবে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু ইভেৎ আর কিছু বললো না দেখে সে বললে:

—কি রকম ভাবে বললে? খুলে বল সব।

তখন মেয়ে মার পায়ের কাছে বসে দুষ্টুমির ভঙ্গিতে মা'র হাত চেপে ধরে বললে—সে আমায় বিয়ে করতে চায় মা।

শুনেই মাদাম ওবার্দি বিমূঢ়ের মত চিৎকার করে উঠলো :

—স্যারভিঙ্গি ? তুই পাগল হয়েছিস !

ইভেৎ তার মার মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরায়নি—সে খুঁজে দেখছে মা'র মুখে কি ভাব ফুটে উঠছে। সে গম্ভীর ভাবে বললে :

—কেন ! পাগল হ'তে যা'ব কেন ! স্যারভিঙ্গি আমায় বিয়ে করবেনা কেন ?

মার্কিজ হতবুদ্ধি হ'য়ে বললে :

—তুই ভুল করেছিস হতভাগী। তা সম্ভব নয়। তুই ভুল শুনেছিস—ভুল বুঝেছিস তুই। স্যারভিঙ্গি অনেক বড় লোক, তুই তার যোগ্য ন'স ! বড়....বড়....অনেক বড় ! সে শহুরে লোক। বিয়ে ও তোকে করবে না।

ইভেৎ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে :

—কিন্তু মা, সে যেমন বলছে সত্যিই তেমনি যদি আমায় ভালোবাসে—

অধৈর্যভাবে মা বললে :

—দেখ, আমি ভেবেছিলাম তুই বড় হয়েছিস, জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখেছিস। কি করে তুই এসব কথা মনে স্থান দিস ! স্যারভিঙ্গি জীবনটাকে উপভোগ করতে চায়, ভীষণ স্বার্থপর মানুষ ও। বিয়ে যদি সে করে তো ওরই সমাজের এবং ওরই মত ধনী কোন মেয়েকে বিয়ে করবে। সে তোকে বিয়ে করতে চেয়েছে...... কেবল...সে কেবল....অর্থাৎ····সে চায়..........

মার্কিজ তার মনের কথাটা খুলে বলতে না পেরে চুপ করে গেল। একটু পরে বললে :

—যা এখন, শুতে যা। আমায় একলা থাকতে দে।

মা কি চায় তা যেন সে বুঝতে পেরেছে এমনি ভাবে মেয়ে উত্তর দিলে :

—আচ্ছা।

সে মায়ের কপাল চুম্বন করে আস্তে আস্তে চলে গেল।

ইভেৎ প্রায় দরজা পার হ'য়ে গেছে, মার্কিজ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল —রোদ্দুরে খুব কষ্ট হ'য়েছে না ?

—আমার কিছুই হয়নি মা। ঐ ব্যাপারটাই আমায় ভাবিয়ে তুলেছিল।

মার্কিজ বললে :

—এখন যা। পরে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আজ থেকে কিছুদিন তার সঙ্গে আর একলা থাকিসনি। এবং নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস যে সে তোকে বিয়ে করবে না, কোনদিনই না। সে কি চায় জানিস ?....সে...সে....সে তোকে বিপদে ফেলতে চায়।

এর চেয়ে স্পষ্ট করে মা তার মনের কথা বলতে পারলে না। ইভেৎ নিজের ঘরে প্রবেশ করলে।

মাদাম ওবার্দি ভাবতে লাগলো বহুদিন ধরে প্রেমের খেলার সুখে সে জীবন কাটাচ্ছে। তাকে ভাবিয়ে তুলতে পারে, তার শান্তি নষ্ট করতে পারে, তাকে বেদনা দিতে পারে, এমন কোন চিন্তাকে সে সব সময় সাবধানে এড়িয়ে এসেছে। কখনও সে জানতে চায়নি ইভেতের কি হ'বে। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে সে জেনেছে যে তার মেয়ে কখনও কোন ধনী এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লোককে বিয়ে করতে

পারবে না। যদিই বা সেটা ঘটে যায়, তবে তা হবে অতি অসম্ভব ঘটনা। অসম্ভবকে সে একবারও মনে স্থান দেয়নি। বরং সে নিজেকে নিয়েই এতদিন মশগুল হয়ে ছিল—নিজের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাকেই প্রশ্রয় দেয়নি।

ইভেৎ তার মায়ের মতই জীবন কাটাবে তাতে আর সন্দেহ নেই। সেও হ'বে বিনোদিনী নারী। কেনই বা হবে না? কিন্তু কখনও সে ভেবে দেখতে সাহস করেনি—কখন—কেমন করে, তা হ'বে।

যে প্রশ্নের জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না—আজ তার মেয়ে সেই প্রশ্নই তাকে করে বসল। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। তাকে বাধ্য করেছে এমন একটা কঠিন সমস্যার সামনে দাঁড়াতে—এ সমস্যা সব দিক থেকেই বিপদজ্জনক এবং সমাধান করাও কঠিন। এই সমস্যার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আজ তার বিবেক চঞ্চল হ'য়ে পড়েছে।

সে ছিল স্বভাবত খুব বুদ্ধিমতী। তার বুদ্ধি ঘুমন্ত ছিল বটে কিন্তু কখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। সেই জন্যে সে স্যারভিঙ্গির ইচ্ছার দ্বারা মুহূর্তের জন্যেও প্রতারিত হয়নি। সে মানুষ চেনে—বিশেষ করে ঐসব লোককে তার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে খুব ভালো করেই চেনে। তাই হয়ত ইভেতের প্রথম কথা শুনেই নিজেকে সামলাতে না পেরে সে চিৎকার করে উঠেছিল:

—স্যারভিঙ্গি তোকে বিয়ে করবে? তুই পাগল হ'য়েছিস!

কেমন করে স্যারভিঙ্গী এই সেকেলে উপায়টা এই চালাকির কাজে লাগাবার চেষ্টা করলে? সে তো চায় আমোদ আর মেয়েমানুষ? এরপর সে কি করবে? আর সে, ঐ ছোট মেয়েটা—কেমন করে তাকে

সাবধান করা যায়—কেমন করে স্পষ্ট পরিষ্কারভাবে ওকে সব বুঝিয়ে দেওয়া যায়? মেয়েটাতো ভীষণ বোকামী করে বসতে পারে।

ভাবতে ভাবতে মার্কিজ ভাবনার কোন কূল-কিনারা পায় না। করবার মত কিছুই সে খুঁজে পাচ্ছে না—এমন জটিল পরিস্থিতিতে কোন পথ ধরে এগুবে সে? এবং এই বিরক্তিকর চিন্তার টানাপোড়েনে ক্লান্তি বোধ করতে করতে সে ভাবতে লাগল।—নাঃ! ওদের উপর নজর রাখতে হবে—সময় বুঝে কাজ করতে পারলেই চলবে। যদি প্রয়োজন হয় স্যারভিঙ্গিকে বলবো—সে আমার কথা বুঝবে—অন্তত নিমরাজী হ'বেই।

সে ভাবলে না কি তাকে বলবে—কি উত্তর সে দেবে—কি তাদের মধ্যে স্থির হ'তে পারে। কিছু যে স্থির করে ফেলতে হ'লো না এই চিন্তায় সে শান্তি অনুভব করল। তারপর সে সাভালের কথা চিন্তা করতে লাগলো। হারিয়ে গেল তার দৃষ্টি রাত্রের অন্ধকারে—ফিরে চাইলে সে ডান দিকে—সেই কুয়াশাচ্ছন্ন প্যারীর উপর ভাসা আলোর পানে—হাতে করে সে সেই বিরাট শহরের দিকে চুম্বন পাঠিয়ে দিলে—একটার পর একটা চুম্বন দ্রুত ভাবে না গুণে সে অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে লাগল। তারপর অতি নিচু গলায় বললেঃ

—যদি সে তাকে বলে—আমি তোমায় ভালোবাসি!

ইভেতের চোখেও ঘুম নেই। তার মা'র মত সেও খোলা জানলায় কনুইয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে—তার দু'চোখে অশ্রুধারা—তার জীবনের প্রথম দুঃখের অশ্রুধারা।

এতদিন সে আনন্দময় যৌবনের জীবন কাটিয়েছে, পাগল করা ও স্বর্গীয় বিশ্বাসের মধ্যে সে জীবন কাটিয়ে এসেছে। কেন সে স্বপ্ন দেখেছিল—কেন সে চিন্তা করেছিল—কেন সে সন্ধান করেছিল? অন্যান্য তরুণী মেয়েদের মত কেন সে জীবন কাটায় নি? কেন তার জীবনে এসেছিল সন্দেহ, অবিশ্বাস আর ভয়?

এতদিন সে যেন সব কিছুই জানত, সব বিষয়েই সে কথা কইত। তার আশে পাশে যে সব পুরুষ ঘুরে বেড়াতো তাদেরই হাবভাব, কথাবার্তা, কথা বলার ধরন ধারণ পর্যন্ত সে অনুকরণ করত। কিন্তু কোন বিষয়েই তার জ্ঞান কন্‌ভেণ্টে মানুষ হওয়া মেয়ের বেশি ছিল না। তার কথা বলবার সাহস আসতো তার স্বভাবের ভিতর থেকে, মেয়েদের অনুকরণ করবার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে। সত্যিকারের শিক্ষা থেকে যে জ্ঞানের উদয়, যে জ্ঞান মানুষকে সাহসী করে তোলে—তার কথার মধ্যে সে জ্ঞানের পরিচয় একটুও ছিল না।

চিত্রকর বা গায়কের দশ বারো বছরের ছেলে যেমন চিত্রাঙ্কন বা গান সম্বন্ধে কথা বলে, তাদেরই মত সে প্রেমের কথা কইতো। "প্রেম" কথাটার মধ্যে যে রহস্য আছে তা সে জানতো না, তবে সন্দেহ করতো। পাছে তার পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায় তাই তার আশেপাশে

নিচুগলায় অনেক কথাই হচ্ছে কিন্তু তা থেকে তো তার গোপন করবার ছিল না যে তার সংসার সকলের সংস্কারের মত নয়।....

লোক দেখানো সম্মানের সঙ্গে সকলেই তার মায়ের করচুম্বন করতো, তাদের সব বন্ধুরই একটা না একটা উপাধি ছিল; সকলেই ছিল ধনবান— অন্তত সকলেই ধনী এই ভাণ করতো—সকলেই যেন কোন না কোন রাজ-বংশের সন্তান। এমন কি দুজন রাজপুত্রও বহুবার এসেছিল মার কাছে।

এর ওপর সে ছিল স্বভাবতই সরল। তারি মায়ের মত সে হন্যে হয়ে প্রমোদ খুঁজে বেড়াতো না। নিশ্চিন্ত মনে সে জীবন কাটিয়ে এসেছে।

—জীবনের আনন্দ তাকে আকুল করে রেখেছিল। স্থির, বিবেচক, অন্তর্মুখী ব্যক্তির কাছে যা সন্দেহজনক হ'তে পারে সে সব কথা চিন্তা করে সে একবারও উদ্বিগ্ন হয়নি।

আজ স্যারভিঙ্গির কয়েকটা কথা তা'র মনের মধ্যে হঠাৎ একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। স্যারভিঙ্গির কথাগুলো সে বোঝেনি— কিন্তু কথাগুলোর অর্থ সে অনুভব করেছে। তাই না সে এত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠেছে। ক্রমশ তা বেদনাদায়ক এক ভয়ে পরিণত হ'য়েছে।

ঘরে ফিরে এসেছে সে—আহত পশুর মত সে নিজেকে বাঁচিয়ে ফি'রে এসেছে। সেই কথাগুলো আজ তাকে গভীরভাবে আঘাত করছে। বার বার সে নিজের মনে মনে আবৃত্তি করছে কথাগুলো তার সত্যিকারের মানে বোঝবার জন্যে—কথাগুলোর প্রসঙ্গ যে সত্যিই কতটা তা ঠিক মত অনুমান করবার জন্যে: "তুমি তো জানো আমাদের মধ্যে বিয়ের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না—কিন্তু ভালোবাসা...

কি বলতে চেয়েছিল সে ? তার কথাগুলো কেন এত বেদনাময় ? তবে কি....কোন কিছু, একটা গুপ্ত রহস্য—একটা লজ্জা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ? একমাত্র সে-ই কি তা জানে না ? কিন্তু কি ?

মুষড়ে পড়লো সে দিশেহারা হ'য়ে—যেন সে আজ একটা জঘন্য অপমান, একটা বিশ্বাসঘাতকতার সন্ধান পেয়েছে। জীবনের যেন একটা সর্বনাশ তাকে আজ পাগল করে তুলেছে।

সে স্বপ্ন দেখেছে—চিন্তা করেছে, সন্দেহ আর শঙ্কার দংশনে সে কেঁদেছে। ধীরে ধীরে তার শিশু মন শান্ত হ'লো। মনে পড়লো কত মর্মস্পর্শী পরিবর্তন, কত দুঃখময় বেদনাদায়ক ঘটনা। সবকিছুকে মিলিয়ে সে চেষ্টা করতে লাগলো নিজের ইতিহাসকে গড়ে তুলতে—সেই ইতিহাস দিয়েই সে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করলো আজকের রহস্যকে যা আজ তার জীবনকে নিবিড় করে ঘিরে ধরেছে।

আর সে আত্মহারা নয়—সে এখন স্বপ্ন দেখছে—জীবনের আবরণ তুলে সে নিজেকে দেখছে এখন—

সে কি কোন রাজকন্যা হ'তে পারে না ? তার মা হয়তো পথভ্রষ্ট হ'য়েছিল, হয়তো পরে পরিত্যক্তা হ'য়েছিল, কোন রাজা হয়তো তাকে মারকুইজ করে দিয়েছিল—সে রাজা হয়তো বা ভিক্তর এমানুয়েল—মা হয়তো শেষ পর্যন্ত পালিয়ে এসেছে পরিত্যক্তা হ'য়ে বা সে বংশের কড়াক্কড়ি সহ্য করতে না পেরে।

এও হ'তে পারে সে কোন নামজাদা সৎবংশীয় বাপ-মায়ের কন্যা... তাদের অবৈধ প্রেমের ফল। তারা সম্ভবত তাকে পরিত্যাগ করেছিল—

তারপর মারকুইজ তাকে কুড়িয়ে নিয়ে লালন পালন করে মানুষ করে তুলেছে।

আরো নানা রকম চিন্তা তার মনের মধ্যে উদয় হ'তে লাগলো। নিজের খেয়াল মত সে কোনটা মেনে নিল, কোনটা বা বাতিল করলে। নিজের উপর তার দয়া হ'লো—অন্তরে তার বিমর্ষতা ও আনন্দ। উপন্যাসের নায়িকার মত সে নিজেকে সকলের সামনে তুলে ধরবে—সৎবংশীয় মেয়ের মত নিজেকে সে সকলের সামনে জাহির করবে এই চিন্তায় সে মনে মনে সন্তুষ্ট হ'লো। এখন সে ভাবতে লাগল তার অনুমান করা ঘটনা অনুযায়ী সে কি ভাবে অভিনয় করবে। মঁ স্কব ও মাদাম সাঁর উপন্যাসের নায়িকার মত তাকে যে অভিনয় করতে হ'বে—সে অভিনয় যেন তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো। সে অভিনয়ের মধ্যে থাকবে অনুরাগ—গর্ব—আত্মার উন্নত ভাব—কোমলতা আর মিষ্টি কথা। তার পরিবর্তনশীল স্বভাব সেই নতুন অবস্থায় আনন্দিত হ'য়ে উঠলো।

সারা বিকেলটা কাটিয়ে দিলে কি করবে এই চিন্তায়—কেমন করে সে মার্কিজের কাছ থেকে সত্যি কথাটা বার করে নেবে তার একটা উপায় স্থির করবার চেষ্টা করে।

রাত্রি এলো, নাটকীয় ঘটনার অনুকূল সময়। সে যা' চায় তা জানবার একটা সাধারণ চাতুরী মনে মনে ঠিক করে নিল।

মা'কে হঠাৎ বলবে স্যারভিঙ্গি তাকে বিয়ে করতে চায়।

এ প্রশ্নে মাদাম ওবার্দি আশ্চর্য হ'য়ে নিশ্চয় কিছু একটা বলে ফেলবে—না হয় এমন ভাবে চিৎকার করে উঠবে যা তার মেয়ের মনের উপর আলোকসম্পাত করবে।

ইভেৎ তৎক্ষণাৎ তার মৎলব ঠিক করে নিলে।

সে অপেক্ষা করতে লাগলো একটা বিস্ফোরণের জন্যে........।

কিন্তু মা তায় মোটেই আশ্চর্য বা বিমূঢ় হ'য়ে পড়লো না। বরং বিরক্তই হ'লো। আজ এই তরুণীর মধ্যে হঠাৎ নারীর স্বাভাবিক ছলনা জেগে উঠেছিল। কিন্তু মা যে রকম বিরক্ত হয়ে তার কথার উত্তর দিলে তা শুনে সে বুঝতে পারলে মা'কে আর কোন প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। মা যদি সত্যিই জবাব দিত,—হয়তো তা শোনা তার পক্ষে কষ্টকর হত। নিজে থেকেই সেটা তায় অনুমান করে নেওয়া উচিৎ।

মেয়েটি নিজের ঘরে ফিরে এল। বুকটা যেন কে চেপে ধরেছে, বুক যেন তার ভেঙে পড়তে চাইছে। সমস্ত দেহ-মন অস্থির হয়ে উঠছে। সে বুঝতে পারলো না, কেন বা কোথা থেকে এলো তার এ মানসিক চঞ্চলতা। তাই সে এখন কাঁদছে জানলায় কনুইয়ে ভর দিয়ে।

অনেকক্ষণ ধরে সে কাঁদলে। এখন সে কোন কথাই আর ভাবছে না, কোন কিছুরই আর কারণ সে খুঁজে দেখতে চায় না। ক্রমশ অবসাদ অভিভূত করে ফেললো তাকে। চোখ বুজলো সে। অবসন্ন অবস্থায় যে ঘুম বেদনাহত মানুষের সারা শরীরে নেমে আসে—সেই ঘুম ইভেতের সারা দেহের উপর নেমে এল।

দিনের প্রথম আলোর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বিছানায় শুয়ে পড়লো—ভোরের শীতলতা তাকে বাধ্য করলে জানালা থেকে সরে যেতে।

পরের দিন এবং তার পরের দিনও সে মুখ বুজে কোনমতে কাটিয়ে দিলে। মনের মধ্যে কিন্তু চলছে অবিরাম নানান চিন্তা। সে শিখছিল

সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করত—সে শিখছিল অনুমান করতে—বিচার করতো। একটা আলো—সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়—যেন তার আশেপাশের সকল লোককে সকল বস্তুকে নতুনরূপে রূপায়িত করে তুলেছে। সকলের উপর তার একটা অবিশ্বাস আজ জেগে উঠেছে। যা কিছু সে বিশ্বাস করেছিল—সবেতেই আজ তার সন্দেহ। এমন কি সন্দেহ নিজের মায়ের ওপরও। এই সম্বন্ধে সে সব কিছুই কল্পনা করে নিয়েছে। যা কিছু সম্ভব সব কিছুই বিবেচনা করে নিয়ে তার পরিবর্তনশীল স্বভাব অনুযায়ী—হঠাৎ আজ সে এক কঠিন সংকল্প গ্রহণ করে বসল। বুধবার সে ঠিক করে রাখলে গোপনে সংবাদ নেবার একটা ফন্দি আর নিজের কার্যক্রমের একটা খসড়া। বৃহস্পতিবার সে উঠলো—সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

সে আরো সংকল্প করলে "আমি একলা" এই দুটি কথাই হবে তার আদর্শ।

সাভান ও স্যারভিঙ্গী এসে হাজির হ'লো দশটার সময়। যুবতী মেয়েটি সংযতভাবে তার হাত বাড়িয়ে দিলে একটুও লজ্জা না করে—শান্ত সপ্রতিভ স্বরে বলল:

—নমস্কার, মুস্কাদ্—ভালো তো?

—নমস্কার, মা'মজেল—মন্দ নয়। তুমি কেমন? বলে স্যারভিঙ্গী তার দিকে সন্ধানী চোখে চেয়ে মনে মনে ভাবল আজ আবারও কি নাটুকেপনা করতে চায় আমার সঙ্গে?

—মার্কিজ এগিয়ে এসে সাভানের হাত ধরলে—স্যারভিঙ্গি তখন ধরল ইভেতের হাত। তারপর সামনের মাঠটায় হাত ধরাধরি করে বেড়াতে

লাগল। একেকবার পাশাপাশি বসে, আবার কখনো-বা আড়াল হয়ে যায় ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ঝোপের অন্তরালে।

ইভেতের মনে ভাবনার অন্ত নেই। সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। তাকে দেখলে মনেই হয় না, সঙ্গীর কোন কথা তার কানে ঢুকছে। কদাচিৎ সঙ্গীর কথার উত্তর দিচ্ছে।

হঠাৎ সে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা মুস্কাদ, সত্যিই তুমি কি আমার বন্ধু?

—এ তুমি কি বলছ মা'মজেল!

—কিন্তু বলো সত্যি? সত্যিই কি আমার বন্ধু তুমি?

—সত্যিই বন্ধু আমি তোমার, দেহমনে তোমার সত্যিকারের বন্ধু মা'মজেল।

—তা-হ'লে অন্ততঃ একবার....মাত্র একবারে জন্যে তুমি মিছে কথা কইবে না বলো।

—একবার কেন, প্রয়োজন হ'লে—

—সত্যি কথাটাই তা হ'লে বলবে....সত্যি, সম্পূর্ণ নগ্ন সত্যি?

—হ্যাঁ মা'মজেল।

—আচ্ছা....সত্যি করে বলতো—রাজপুত্তুর ক্রাভালভ সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়।

—হায়, ভগবান!

—স্থাখ, তুমি মিছে কথা বলার জন্যে তৈরী হ'চ্ছো।

—না না তা' নয়। আমি কথা খুঁজছি... ঠিক মত কথাগুলো খুঁজছি। হায় ভগবান....! রাজপুত্তুর ক্রাভালভ একজন রুশ—রুশ ভাষায় কথা বলে, রুশিয়ায় তার জন্ম,....হয়তো তার ফ্রান্সে আসবার পাশ-

পোর্ট আছে...তার নামটা আর উপাধিটা ছাড়া আর সব কিছুই তার সত্যি।

ইভেৎ তারদিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে :

তুমি বলতে চাও যে সে—।

বাধা দিয়ে স্যারভিঙ্গি বলল :

সে একজন এডভেন্চারার ; মা'মজেল—জীবনকে যেমন করে হোক উপভোগ করতেই সে শুধু চায়।

—ধন্যবাদ ! আর নাইট ভালরেয়ালী ? তার কোনই মূল্য নেই, না ?

—সত্যিই তাই, মা'মজেল।

—মঁ বেলভিং ?

—বেলভিং ? ওর কথা আলাদা....। ও খানিকটা গেঁয়ো এবং সৎ প্রকৃতির। তবে যেন—

—আর তুমি ?

বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে স্যারভিঙ্গি এবার বললে—আমি ? এককথায় যা'কে বলে আহ্লাদে। সৎ বংশের সন্তান ; বুদ্ধিশুদ্ধিও আছে—তবে তা কাজে লাগাই কেবল কথা তৈরী করতে।....স্বাস্থ্য আছে তবে তা বিয়ের ভোজ খেতে খেতেই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। দামও কিছুটা আছে আমার ; কিন্তু তা নষ্ট হ'য়ে গেছে নিজেরই অকর্মণ্যতার দরুণ। বাকি আছে এখন আমার সৌভাগ্য ; জীবনের অভিজ্ঞতা। কুসংস্কার বিন্দুমাত্র নেই আমার। মানুষের উপর দারুণ ঘৃণা, মেয়েদের উপরেও। আমার নিজের কাজকর্মের অসারতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন আমি, তবে নীচ নই। সময়ে সময়ে আমি অপ্রিয় কথা বলে ফেলি, তা-তো তুমি

[illegible] তুমি [illegible] এইসব দোষগুণ নিয়ে প্রাণে মনে আমি তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দিলাম। এখন তোমার [illegible] আমায় নিয়ে [illegible] করতে পারো।

ইভেতের মুখে হাসি নেই; সে কেবল শুনছে ওদের প্রত্যেক কথা, ওজন করে চিন্তা করছে।

সে জিজ্ঞেস করলে—

—কঁন্তেস লামি সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?

—মেয়েদের সম্বন্ধে আমার [illegible] মতামত নেই।

—কোন মেয়ের সম্বন্ধেই নয়?

—না

—তাহলে [illegible] সম্বন্ধে তুমি কোনো ধারণা পোষণ করো না; কারোর সম্বন্ধেই না? ভেবে দেখ, খুজে দেখ, কারুকেই কি [illegible] দিতে পারোনা?

[illegible] উদ্ধত ও [illegible] সুরে নির্দয়ভাবে সে বললে—[illegible] উপস্থিত [illegible] সব সময়েই বাদ দিতে হয়।

ইভেৎ একটু লাল হয়ে উঠলো, তবুও অবিচলিতভাবে সে বললে—আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি?

—জানতে চাও? তবে শোন—আমার মনে হয় তোমার বুদ্ধি বিবেচনা আছে, অভিজ্ঞতাও আছে যথেষ্ট, আর ভালো করে বলতে [illegible] সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান আছে, তুমি জানো কেমন করে [illegible], নিজের মনের কথা প্রকাশ না করে, [illegible] উপেক্ষা করতে তুমি জানো।

বুকতো—আর কিছু নয়।

[illegible] নকশার কিন্তু

গম্ভীর ভাবে ইভেৎ বললে :

—তোমার মত আমি পরিবর্তন করবো, মুস্কাদ।

এই কথা বলে সে এগিয়ে গেল তার মার কাছে। তার মা মাথা নিচু করে—অতি গোপনীয় কথা বলতে বলতে লোকে যেমন ধীরে ধীরে চলতে থাকে—ঠিক তেমনিভাবে এগিয়ে চলেছে। সাভালের দিকে না চেয়ে সে কথা কইছে ধীরে ধীরে। সাভালের হাতের উপর ভর দিয়ে, তার গায়ে গা ঠেকিয়ে হাঁটছে। হঠাৎ ইভেৎ তার মার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাইলো। পৃথিবীর বুকে বাত্যাতাড়িত মেঘের ছায়ার মত তার মনে অকস্মাৎ সন্দেহ দেখা দিল। প্রথম এত অস্পষ্ট যে তা সে ঠিক বুঝতে পারলো না। সুস্পষ্ট সন্দেহ নয়, সন্দেহের আবছা অনুভূতি।

ঘড়িতে খাবার সময় নির্দেশ করলো। চারিদিক নিস্তব্ধ ও বিষাদময়। হাওয়ায় যেন ঝড়ের পূর্বাভাস। আকাশের বুকে নির্বাক ও ভারী মেঘের দল ওৎ পেতে যেন বসে আছে—বুকে তাদের ঘুমন্ত ঝঞ্ঝা।

নিচের উঠানে বসে কফি পান শেষ হ'লে মার্কিজ জিজ্ঞেস করলে :

কি রে! যা না তোর বন্ধু স্যারভিঙ্গির সঙ্গে গিয়ে বেড়িয়ে আয়। এই তো বেড়াবার সময়।

ইভেৎ মার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে :

—না মা, আজ আর আমি বাইরে যাবো না। আর তুমিও জানো কেন। সে কথা তো আমি সেদিন বিকেলে তোমায় বলেছি।

মাদাম ওবার্দি এক কথাও আর চিন্তা করলেন কি [illegible] কারণ। [illegible] কেবল

চিন্তা করেছিল কেমন করে সাভালকে একলা পাওয়া যায়। সে একটু লাল হ'য়ে উঠলো, নিজেকে নিয়ে সে যেন মুস্কিলে পড়লো, ঠিক করতে পারলে না—ঘণ্টা দুয়েক সে কেমন করে সাভালকে কাছে পাবে। জড়িত স্বরে সে বললে :

—সত্যি! সে কথা কিন্তু আমার মনেও ছিলনা। তুই ঠিকই বলেছিস। আজকাল মনটা এতো ভুলো হয়ে গেছে!

ইভেৎ একটা বোনার কাজ হাতে করে তুলে নিয়ে তার মার পাশে এসে বসল। সারা বছরে পাঁচ ছ'বার এই বোনার কাজ নিয়ে সে বসে, বিশেষ করে যখন কিছু ভাল লাগেনা।

পুরুষ দুজন ডেক-চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে ধুম পান করতে লাগলো।

সময় কেটে যায় অলস ও অবিশ্রান্ত আলাপে। মার্কিজ দিশেহারার মত সাভালের দিকে বারবার তাকাতে লাগলো—সে চেষ্টা করছিল কোন একটা ছল করে তার মেয়ের কাছ থেকে দূরে সরে যাবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু সে বুঝতে পারলে তা সে পারবে না। কি চাতুরী সে খেলবে কিছু ঠিক করতে না পেরে স্যারভিঙ্গিকে বললে :

—শোন প্রিয় দুক্, আজ তোমাদের দুজনকেই আমি আমার বাড়িতে আটকে রাখবো। কাল আমরা যাবো ল'াতুর-ফুরন্যাজ রোস্তার'ায়ে।

স্যারভিঙ্গি বুঝলো, মাথা নাড়লো, মৃদু হাসলো। বলল :

—আপনার হুকুম আমাকে মানতেই হবে মার্কিজ।

প্রতিমুহূর্তে ঝড়ের আশঙ্কা করে ধীরে ধীরে দিনটা কেটে গেল।

খাবার সময় এলো। ভারী আকাশ ক্রমশ মন্থরগতি ঘন মেঘে ঢেকে গেল। গায়ে একটুও আর হাওয়ার ছোঁয়া লাগে না।

বিকেলে খাওয়ার টেবিলে সকলেই চুপচাপ রইলো। যেন একটা অস্বস্তি, একটা বিশৃঙ্খল ভাব, একটা অজানা ভয়—দুটি পুরুষ আর দুটি নারীকে একেবারে মূক করে ফেলেছে।

খাওয়ার শেষে বাসন পত্র তোলা হয়ে গেলেও তারা উঠানেই বসে রইল। থেকে থেকে দু'একটি কথা হয়—নইলে সবাই চুপ। রাত্রি নামলো। গুমোট রাত্রি। হঠাৎ আকাশের বুক চিরে দেখা দিল—এক দিগন্ত বিস্তৃত বিরাট অগ্নিরেখা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আলোকিত হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'লো চারটি মুখাবয়ব; তারপর দূরে একটা কর্ণবিদারী শব্দ ক্ষীণ হতে হতে ক্ষীণতর হয়ে গেলো। মনে হ'লো হাওয়া যেন আরও গরম হয়ে উঠলো—হাওয়ার যেন হঠাৎ বেগ সঞ্চার হলো। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা আরো গভীর হ'য়ে উঠলো।

ইভেৎ উঠে পড়লো।

—আমি শুতে চল্‌লাম—মেঘ ডাকলে আমার শরীর খারাপ হয়।

সে মার্কিজের দিকে হেলিয়ে দিলে তার কপাল, হাত বাড়িয়ে দিলে দুজন যুবকের দিকে, তারপর চলে গেল।

ঠিক উঠোনের উপরেই তার শোবার ঘর। ফটকের সামনে একটা বাদাম গাছ। গাছটা হঠাৎ আলোকিত হ'য়ে উঠলো। স্যারভিঙ্গির দৃষ্টি সেই গাছের উপর নিবদ্ধ। তার মনে হচ্ছিল গাছের পাতার ঝোপের উপর একটা ছায়া ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ আলো নিভে গেল। মাদাম ওবার্দি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে।

স্যারভিঙ্গি উঠে পড়ে বললেন :

—মার্কিজ্, যদি অনুমতি করেন আমিও শুতে যাই।

সে মার্কিজের প্রসারিত কর চুম্বন করে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

তার সঙ্গে সঙ্গে মাদাম ওর্বাদি সাভালের দুই বাহুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাহুবন্ধনে চেপে ধরলেন। সাভাল চেষ্টা করলো তাকে নিরস্ত করতে। কিন্তু সে তার পায়ের কাছে নতজানু হ'য়ে বললোঃ

"আমি তোমায় আলোয় দেখতে চাই ভালো করে।"

ইভেৎ তার ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে ছাদে এসে দাঁড়িয়েছে খালি পায়ে। ধীরে ধীরে সে একটু এগিয়ে এল, মনের ভিতরে তার জটিল সন্দেহ।

উঠানের ছাদের উপরেই রয়েছে সে—ঠিক তাদের উপর। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

কানে আসছে কেবল ওদের কথাবার্তার অস্পষ্ট মৃদু আওয়াজ। তাই শুনে তার বুকের স্পন্দন উঠছে বেড়ে, দু'কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। তার মাথার উপর একটা জানলা বন্ধ হ'লো। তা হ'লে স্যারভিঙ্গিও ঘরে উঠে এসেছে। অন্য যুবকটির সঙ্গে তার মা একলা।

আকাশের বুক চিরে দ্বিতীয়বার বিদ্যুৎ চমকালো, তার পরিচিত দৃশ্য ক্ষণিকের জন্যে আলোকিত হ'য়ে উঠলো। কল্পনাজগতে যেমন মানুষ নদীর স্বপ্ন দেখে, তেমনি সে দেখলে প্রকৃত মীসারঙ্গের বিস্তারিত নদী। তার ঠিক নিচে সে শুনতে পেলে একটা গলার স্বর—"আমি তোমায় ভালোবাসি।"

আর কিছু সে শুনতে পেলে না। একটা অদ্ভুত শিহরণ তার শরীরের উপর দিয়ে বয়ে গেল। অসহ্য এক দুঃখে মাথা যেন ভরে উঠলো।—

সারা পৃথিবীর বুকে একটা সীমাহীন ভারী স্তব্ধতা ভাসমান—তার যেন আর অবসান হবে না। ইভেৎ ভালো করে নিশ্বাস ফেলতে পারছিল না। বুকে কি যেন একটা ভয়ঙ্কর কিছু চাপ বেঁধে আছে। আবার বিদ্যুৎ চমকালো। দিগন্তব্যাপী অগ্নিশিখার আকস্মিক ঝলকে চারিদিক আলোকিত হ'য়ে উঠলো, তারপর, আবার...আবার সেই গলার স্বর যা একটু আগে শুনতে শুনতে সে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল, আবার তা সে শুনতে পেল, সুস্পষ্টভাবে, "বিশ্বাস করো তোমায় আমি ভালোবাসি, সত্যি ভালোবাসি আমি তোমায়।"—বুঝতে পারলে ইভেৎ এ কার গলার আওয়াজ....এ-তার মা'র স্বর।

তার কপালের উপর পড়লো এক ফোটা শীতল জল। সঙ্গে সঙ্গে যেন গাছের পাতায় পাতায় একটা চঞ্চলতার আভাষ—বর্ষণ বুঝি আরম্ভ হ'লো।

তারপর গাছের পাতায় পাতায় হাওয়ার শনশনানির মত একটা উত্তরোল আওয়াজ দূর থেকে ছুটে এলো, জোরে বৃষ্টি নামিলো মাটির বুকে, নদীর বুকে, গাছের মাথায় অবিরাম বৃষ্টির ধারা। সর্বাঙ্গ দিয়ে তার জল ঝরছে, ভিজে নেয়ে উঠল সে, তবু নড়ল না। শুধু এক চিন্তা—উঠানের উপর ওরা কি করছে এখনো?

স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে তাদের কথা....ক্রমশ কাছে আসছে তারা তাদের ঘরের দিকে চলেছে।

বাড়ির ভিতর কয়েকটা দরজা বন্ধ হ'লো। ইভেতের বুক অদম্য কৌতূহলে যেন ফেটে পড়তে চাইছে। সে কৌতূহল তাকে পাগল করে তুলেছে....ক্ষতবিক্ষত করছে। অবশেষে সে আত্মসমর্পণ করল কৌতূহলের

হাতে। আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে এল, সামনের মাঠটুকু পার হয়ে ছুটে গেল একটি ঝোপের কাছে—এখান থেকে সে তাকিয়ে থাকবে জানালার দিকে। দেখবে ওদের।

তার মা'র ঘরের জানালায় আলো জ্বল্‌ছে। হঠাৎ জানলার উজ্জ্বল শার্শির উপর পাশাপাশি এসে পড়লো দুটি ছায়া। তারপর....ছায়া দুটি আরও কাছে সরে এলো, ক্রমশ দুটিতে মিলে হয়ে গেল এক। নতুন করে বিদ্যুৎ চমকালো, তার আলোর ঝলকানি এসে পড়ল জানালায়। চোখ ঝল্‌সানো আলোর যাদু—সে তাদের দেখতে পেলে। আলিঙ্গনবদ্ধ দুজনে দুজনের গলা জড়িয়ে ধরেছে।

কোন কিছু চিন্তা না করে, কি যে সে করছে বারেকের জন্যেও তা না ভেবেই ইভেৎ পাগলের মত প্রাণপণে তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠলো:

—মা?

মনে হ'লো সে চিৎকার যেন মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তির আশায় অন্তিম আর্তনাদ।

তার আকুল চিৎকার বৃষ্টির ঝরঝর শব্দের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ওদিকে আলিঙ্গনবদ্ধ যুগল মূর্তিও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

একটি ছায়া হলো অদৃশ্য; আর-একটি বাগানের অন্ধকারের মধ্যে অপলক দৃষ্টিতে কি যেন খুঁজতে লাগলো।

এবার ভয় হ'লো ইভেতের, পাছে সে মা'র সামনে ধরা পড়ে। সে ছুটে গেল বাড়ির দিকে! বাড়িতে ঢুকে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঠিক করলে, কাউকে সে দরজা খুলে দেবে না। যেই আসুক, দরজা সে খুলবে না কিছুতেই।

তার পোশাক জলে ভিজে গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। পোশাক না ছেড়েই সে নতজানু হ'য়ে বসলো দু হাত জুড়ে। তার এ নিদারুণ দুঃখে সে যেন কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে সাহায্য চায়--চায় ভগবানের অদৃশ্য করুণা শুধু এই সব দুঃখের মুহূর্তে যার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে মানুষ।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মাঝে মাঝে আলোর ঝলকানি। আলমারীর আয়নার দিকে চোখ পড়ে যায় ইভেতের, নিজের প্রতিমূর্তির দিকে নিজের বর্ষণসিক্ত শরীরের দিকে সে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে।

কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত নিজের প্রতিমূর্তি!

নিজেকে সে চিনতে পারলো না।

অনেকক্ষণ ধরে সে দেখতে লাগলো, অনেকক্ষণ ধরে। মেঘগর্জন থেমে এল, তা সে বুঝতেও পারলো না। বর্ষণ শেষ হ'লো, সে জানতেও পারলো না। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আবার আলোকিত হ'য়ে উঠলো, পাতা ও ঘাসের তাজা গন্ধ তার ঘরের খোলা জানলার ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো, সে খেয়ালও করল না।

ইভেৎ উঠে তার ভিজে পোশাক খুলে ফেললে। কিন্তু কি যে সে করছে সে জ্ঞান তার নেই। পোষাক খুলে বিছানায় গা এলিয়ে দিল, জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল বাইরের আকাশের দিকে। এখন নতুন করে আবার তার কান্না পাচ্ছে, সমস্ত বুক গুমরে উঠছে, মনের অবচেতনে স্বপ্নের ঘোর লাগছে।

তার মা প্রণয়িণী! কী লজ্জা! কী লজ্জা! কিন্তু সে তো এমন

অনেক বই পড়েছে, সেখানে বহু রমণী, এমন কি জননীরা পর্যন্ত, এমনি-ভাবে গা ঢেলে দিয়েছে আবার বিকাশের পাতায়। জন্ম নেবার জন্যে। এতোগুলো ইভের আশ্চর্য হ'বার কিছু নেই। উপন্যাসের সেই সব ঘটনারই মতই একটা ঘটনা আজ তাকে আবর্তিত করছে।

সে কথা মনে পড়ে তার দুঃখের প্রথম ধাক্কা আর বিস্ময়ের বিহ্বলতা ধীরে ধীরে কমে আসে।

পঠিত পরিচিত নাটকীয় ঘটনার একটি দৃশ্য যেন আজ চোখের সামনে অভিনীত হ'তে দেখল। আবিষ্কারটা নতুন, তবু অতি পুরাতন। সদ্য সদ্য শুরু একটি কাহিনী যেন অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

সে মনে মনে বললে, আমি আমার মা'কে বাঁচাবো।

কঠিন সংকল্পে তার হৃদয় দৃঢ় হ'য়ে উঠলো। নিজেকে তার অনেক বড় ও অশেষ শক্তিশালিনী বলে মনে হল।

সে প্রস্তুত হ'লো মুখোমুখি যুদ্ধের জন্যে। ভাবিতে লাগলো এই যুদ্ধে কোন অস্ত্র সে ব্যবহার করবে? তার মনে হ'লো একটী মাত্র অস্ত্র কাজের হ'বে এবং সে অস্ত্রটি তার মত কল্পনাপ্রবণ স্বভাবের অনুরূপ। সে প্রস্তুত হ'লো—অভিনয়ের পূর্বে অভিনেত্রীর মত—প্রস্তুত হ'লো মা'কেজের সঙ্গে অভিনয় করতে।

সূর্য উঠেছে। বাড়ির ভিতরে চাকর বাকরেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্লি এল চকোলেট নিয়ে। ইভেৎ তাকে পাত্রটা টেবিলের উপর রাখতে বলে বললে:

মা'কে বলো আমার শরীরটা ভালো নেই। যতক্ষণ না এই দুজন

লোক চলে যায় আমি শুয়ে থাকবো। সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি, কেউ যেন আমায় বিরক্ত না করে। এখন আমি একটু নিরিবিলিতে বিশ্রাম করতে চাই।

ঝি একটু অবাক হ'য়ে কার্পেটের উপর ভিজে পোশাকটার দিকে চেয়ে রইলো।

—মাদময়জেল্ কি বাইরে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। শরীরটাকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বৃষ্টিতে ভিজতে বার হ'য়েছিলাম।

ঝি পোশাক, মোজা ও কাদামাখা জুতোজোড়া কুড়িয়ে নিয়ে বার হ'য়ে গেল।

ইভেৎ অপেক্ষা করতে লাগলো—সে জানে তার মা এক্ষুনি তার খোঁজে আসবে।

একটু পরেই মার্কিজ এসে ঘরে ঢুকল। ঝি'র প্রথম কথাতেই সে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠেছিল, কারণ অন্ধকারের মধ্যে সেই আর্ত চিৎকার "মা"....শোনার পর থেকেই একটা সন্দেহ তার মনের মধ্যে খচখচ ক'র বিঁধছিল।

—কি হ'য়েছেরে তোর? মা জিজ্ঞেস করলে।

ইভেৎ মার দিকে তাকিয়ে জড়িত স্বরে বললে:

—আমার....আমার....বলতে বলতে গলা তার রুদ্ধ হয়ে গেল।

মার্কিজ একটু অবাক হ'য়ে আবার জিজ্ঞেস করলে:

—কি? কি হ'য়েছে বল?

মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়ে এবার সব ভুলে গেল; তার এত

জল্পনা-কল্পনা, মহড়া-দিয়ে-রাখা অভিনয়ের ভূমিকা সব ভুলে গিয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগলো।

—মা....মা....মাগো।........

মাদাম ওবার্দি বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা করলে। প্রায় সবটাই কিন্তু সে অনুমান করে নিলে তার সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে।

ইভেৎ কথা বলতে পারছিল না—অশ্রুতে তার গলা বুজে গেছে।

—কি হ'য়েছে তোর বলবি না?

ইভেৎ অনেক কষ্টে উত্তর দিলে:

—আমি—আমি দেখেছি....তোমার জানালায় কাল রাতে—

মুহূর্তে মার্কিজের মুখ রক্তহীন হ'য়ে গেল। তবু সে নিজেকে সংযত রেখে বললে:

—কি? কি দেখেছিস?

ইভেৎ কাঁদতে লাগলো।

—মা....মা....মাগো.... !

মাদাম ওবার্দির ভয় ও অস্বস্তি ক্রমশ রাগে পরিণত হ'লো। কাঁধ ঝাঁকানি দিয়ে চলে যাবার জন্যে সে পিছু ফিরলো। যাবার আগে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে বলল:

—তুই কি পাগল হ'লি! তোর পাগলামি কাটলে আমায় জানাস—

হঠাৎ যুবতী মেয়েটি তার অশ্রুসিক্ত আনন তার দু'হাতের মধ্যে থেকে তুলে নিয়ে বললে:

—না!....শোন.... আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হ'বে: আমরা

চলে যাব অনেক দূরে—এক পল্লীগ্রামে—সেখানে আমরা বাস করবো—চাষাভূষোর মত ; আমাদের কি পরিচয় তা কেউ জানবে না। বল মা, তুমি কি এ চাও না ? আমি তোমায় মিনতি করছি, বলো, চাওনা না তুমি সে রকম জীবন কাটাতে ? এ জীবন থেকে দূরে চলে যেতে ?

মার্কিজ বিমূঢ়ের মত ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলো। চাপা রাগে সমস্ত অন্তর তার ফুঁসে উঠল। মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ঘৃণা।

মায়ের লজ্জা, একটা অজানা ভয় ও সেই সঙ্গে প্রেমিকা নারীর আসন্ন বিরহের আশঙ্কা, মনের মধ্যে এই তিন রকম ভাবের টানাপোড়েনে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। একবার তার মনে হল ক্ষমা চাইতে সে প্রস্তুত, পরমুহূর্তেই ভাবল, না, ক্ষমাপ্রার্থনা নয়—ভয়ংকর কিছু একটা করে ফেলতে হবে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সে শুধু বলল :

—বুঝতে পারলাম না তোর কথা।

ইভেৎ বললে :

—আমি তোমায় দেখেছি মা কাল রাতে। যাক, তা নিয়ে আলোচনায় আর কি প্রয়োজন মা। সবই তো তুমি জানো।.... চল, আমরা দুজনে পালাই।....এখানকার স্মৃতি যত তুমি ভুলবে ততবেশি আমি তোমায় ভালবাসব।

কম্পিত স্বরে মাদাম ওবার্দি বললে :

—শোন—এমন অনেক কিছু আছে যা তুই এখন বুঝতে পারবি না। তুই চুপচাপ থাক। ভুলে যাসনি যে আমি তোকে আগলে আছি। আর কখনো আমায় এসব কথা বলিস নি, এসব বিষয় নিয়ে আর কখনো যেন আলোচনা না ওঠে।

মেয়ে কিন্তু মার হুঁশিয়ারীতে কান দিল না, মা'কে বাঁচাবার জন্যে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

—না মা, আমি আর ছেলে মানুষ নেই. আমার এখন সবকিছু জানাবার অধিকার হ'য়েছে। আমি জানি যত দুশ্চরিত্র লোকদের আমরা আমাদের বাড়িতে ডেকে আনি, তারা কেবল ফুর্তি খুঁজে বেড়ায়। আমি এও জানি যে এইজন্যে সবাই আমাদের ঘৃণা করে। আমি অনেক কিছু জানি মা। এ জীবনে আর আমাদের কি প্রয়োজন? এ আমি চাই নে. এ আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে। চলো, আমরা পালাই। তুমি তোমার গয়না বিক্রি করবে, প্রয়োজন হ'লে আমরা দুজনেই কাজ করবো। এই করে আমরা নতুন জীবন গড়ে তুলব। এখানে নয়, অন্য—কোথাও অনেক দূরের কোন দেশে—সচ্চরিত্রা মেয়েদের মত জীবন কাটাব আমরা। তখন যদি মনে করি আমার বিয়ে করা প্রয়োজন, তাহলে তাও করব।

ক্রুদ্ধ চোখে মা মেয়ের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে খানিক পরে বললে:

—তুই ক্ষেপে গেছিস। যাক, এখন উঠে এসে খেতে বসলে আমি খুশি হই।

—না মা। ওদের মধ্যে একজনের মুখ আমি আর দেখতে চাই না। কার নিশ্চয় বুঝতে পারছ। তাকে যেতে হ'বে—না হয় আমি যাবো। আমাদের একজনকে তুমি বেছে নাও।

ইভেৎ তার বিছানার উপর উঠে বসেছে। গলার স্বর চড়িয়েছে। কথা কইছে যেমন অভিনেত্রী অভিনয় করে মঞ্চের ওপর। ক্রমশ সে প্রবেশ

করছে সেই নাটকের ভিতর যা মনে মনে সে কল্পনা করে রেখেছে। তার সংকল্পের স্মৃতি তাকে তার সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে এতক্ষণে।

বিমূঢ় মার্কিজ আবার বললে:

—সত্যি তুই পাগল হ'য়েছিস। ও-কথা ছাড়া কি আর কোন কথা তোর নেই?

ইভেৎ অভিনয়ের সুরে বললে:

—না মা....ঐ মানুষটাকে এ বাড়ি ছাড়তেই হ'বে।

—কোথা যাবি তুই? কি করবি?

—তা জানিনা। আর জেনেই বা লাভ কি শুধু!

আমি চাই আমরা সচ্চরিত্রা মেয়েদের মত থাকতে।

'সচ্চরিত্রা মেয়ে' কথা দুটো বার বার শুনে মার্কিজ এবার ক্ষেপে উঠল। চিৎকার করে বললে:

—চুপ কর! আমি চাই না তুই এ-ভাবে আমার সঙ্গে কথা ক'স। সকলে যা চায় আমিও তাই চাই, বুঝলি। আমি যে প্রেমের খেলা খেলি তা সত্যি, সে জন্যে আমি গর্ব করি। সচ্চরিত্রা মেয়েদের মূল্য, আমার কাছে কাণাকড়িও নেই।

ইভেৎ মেঝের উপর ভেঙে পড়লো। মা'র পানে চেয়ে আকুল স্বরে ডাকল:

—মা!

মার্কিজের রাগ ক্রমে চড়ছে। সে বললে:

—বেশ! সত্যিই তো আমি অসতী। তারপর? যদি আমি অসতী না হ'তাম, তা হ'লে এতদিন তোকে রাঁধুনীগিরি

করতে হ'তো। আগে আমি যেমন ছিলাম তেমন থাকলে আজ দিনে ত্রিশ পয়সা রোজগার করতিস, লোকের বাড়ি বাসন মাজতিস। তোর মনিব তোকে দিয়ে হাটবাজার করাতো! বুঝলি? টুঁ শব্দ করলে মনিব তখন ডেকে গলা ধাক্কা দিত। আর তার বদলে? আজ তুই সারা দিনটা অলস ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিস—কেবল আমি অসতী বলেই না। কেউ যখন সচ্চরিত্র হয় তখন তাকে না খেয়ে মরতে হয়। সচ্চরিত্র হলেই হয় না, বাঁচবার জন্যে অনেক কিছুই করতে হয়। আমাদের বড়লোক হবার উপায় নেই টাকা খাটিয়ে, শেয়ার মার্কেটে কাজ করে টাকা রোজগার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; তাই চরিত্র খুইয়েই আমাদের মত লোককে বেঁচে থাকতে হয়। আমাদের আছে শুধু এই দেহ, কেবল এই দেহটা!

মাদাম ওবাদি বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। তার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও উত্তেজিত।

—সুন্দরী মেয়ে হওয়া বড় পাপ—সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করেই তাদের বেঁচে থাকতে হয়...তা না হ'লে সারাজীবন দৈন্য...সারা জীবন... গত্যন্তর নেই।

মাদাম ওবাদি ইভেতের বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে। আহত শিশুর মত ইভেৎ তখন চীৎকার করে কাঁদছে।

মার্কিজ স্থির হ'য়ে তার মেয়ের পানে চেয়ে রইলো। মেয়েকে বেদনাহত দেখে সে নিজেকে বেদনাবিদ্ধ অনুভব করলে—অনুশোচনায় তার হৃদয় আপ্লুত হ'য়ে উঠলো। দুই হাত বাড়িয়ে সে বিছানার উপর পড়ে, রুদ্ধকণ্ঠে বললে—হতভাগী—একবার যদি বুঝতিস কী আঘাত আছড়ে তুই আমায় দিয়েছিস!

দুজনেই কাঁদতে লাগলো—বহুক্ষণ ধরে।

বেদনা কখনও মার্কিজকে একেবারে অবিভূত করতে পারে না—তাই সে প্রথম মাথা তুললে, নিচু গলায় বললে:

—ওঠ, আয় খাবি আয়—এসব ব্যাপার যেন কারো চোখে না পড়ে।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বললে "না"—সে কথা কইতে পারলো না। তার পর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে:

—না মা, তুমি তো জানো মা তোমায় যা বলেছি—আমার মতের পরিবর্তন হ'বে না। ওরা না বিদেয় হ'লে আমি ঘর থেকে বার হ'বো না। ওদের মধ্যে কারুর মুখ আমি আর দেখতে চাই না—কারুর না, কখনও না। যদি ওরা ফিরে আসে, আমায় আর দেখতে পাবে না।

মার্কিজ তখন চোখ মুছচে—সে মৃদুস্বরে বললে:

—দেখ, ভেবে দেখ, বিচার করে দেখ।

তারপর এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ থেকে বললে:

—বেশ, আজ সকালটা তোর বিশ্রাম করাই ভালো। বিকেলে আসবো তোর সঙ্গে দেখা করতে।

মেয়ের কপালে চুম্বন করে সে বেরিয়ে গেল—পোশাক পরবার জন্যে। তার মন তখন শান্ত হ'য়ে গেছে।

মা বেরিয়ে যেতেই ইভেৎ উঠলো। ছুটে গিয়ে সে দরজায় খিল দিয়ে দিলে। সে একলা থাকতে চায়—একেবারে নিঃসঙ্গ! সে চিন্তা করতে লাগলো।

প্রায় এগারটার সময় ঝি দ্বারে করাঘাত করলে:

—মাদাম মার্কিজ জিজ্ঞেস করলেন মাদমোয়াজেলের কিছু প্রয়োজন আছে কি না।

ইভেৎ উত্তর দিলে :

—আমার খিদে নেই। আমি চাই কেউ যেন বিরক্ত না করে।

ইভেৎ বিছানায় পড়ে রইলো—যেন তার ভীষণ অসুখ করেছে এমনি ভাবে বেলা তিনটার সময় আবার কে তার ঘরের দরজায় করাঘাত করল। ইভেৎ জিজ্ঞেস করলে :

—কে ?

তার মায়ের গলা :

—আমি। তুই কেমন আছিস জানতে এসেছি।

ইভেৎ ইতস্তত করলে। তারপর দরজা খুলে দিয়ে আবার সে শুয়ে পড়লো।

মার্কিজ ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। রোগমুক্ত রোগীকে যেন বলছে এমনিভাবে সে ধীরে ধীরে বললে :

—কিরে, এখন ভালো মনে হ'চ্ছে ? একটা ডিমও খাবি না ?

—না, কিছু না।

মাদাম ওবাদি বিছানার কাছে বসল। দুজনেই চুপ-চাপ। ইভেৎ বিছানার উপর স্তব্ধ হ'য়ে পড়ে আছে—বিছানার চাদরের উপর তার হাত দুটি নিশ্চল।

—উঠবিনা—

ইভেৎ উত্তর দিলে :

—একটু পরে।

তারপর ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে বললে।

—অনেক চিন্তা করেছি মা, শোনো....কি স্থির করেছি। যা গত, তা গত—সে নিয়ে আর কথা বলে লাভ নেই। কিন্তু ভবিষ্যৎ হ'বে অন্য ধরণের....না হয়....আমি জানি কি আমায় করতে হবে। কিন্তু এ-খেলা আর খেলতে চাই না।

মার্কিজ একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো—আর বাড়াবাড়ি ভালো নয়। এসব কথা মেয়েটার আগেই জানা উচিৎ ছিল। কিন্তু সে শুধু বললে :

—উঠবি তুই :

—হ্যাঁ, চলো।

মা তাকে পোশাক পরতে সাহায্য করলে। মেয়েকে তার মোজা, কাঁচুলি, ঘাঘরা এগিয়ে দিলে।

—ডিনারের আগে এক পাক ঘুরে আসবি ?

—হ্যাঁ মা।

তারা গেল নদীর ধারে বেড়াতে—তারা নানা সাধারণ ব্যাপার নিয়ে কথা শুরু করলে।

(৪)

পরের দিন সকাল হ'তেই ইভেৎ গিয়ে বসলো একলা, সেই স্থানটায় যেখানে বসে স্যারভিঙ্গি তাকে পিঁপড়েদের জীবনী পড়ে শুনিয়েছিল। সে নিজের মনে মনে বললে :

—একটা মতলব ঠিক না করে আর আমি এখান থেকে উঠছি না।

তার সামনে বয়ে যাচ্ছে নদীর দ্রুত স্রোত। জলের স্রোতে বড় বড় বুদবুদ ঘুরতে ঘুরতে নীরবে দ্রুত বেগে বয়ে যাচ্ছে।

অবস্থার সব দিক ইভেৎ এরই মধ্যে ভেবে নিয়েছে এবং সেই সঙ্গে ভেবে নিয়েছে এ অবস্থা থেকে বার হবার সকল পথ।

কি করবে সে, যদি তার মা তার শর্তে রাজী না হয়? যদি সে তার উপস্থিত জীবন, তার বন্ধুবান্ধব, সব ত্যাগ করে, কোন এক দূর নগরে তার মেয়ের সঙ্গে নিজেকে লুকিয়ে না রাখতে চায়?

সে একলাই চলে যেতে পারে...একলা। কিন্তু কোথায়? কেমন করে? কেমন করে বাঁচবে সে?

কাজ করে? কি কাজ করে? কার কাছে যাবে সে কাজের খোঁজে? মজুরের মত মজুরী করতে তো সে পারবে না! সে যে বড় লজ্জার কথা—বড় বিষাদময়, বড় নীচ কাজ। সে মনে মনে ভাবলে শিক্ষয়িত্রী হ'বে—সকলে তাকে ভালো বাসবে। কত উপন্যাসে সে তো এরকম মেয়েদের কথা পড়েছে। কিন্তু তার জন্ম যে উচু বংশে নয়। ছাত্রের পিতা যখন তাকে পাগলের মত তিরস্কার করবে তার পুত্রকে হরণ করার জন্যে, তখন গর্বিতভাবে তাকে তো বলতে হ'বে—আমি ইভেদ ওবার্দি।

সে তো তা বলতে পারবে না। যদিও বা বলা সম্ভব হয়, তা' যে ভীষণ সাধারণ হ'য়ে যাবে।

কনভেণ্ট কোন কাজের নয়। তার উপর ধর্মের দিকে তার মতিগতি মোটেই নেই। কখনও মুহূর্তের জন্যেও ধর্মের কথা তার মনে উদয় হয়। কেউ তাকে বিয়ে করেও তো বাঁচাতে পারবে না কোন লোকের কাছ থেকে কোন সাহায্যও সে নিতে পারবে না—না কোন উপায় নেই—নিশ্চিন্ত হবার মত কোন উপায় নেই।

শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করলে, সে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করবে—যা'তে শক্তির প্রয়োজন, সাহসের প্রয়োজন, যা সত্যিকারের বড়, উজ্জ্বল উদাহরণ হ'য়ে থাকবে

—সে মরবে।

সঙ্গে সঙ্গে সে স্থির করে ফেল্‌লে তাকে মরতে হ'বে—একটুও চঞ্চল হ'লো না তার মন। সে একবার ভেবেও দেখলে না মৃত্যু কি। মৃত্যু যে সব কিছুরই শেষ—আর কিছুই যে শুরু হবে না—সে চলে যাবে আর ফিরবে না, চিরকালের জন্যে পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে, এসব কথা সে একবারও বোঝবার চেষ্টা করলে না।

ইভেৎ চিন্তা করতে লাগলো কি উপায় সে অবলম্বন করবে। সব রকম উপায়ই তার মনে হ'লো ভীষণ বেদনাদায়ক—এবং প্রত্যেকটিতে বিপদ আছে। ভীষণ কষ্ট পেয়ে সে মরতে পারবে না।

ছোরা বা পিস্তল সে প্রথমেই বাতিল করল। ছোরা বা পিস্তলের গুলির আঘাতে মৃত্যু নাও ঘটতে পারে, শরীরটা কেবল বিকৃত হ'য়ে যেতে পারে—তার উপর অভ্যস্ত হাত না হ'লে এসব কাজ হয় না। দড়ি—সে বড়

পুরানো, আর অতি সাধারণ ছোটলোকেরা মরে গলায় দড়ি দিয়ে। সে বড় বীভৎস ব্যাপার। জলে ডোবা সম্ভব নয়, কারণ সে সাঁতার কাটতে জানে। শেষ বাকি থাকে বিষ, কিন্তু কি বিষ? প্রত্যেক বিষই কষ্ট দায়ক, প্রত্যেক বিষেই বমি হয়। সে কষ্টও পেতে চায় না, বমিও করতেও না। তখন তার মাথায় এলো ক্লোরোফরমের কথা। সে পড়েছিল একটি মেয়ে কি করে ক্লোরোফরমের সাহায্যে মরেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে তার মন আনন্দে ভরে উঠলো। তার বুকের ভিতরে এক দারুন গর্ব জেগে উঠলো। সকলে বুঝবে সে কি ছিল—কি ছিল তার মূল্য।

ইভেং বুগিভালে ফিরে এসে গেল ডাক্তার খানায়। সেখানে গিয়ে সে তার দন্তশূলের জন্যে একটু ক্লোরোফরম চাইলে। দোকানের মালিক ইভেংকে চিনত। একটা ছোট্ট শিশি ভরে সে ক্লোরোফরম দিলে ইভেংকে।

তারপর ইভেং পায়ে হেঁটে গেল ক্রোয়াসীতে। সেখানে সে আর একটি ছোট শিশি সংগ্রহ করলে—শাতু থেকে আর এক শিশি এবং চতুর্থ শিশি সে সংগ্রহ করলে রেই থেকে। যখন বাড়ি ফিরলো তখন ভোজনের সময়ের অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। এত খাটা-খাটুনির পর তার ভীষণ খিদে পেয়েছিল—সে প্রফুল্ল মনে অনেক বেশি খেলে।

মেয়ের খাওয়া দেখে মা'র খুব আনন্দ। তার মনের উদ্বিগ্নতা কেটে গেল। ইভেতের খাওয়া শেষ হ'লে মার্কিজ বললে—সোমবার আমাদের

বন্ধুরা এখানে আসবে। আমি প্রিন্সকে, শেভালিয়েকে আর দুজন নতুন ভদ্রলোক আসতে বলেছি।

ইভেতের মুখ একটু রক্তহীন হ'য়ে উঠলো, কিন্তু সে কোন উত্তর দিল না।

সে তৎক্ষণাৎ বা'র হ'লো—সোজা স্টেশনে গিয়ে একখানা গাড়ির টিকিট কিনলে।

সারা বিকালটা সে এক ডাক্তারখানা থেকে আর এক ডাক্তারখানায় ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের কাছ থেকে কয়েক বিন্দু করে ক্লোরোফরম কিন্‌লে।

সন্ধ্যার সময় সে ফিরে এলো—পকেট ভর্তি ক্লোরোফরমের শিশি।

পরের দিনও সে ঐ একই কাজ করলে এবং সৌভাগ্যক্রমে এক ডাক্তারখানা থেকে সে এক বোতল ক্লোরোফরম জোগাড় করতে পারলো।

শনিবার সে বা'র হ'লো না। গুমোট ও মেঘলা দিনটা সে ঈজিচেয়ারের উপর শুয়ে কাটিয়ে দিলে।

তার মনে আর কোন চিন্তা নেই—সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত—স্থিরপ্রতিজ্ঞ।

পরের দিন সে নীল সাজে সাজলে। নীল পোষাকে তাকে ভারি সুন্দর মানাল। ইচ্ছে করেই আজ সে সুন্দর ক'রে সাজলো।

আয়নায় প্রতিফলিত নিজের প্রতি বিম্বের পানে চেয়ে ইভেৎ বললে :

কাল আমি মরবো! একটা অদ্ভুত কম্পন তার সর্বাঙ্গে বহে গেল : মৃত্যু! না না আর আমি কথা কইবো না—চিন্তা করবো না। কেউ আমায় আর দেখতে পা'বে না! আর আমি! আমিও কিছু দেখতে পা'বো না!

তার মুখখানা সে ভালো করে দেখছিল—তার মুখ এত সুন্দর

তা-তো সে জানতো না। বিশেষ করে তার চোখ দুটো সে পরীক্ষা করছিল।—তার দুই চোখের ভিতর সে আবিষ্কার করলো হাজার হাজার জিনিস। তার মুখে যেন একটা গূঢ় চরিত্র ফুটে উঠেছে—অথচ এ সম্পর্কে আগে তার কোন ধারণা ছিল না। নিজের মুখ দেখে নিজেই সে অবাক হ'য়ে গেল, নিজেকে নিজের কাছে অপরিচিতা বলে মনে হ'লো, এ যেন এক নতুন বন্ধু!

সে নিজের মনে মনে বললেঃ

—এই আমি! আমিই এই আয়নায় প্রতিফলিত। নিজের দিকে চেয়ে থাকা কী বিস্ময়কর! আয়না না হ'লে তো আমরা আমাদের চিন্‌তে পারতাম না। সকলে জানতো আমাদের পরিচয়, কেবল আমরাই আমাদের জানতে পারতাম না।

সে তার চুলের গোছা মুঠো করে ধরে বুকের উপর নিয়ে এল! নিজের প্রতিটি হাবভাব সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে!

—আজ কি সুন্দর আমি! আর কাল আমি মরবো ঐ-খানে, আমার বিছানার উপর!

সে চেয়ে দেখলে তার বিছানার পানে, মনে হ'লে সে যেন শুয়ে রয়েছে বিছানার উপর—বিছানার চাদরের মত শাদা।

—মরে যাবো! মাত্র আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই মুখ চোখ কপাল—সব মাটির নিচে একটা বাক্সের মধ্যে পচতে শুরু করবে।

বুকের ভিতরটা তার দারুন বেদনায় গুমরে উঠলো।

সূর্যের আলো বন্যার মত মাঠের উপর পড়েছে। সকালের ঝিরঝিরে হাওয়া জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছে।

সে বসে পড়লো—ঐ একই কথা চিন্তা করতে করতে আমি মরে যাবো! পৃথিবী অদৃশ্য হবে যেন কেবল তার জন্যে। কিন্তু না, তাতো নয় পৃথিবীর একটুও পরিবর্তন হ'বে না; তার ঘরটিরও না। হ্যাঁ, সব একই রকম থাকবে, সংসার তেমনিই চলবে। ঐ একই বিছানা থাকবে, ঐ ঘরে একই চেয়ার, একই সাজ সজ্জা। কিন্তু কেউ তার জন্যে দুঃখ করবে না, হয়তো তার মা-ই শুধু চোখের জল ফেলবে।

সকলে শুধু বলবে: ইভেং মেয়েটা সুন্দরী ছিল—এই পর্যন্ত!

চেয়ারের হাতার উপর হাতের ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিল, চোখ পড়লো নিজের বাহুর উপরে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো তার পচা-গলা-ফুলে-ওঠা দেহটির কথা।

নতুন করে একটা আতঙ্কময় কম্পন আবার তার সর্বাঙ্গে বয়ে গেল। সে বুঝতে পারলে না যদি সে চলে যায় তা হলে পৃথিবীটা কেমন করে থাকবে সে যে সবেরই মধ্যে রয়েছে—ওই মাঠ, ওই হাওয়া, সূর্যের আলো, দূরবিস্তৃত। শ্যামল বনানী—সব কিছুর মধ্যেই যে সে রয়েছে। ম সিয়ে বেলভিং গম্ভীর গলায় গান ধরছে—

নিচের বাগানে হাসির হররা শোনা যাচ্ছিল। অনেকগুলি মানুষ একসঙ্গে চিৎকার করছে। পল্লীগ্রামের স-শব্দ আনন্দ শুরু হ'য়েছে। ইভেতের কানে এল:

> "আমি তব বাতায়ন তলে
> আপনারে করগো প্রকাশ।"

কিছু না ভেবেই সে উঠলো। জানলার কাছে গিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। ম'সিয়ের গান শুনে সকলে বাহবা দিয়ে উঠলো। দেখেই সে

হঠাৎ পিছিয়ে গেল। এই লোকগুলো এসেছে তার রঙ্গিনী মা'র কাছে আমোদ করতে! এই চিন্তা তার সারা অঙ্গে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিল।

খাবার ঘণ্টা বেজে উঠল একটু পরে।

—দেখাবো আমি ওদের কেমন করে মরতে হয়। সে আপন মনে বললে। তারপর নামলো। আস্তে আস্তে বলিদানের সংকল্প নিয়ে, সার্কাসের ওৎ পেতে বসে থাকা সিংহের সামনে যেমন করে লোকে এগিয়ে যায় সেই ভাবে।

সকলের সঙ্গে সে মাথা উঁচু রেখে করমর্দন করলে।

স্যারভিঙ্গি তাকে জিজ্ঞেস করলে:

—মা'মজেল—আজ কি তোমার রাগ কমেছে?

কঠিন স্বরে সে উত্তর দিলে:

—আজকে আমি পাগলামী করতে চাই। আজকে আমি কিন্তু পাহারীর মেয়ে—সাবধান!

তারপর বেলভিঁং-এর পানে চেয়ে বলল:

—আজ আপনি হ'বেন আমার ঢাকী....খাওয়া দাওয়ার পর, আজ আমি আপনাদের সকলকে নিয়ে যা'বো মারলির উৎসবে।

আজ সত্যিই মার্লিতে উৎসব!

খাবার সময় সে বেশি কথা কইলো না। কেবল চিন্তা করতে লাগলো বিকালে সে কেমন করে খুব বেশি উৎফুল্ল হ'য়ে থাকবে—যা'তে কেউ যেন কিছু আন্দাজ করতে না পারে কেউ যেন বেশি আশ্চর্য না হয়ে যায়, কেউ যেন না বলে—সে জানতো ইভেৎ একাজ করবে। সে আজ সুখী—সন্তুষ্ট!

আজ সে অনেক বেশি মদ খেলে। টেবিল থেকে যখন সে উঠলো তার মুখ আরক্ত। একটু যেন মাতালও সে হ'য়েছে। শরীর ও মন উত্তপ্ত। মনে যেন তার অগাধ বল—সে যেন সব করতে পারে আজ!

সে বেলভিঁং-এর বাহু ধরে বললে:

—চলুন। আপনারা সকলে আজ আমার সৈন্যদল। স্যারভিঙ্গি, তোমায় নিযুক্ত করলাম সার্জেণ্টের পদে—তুমি ডান দিকে থাকবে—দূরে দূরে। তুমি যাবে বিদেশী গার্ড দুজনের সামনে সামনে, তাদের চালিয়ে নিয়ে। পিছনে থাকবে দু-জন নতুন রিক্রুট, তারা আজ অস্ত্র ধারণ করবে। চলুন।

তারা চলে গেল। স্যারভিঙ্গি বিউগ্ল্-এর মত চিৎকার করতে লাগলো—নতুন দুজন ঢাক বাজানোর ভঙ্গি করতে করতে চলেছে। মঁদে বেলভিং একটু অবাক হ'য়ে নিচু গলায় বললে:

মাদময়জেল ইভেৎ লোকে যে তোমায় টিটকিরি দেবে।

সে উত্তর দিলে:

—আমিই তোমায় বিপদগ্রস্ত করেছি রেশিনে! আমার কথা যদি ধর, আমি এসব গ্রাহ্যই করি না। তোমারই মুস্কিল, আমার মত মেয়ের সঙ্গে কি বা'র হ'তে আছে!

তারা বুগিভাল পার হ'য়ে গেল—পথিকেরা তাদের পানে অবাক হ'য়ে চেয়ে আছে। গ্রামের লোকেরা তাদের দরজায় এসে দাঁড়ালো। সেই দেখে মার্লির রেলপথের যাত্রীরা প্ল্যাট-ফর্মে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো:

—ডুবে মর—ডুবে মর!

ইভেং মিলিটারী চালে চলেছে—বেলভিংকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে বন্দীর মত।

মুখে তার হাসি নেই, গম্ভীর মুখমণ্ডল, অচঞ্চল। স্যারভিঙ্গির বিউগ্ল্ বাজানো বন্ধ করে হুকুম করছে। রাজপুত্র ও শেভালিয়ে'র খুব আমোদ—এ ব্যাপারটা তাদের বেশ মজার ও উঁচুদরের মনে হ'চ্ছিল।

উৎসবের স্থানে এসে পড়তেই সকলে তাদের দেখে একটা হইচই শুরু করলে; কতকগুলো মেয়ে বাহবা দিয়ে উঠলো; কয়েকটি যুবক টিটকিরি দিতে আরম্ভ করল! একজন মোটা লোক তার স্ত্রীকে নিচু গলায় বললে:

—ঐ দেখ—ছিঃ, ঘেন্নাও নেই

ইভেং একটা নাগরদোলা দেখতে পেয়ে উঠে বসে বেলভিংকে তার ডান দিকে বসালে। দলের বাকি সকলে তাদের পিছনে এক একটি জানোয়ারের পিঠে উঠতে শুরু করল। তারপর ঘোরা শেষ হ'লো, তবু সে নামতে চায় না। সে জোর করে আরো পাঁচবার তার সঙ্গীকে নাগরদোলায় ঘোরালো। আর এদিকে দর্শকেরা লজ্জা পেয়ে চিৎকার করতে লাগলো। বেলভিং যখন নামলো তখন তার মুখ রক্তহীন হয়ে উঠেছে, বুক ধড়ফড় করছে।

তারপর ইভেং লক্ষ্যহীনভাবে এদিকে সেদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। তার দলের প্রত্যেককে সে বাধ্য করলে ছেলেদের খেলনা কিনতে। শুধু তাই নয়, সেই সব খেলনা তাদের হাতে করে নিয়ে পথ চলতে হ'বে। রাজপুত্রদের আর সেভালিয়ের মনে হ'লো এ যেন বড় বেশি বাড়াবাড়ি হ'চ্ছে। কেবল, স্যারভিঙ্গি ও ঢাক-বাজিয়েরা রইল নির্বিকার।

তারা শেষে এসে পড়লো গ্রামের শেষে। ইভেৎ তার সঙ্গীদের দিকে তাকাল, দুই চোখে তার নিষ্ঠুরতা ফুটে বেরুচ্ছে।

তার মাথার মধ্যে ঘুরছে এক অদ্ভুত খেয়াল। সে তাদের সকলকে নদীর ঘাটে সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে বললে:

—যে আমায় সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ুক।

কেউ কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ল না। তাদের পিছনে লোকের ভীড় জমে গেল। কয়েকটি নারী অবাক হ'য়ে তাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

সে আবার বললে:

—তা হ'লে আমার ইচ্ছে পূরণ করবার জন্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে এমন একজনও তোমাদের মধ্যে নেই?

স্যারভিঙ্গি বিড়বিড় করে বললো:

—বেশ! বলে সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলে।

ঝাঁপ দিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা জল ছিটকে এসে লাগল ইভেতের পায়ের উপর। ভীড়ের মধ্যে উঠলো আনন্দ গুঞ্জন।

ইভেৎ মাটির উপর থেকে এক টুকরো কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেললে নদীর জলে।

—নিয়ে এস! চিৎকার করে বললে সে।

যুবকটি সাঁতার দিয়ে কাঠের টুকরোটা কুকুরের মত মুখে করে ধরে নদীর তীরে এসে উঠল। তারপর সেটা দেবার জন্যে হাঁটু গেড়ে বসলো।

ইভেৎ সেটা নিয়ে বললে:

—তুমি ভারী সুন্দর।

একটি মোটা স্ত্রীলোক ঘৃণাভরে বলে উঠলো :

—এও কি সম্ভব ! আমোদ করবার এ কি ছিরি !

একজন লোক বলে উঠলো :

—আমি হলে কখনও এ ছুঁড়ির জন্যে জলে নামতাম না !

ইভেৎ বেলভিং-এর হাত ধরে বললে :

—তুমি তো একটা কাঠের পুতুল। পুতুল তুমি !

তারা ফিরলো। পথের দুপাশের পথিকদের পাশে ইভেৎ বিরক্তি ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে বললে :

—দেখছ, লোকগুলো কিরকম জানোয়ারের মত চেয়ে আছে !

তারপর তার সঙ্গীর দিকে চেয়ে বললে—তুমিও অবশ্য কম যাও না।

বেলভিং নমস্কার করলে। ইভেৎ ফিরে দেখলে রাজপুত্তুর আর সোভালিয়ে সরে পড়েছে। স্যারভিঙ্গির মুখ বিষণ্ণ, তার পোশাক থেকে এখনও জল ঝরছে। আর সে বিউগল্ বাজাচ্ছে না। অন্য দুজন পরিশ্রান্ত যুবকের পাশে পাশে সে অবসন্নের মত এগিয়ে চলেছে।

ইভেৎ শুষ্ক হাসি হেসে বললে :

যথেষ্ট হ'য়েছে মনে হ'চ্ছে, না ? কিন্তু দেখ, এই আনন্দই তোমরা চাও। এই জন্যেই তো তোমরা এসেছ। টাকা দিয়েছ তোমরা আর তার পরিবর্তে যথেষ্ট দিয়েছি আমিও, কি বল ?

জবাবের প্রতীক্ষা না করেই সে এগিয়ে চললো। বেলভিং হঠাৎ দেখতে পেলে ইভেৎ কাঁদছে। বিমূঢ়ভাবে সে বললে :

—কি হ'লো তোমার বলো তো ?

সে বিড়বিড় করে বললে :

—চুপ! তোমার তাতে কি দরকার?

বোকার মত সে আবার জিজ্ঞেস করলে :

—ওঃ মা'মজেল, দোহাই তোমার, বল কি হয়েছে? কেউ কি তোমায় ব্যথা দিয়েছে?

অসহিষ্ণু ভাবে ইভেৎ বললে :

—থামো!

তার পর আর যেন তার গভীর হতাশা জনিত দুঃখ সে সহ্য করতে পারলো না—হঠাৎ সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। এমন ফোঁপাতে লাগলো যে রাস্তা চলা পর্যন্ত তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। সে দু-হাত দিয়ে তার মুখ ঢাকলে।

বেলভিং পাগলের মত তার পাশে দাঁড়িয়ে বলে চলেছে :

—কিছুই যে বুঝতে পারছি না। কি হলো। কি হলো তোমার?

স্যারভিঙ্গি হঠাৎ বললেন :

—চল মামজেল, বাড়ি ফেরা যাক! রাস্তায় দাঁড়িয়ে সকলের সামনে কান্নাকাটি ভালো নয়! কর কেন এসব পাগলামী যদি তা'তে তোমার কষ্ট হয়?

সে ইভেতের কনুই ধরে তাকে টেনে নিয়ে চললো। তারা শহরের প্রান্তে এসে পৌঁছতে ইভেৎ হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করলে—বাগান পার হ'য়ে একেবারে নিজের ঘরে এসে ঢুকে নিজেকে বন্দী করে ফেলল।

খাবার সময় সে নামলো—রক্তহীন গম্ভীর তার মুখ। আর সকলেই উৎফুল্ল।

ইভেৎ চায় খাওয়াটা তাড়াতাড়ি শেষ হোক। কারণ সে প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছিল তার সাহস ভেঙে যা'চ্ছে। কফি খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে নিজের ঘরে চলে এল।

ঘরের জানালার নিচে শুনতে পাচ্ছে হর্ষধ্বনি। সেভালিয়ে রসিকতা করছে, কিসব আবোল তাবোল বকছে। মাঝে মাঝে অট্টহাসির রোল উঠছে।

ইভেৎ কান খাড়া করে রইল। বিমূঢ় হয়ে গেছে সে। স্যারভিঙ্গি একটু মাতাল হ'য়েছে,—মজুরদের মত সে মার্কিজকে মালিক বলে সম্বোধন করছে। হঠাৎ সাভালকে বললে—কি হে মুরুব্বি!

সকলে হো হো করে হেসে উঠলো।

ইভেৎ মন স্থির করে নিল। একখানা চিঠির প্যাড টেনে নিয়ে সে লিখলে—

বুগিভাল, রবিবার, রাত্রি ন'টা

"আমি আজ মরছি। তার কারণ আমি বেশ্যাবৃত্তি করতে চাই না।

—"ইভেৎ"

তারপর

"পুনশ্চ

মা, বিদায়! ক্ষমা কোরো!"

সে খাম মুড়ে ওপরে মার্কিজের নাম লিখলে।

তারপর তার লম্বা চেয়ারখানা জানলার কাছে টেনে এনে চেয়ারের পাশাপাশি একটি ছোট টেবিল এনে রাখলে। টেবিলের উপর রাখলে ক্লোরোফরমের বড় বোতলটা, আর তার পাশে খানিকটা তুলো।

হাওয়ায় ভেসে আসছে গোলাপের মৃদু সুবাস। ইভেং কয়েক মিনিট সেই সুবাসের আঘ্রাণ নিলে।

মাঝে মাঝে তাদের উপর পড়ছে পাৎলা কুয়াসার আবরণ!

ইভেং ভাবছে—

—আমি মরতে বসেছি! আমি মরতে চলেছি!

বুকের ভিতরটা তার অশ্রুবাষ্পে ফুলে উঠলো—মনে হ'লো বেদনায় ভিতরটা তার চুরমার হ'য়ে যা'বে। অন্তরে সে যেন চায় কারো সহানুভূতি, করুণা—বাঁচবার জন্যে, ভালোবাসার জন্যে।

স্তারভিন্সির কথা শোনা যাচ্ছে। সে গাম্ভীর্যের অভিনয় করে একটা গল্প বলছে—সকলে হাসছে! সকলের চেয়ে বেশি আনন্দ মার্কিজের। সে বার বার বলছে:

—ও ছাড়া এমন কথা এমন করে আর কেউ বলতে পারে না—হা হা হা!

ইভেং বোতলটা তুলে নিয়ে কয়েক ফোঁটা একটু তুলোর উপর ঢাললে। ঝাঁজালো মিষ্টি অদ্ভুৎ একটা গন্ধ চার দিকে ছড়িয়ে পড়লো। সে তুলোটা তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে আসছিল, হঠাৎ তার গলার ভিতর ঝাঁজালো গন্ধ প্রবেশ করাতে কাশি আরম্ভ হ'লো।

মুখ বন্ধ করে সে নিশ্বাস নিতে লাগলো। সেই মারাত্মক বাষ্প সে বুক ভরে নিতে লাগলো দু'চোখ বুজে, সে আর কিছু চিন্তা করতে চায় না, আর কিছু জানতে চায় না। মন থেকে সব কিছু সে নিঃশেষে মুছে ফেলতে চায়। একবার তার মনে হ'লো, বুকের ভিতরটা ফুলে উঠছে, বিস্ফারিত হয়ে যাবে যেন। একটু আগে ছিল তার মন বেদনায় ভারী। ধীরে ধীরে তা

হালকা হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে—যেন বুকের বোঝাটা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে, উড়ে যাচ্ছে, হাল্কা হ'য়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীর।

পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তার সারা অঙ্গে কি যেন একটা সুখকর উগ্র চেতনা ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছে!

ইভেং দেখলে তুলোটা শুকিয়ে গেছে—অথচ এখনও সে মরে নি! অবাক্ হ'য়ে গেল সে। মনে হ'লো তার চেতনার তীক্ষ্ণতা যেন হঠাৎ বেড়ে গেছে। হঠাৎ যেন অনেকখানি সচেতন হ'য়ে উঠেছে সে।

নিচের প্রত্যেকটি কথা সে সুস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে।

অনেক দূরে গ্রাম থেকে ভেসে আসছে নানা শব্দ, মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক, ব্যাঙের ডাক, গাছের পাতার মৃদু সরসরানি।

সে বোতলটা আবার তুলে নিলে, আবার তুলোটা ভিজিয়ে নিয়ে শুঁকতে লাগলো। কয়েক মুহূর্তের জন্য সে কিছুই অনুভব করতে পারলো না। তারপর আবার তার সারা অঙ্গে ছড়িয়ে গেল সেই সুখকর উগ্র অনুভূতি।

আরো দুবার সে তুলো ভিজিয়ে নিলে। সে চায় এই শারীরিক ও মানসিক অনুভূতিটা স্থায়ী হ'ক।

মনে হ'ল, তার শরীরে যেন একখানাও হাড় নেই। কে যেন ধীরে ধীরে তার শরীর থেকে একটা একটা করে তার হাড়গুলি আলাদা করে নিয়েছে, একবারও টের পায় নি। তার সারা শরীর ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে; অবশিষ্ট আছে শুধু তার সুতীক্ষ্ণ চেতনা—তার জাগ্রত চিন্তা। আর এই চেতনার মধ্যে দিয়ে সে পাচ্ছে অনাস্বাদিতপূর্ব এক মুক্তির আস্বাদ।

ভুলে-যাওয়া কত সহস্র কথা তার মনে পড়তে লাগলো। তার শিশু-কালের অতি নগণ্য বিবরণ, সে সব কত আনন্দ দিত তার মনে, আজ তার মন একটা চিন্তা থেকে আর একটা চিন্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—উদ্দেশ্যহীন ভাবে সে তার বিগত জীবনের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার ভবিষ্যৎ ঘটনারমধ্যে সে ভ্রমণ করছে।

নিচের কথাবার্তা তার কানে আসছে। কিন্তু সে আর কথাগুলো ঠিক মত এখন ধরতে পারছে না। তার কাছে কথাগুলোর মানে এখন একেবারে দুর্বোধ্য। এখন তো সে এই বাস্তব জগতে নেই। মন তার উধাও হয়েছে রূপকথার রাজ্যে।

সে বিরাট জাহাজে চড়ে ফুলে ভরা একটি শহরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। নদীর ধারে কত লোক। জোরে জোরে তারা কথা কইছে। সে এক সময় তীরে নামলো—কিন্তু কেমন করে তা সে জানে না। স্যারভিল্গি—রাজপুত্রের বেশে—তাকে নিয়ে যাবে বলে এসেছে। ষাঁড়ের লড়াই দেখাবে সে। রাস্তায় লোক গিশগিশ করছে, অনর্গল কথা কইছে। কান পেতে সে তাদের কথা শুনছে। অথচ কেউ তা'তে একটুও আশ্চর্য হ'চ্ছে না।

তারপর হঠাৎ সব আবছা হ'য়ে এল।

সে আবার জেগে উঠলো—তার সর্বাঙ্গে সেই মধুর বেদনা—আবার সে সে তার স্মৃতির দংশন অনুভব করলো।

তা হ'লে তো সে মরে নি!

কিন্তু সে এত আরাম বোধ করতে লাগলো! সর্বাঙ্গে তার এমন সুখকর একটা অনুভূতি। মন তার এতখানি হালকা হ'য়ে উঠেছে যে এই

অনুভূতির অবসান ঘটাতে সে চাইলো না। তার ইচ্ছে হ'লো স্বপ্নের স্বর্গীয় নিদ্রালু ভাবটা আরো কিছুক্ষণ স্থায়ী হ'ক।

সামনে গাছের ওপর চাঁদের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সে নিশ্বাস নিতে লাগলো। তার মনের যেন একটা পরিবর্তন হ'য়ে গেছে। আর তো সে আগের মত চিন্তা করছে না। ক্লোরোফরম তার শরীর ও মনের মধ্যে একটা কোমলতা এনেছে, তার বেদনাকে শান্ত করে তুলেছে—তার সমস্ত ইচ্ছে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে!

কেন সে বাঁচবে না? কেন সে ভালো বাসবে না? কেন তাকে ভালো বাসবে না কেউ? কেন তার জীবন সুখের হ'বে না? এখন সবই তার মনে হ'চ্ছে সম্ভব—সহজ ও সুনিশ্চিত। সবই সুন্দর, সবই ভালো। জীবনের সবই যেন মনোরম, মধুময়।

কিন্তু সে চায় শুধু স্বপ্ন দেখতে, স্বপ্নই দেখতে।—আবার সে তুলোর উপর একটু ক্লোরোফরম ঢাললো। তারপর তুলোটা নাকের কাছে চেপে ধরল। মাঝে মাঝে একেকবার সেটা দূরে সরিয়ে নেয়। কারণ মরতে তো সে চায় না।

সে চেয়ে রয়েছে চাঁদের পানে—চাঁদের বুকে একটি মূর্তি, এক নারীর মূর্তি। মূর্তিটা আকাশের বুকে দুলতে দুলতে গান ধরলে, অতিপরিচিত গলায় সে গাইছে—লাললুইয়া দামুর।

মার্কিজ ঘরে ঢুকলেন পিয়ানো বাজাবার জন্যে।

ইভেতের যেন দুটি ডানা গজিয়েছে। সে উড়ে চলেছে নদী ও বনানীর উপর দিয়ে উজ্জ্বল রাত্রের বুক বেয়ে। মনে তার অসীম আনন্দ। পাখা মেলে, সে উড়ে চলেছে—হাওয়া তা'কে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এত দ্রুত সে উড়ে চলেছে যে নিচের পৃথিবীতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা দেখবার পর্যন্ত সময় তার নেই।

ভাসতে ভাসতে হঠাৎ সে নিজেকে আবিষ্কার করল একটা পুকুরের ধারে—হাতে একটি ছিপ নিয়ে সে মাছ ধরছে।

কি-সে যেন ছিপের সুতা টানলে। ইভেং ছিপ তুললে। উঠলো একটি সুন্দর মুক্তার নেকলেস। কিছুদিন আগে এরকম একটি নেকলেস পরবায় তার বড় সাধ হ'য়েছিল। নেকলেস পেয়ে তার মোটেই আশ্চর্য লাগলো না। স্যারভিঙ্গি তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কেমন করে ইভেং তা জাগে না। স্যারভিঙ্গিও মাছ ধরছে। তার ছিপে উঠলো একটা কাঠের ঘোড়া।

আবার তার মনে হ'লো সে জেগে উঠছে—সে শুনতে পেলে কে তাকে ডাকছে।

তার মার গলা—ওরে আলো নিভিয়ে দে।

কিছু পরে স্যারভিঙ্গি'র গলা—মা'মজেল ইভেং, আলো নিভিয়ে দাও।

তারপর সকলে সমস্বরে :

—মা'মজেল ইভেং, আলো নিভিয়ে দাও। সে তুলোর উপর আবার ক্লোরোফরম ঢাললো। কিন্তু সে তো মরতে চায় না। তাই তুলোটা এবার নাকের থেকে খানিকটা তফাতে ধরল। সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়লো দম বন্ধ করা একটা উগ্র গন্ধ। বুঝতে পারলে কে যেন উপরে উঠছে। সে মড়ার মত পড়ে রইল।

মার্কিজ বলছে :

—টেবিলের উপর আলোটা জ্বেলে রেখে পাগলী মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে! যাই, ক্লেমাসকে পাঠাই বাতি নেভাবার জন্যে।

ক্লেমাস ইভেতের দরজার কাছে একটু অপেক্ষা করে দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলো:

—মা'মজেল—মা'মজেল!

ইভেতের উত্তর না পেয়ে জ'া ফিরে গিয়ে মার্কিজকে বললে:

—মাদময়জেল্ নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। দরজায় খিল আঁটা, আমি তাকে জাগাতে পারলাম না।

মাদাম ওবার্দি মৃদু স্বরে বললে:

—কিন্তু এমন ভাবে তো ওর থাকা চলবে না।

স্যারভিঙ্গির কথায় সকলে ইভেতের ঘরের জানলার কাছে জড়ো হ'লো। তারপর সকলে একসঙ্গে চিৎকার করতে লাগলো:

—হিকা—হিকা —হুররা....মা'মজেল ইভেৎ!

শুধু রাত্রির বুকে ছড়িয়ে গেল তাদের কর্কশ কোলাহল। চলন্ত ট্রেনের শব্দের মত দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। কিন্তু ইভেতের কাছ থেকে কোন সাড়া এল না।

মার্কিজ বললে—কিছু হ'লো না তো। ভয় হ'চ্ছে আমার!

স্যারভিঙ্গি সেই বড় গোলাপ গাছটা থেকে কতগুলো ফুল আর কুঁড়ি তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে একটি একটি করে ঘরের ভেতরে ছুঁড়তে লাগল। বিছানার উপর যেন পুষ্প বৃষ্টি শুরু হল।

মার্কিজ আবার চিৎকার করে ডাকলে:

—ইভেৎ! ইভেৎ, সাড়া দে।

স্যারভিঙ্গি বললে :

—এতো বেশ অস্বাভাবিক বলেই মনে হ'চ্ছে।

শেভালিয়ে বলে উঠলো এই সুযোগে :

—সময়ও ভালো দেখা করবার। যদি অনুমতি দেন—

সকলে ভাবলো, তরুণী মেয়ের এ এক ধরনের ছল। নতুন ধরনের অভিনয়।

শেভালিয়ে'র প্রস্তাবে একজন বাধা দিল :

—না না, এতে আমাদের মত নেই। কেউ ঘরে যাবে না।

মার্কিজ বললে :

—কিন্তু দেখতে তো হ'বে কি হ'লো ওর।

—প্রিন্স বললে—উনি ডুকের হ'য়ে বলছেন—আমরা ফাঁক পড়লাম।

—বেশ হেড টেল করা হ'ক। এই বলে সেভালিয়ে পকেট থেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা বার করল।

—প্রিন্স ?

—টেল।

হেড পড়লো।

এবার প্রিন্স সাভালকে বললে :

—বলুন।

সাভাল বললে,

—হেড—

পড়লো টেল।

প্রিন্স তখন সকলকে প্রশ্ন করলেন। সকলেই হেরে গেল। তখন স্যারভিঙ্গিই মুদ্রাটা শূন্যে ঘুরিয়ে দিয়ে বললে :

—বলুন প্রিন্স—

—হেড।

পড়লো টেল।

এবার সাভাল তাকে নমস্কার করে জানলা দেখিয়ে বললে :

উঠুন প্রিন্স।

কিন্তু প্রিন্স উদ্বিগ্ন মুখে তার চার পাশে দেখতে লাগলো।

—কি খুঁজছো ? জিজ্ঞেস করলে শোভালিয়ে।

—একটা—একটা মই হলে সুবিধে হ'তো।

সকলে হেসে উঠলো !

সাভাল এগিয়ে গিয়ে বললে :

—আমরা সাহায্য করছি। বলে সে তাকে পালোয়ানের মত তুলে ধরল।—রেলিং ধরে ঝুলে পড়।

প্রিন্স রেলিং ধরে ঝুলে পড়লো। সে ঝুলছে, পা'দুটো শূন্যে দুলছে। হঠাৎ স্যারভিঙ্গিই নিচে থেকে তার পা ধরে একটান দিতে প্রিন্স ভারী বস্তার মত পড়ল বেলভিংএ'র পেটের উপর, বেলভিং যাচ্ছিল তাকে তুলে ধরতে।

—এবার কে ? বললে স্যারভিঙ্গি।

কেউ এগিয়ে এলোনা।

—বেলভিং, তুমি ?

—ধন্যবাদ। আমার হাড়গুলো ভাঙতে চাই না।

—শেভালিয়ে, তোমার তো পাঁচিলে ওঠা অভ্যাস আছে।

—আমার জায়গা তুমি নাও ডুক্।

—হো....হো.... ।—

স্যারভিঙ্গি উপর দিকে চেয়ে থামের চার পাশে ঘুরছিল। তারপর এক লাফ দিয়ে সোজা থাম ধরে ঝুলে পড়লো। হাতের কব্জির উপর ভর দিয়ে শরীরটাকে টেনে তুলে পার হ'য়ে গেল সে।

সকলে মাথা উঁচু করে বাহবা দিয়ে উঠলো। অল্পক্ষণ পরেই স্যারভিঙ্গি সাজার উপর এসে চিৎকার করে বললে ঃ

—শীঘ্র এস সকলে— ইভেৎ অজ্ঞান হ'য়ে গেছে।

মার্কিজ আর্তনাদ করে দ্রুতবেগে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল সকলের আগে।

মেয়েটা চোখ বুজে পড়ে আছে। তার মা ছুটে এসে তার উপর আছড়ে পড়ে বললে ঃ

—কি হ'য়েছে ওর ? কি হয়েছে ?

মেঝের উপর থেকে স্যারভিঙ্গি ক্লোরোফরমের বোতলটা তুলে নিয়ে বললে ঃ

—ওর দম বন্ধ হয়ে গেছে। বলে সে ইভেতের বুকের উপর কান পাতলে। তারপর বললে ঃ

—এখনও মরেনি। আমরা ওকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবো। একটু এমোনিয়া আছে ?

ঝি পাগলের মত বললে ঃ

—কি ? কি ?

—একটু এমোনিয়া।

—আছে।

—ছুটে নিয়ে আয়, দরজা খুলে রাখ! হাওয়া আসতে দে।

মার্কিজ নতজানু হ'য়ে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে।

—ইভেং ইভেং—মা আমার, কথা বল। ইভেং—বাছা আমার.. হায় ভগবান! কি হয়েছে ওর?

সকলে ছুটোছুটি করছে কেউ আনছে জল, কেউ জলের গ্লাস, কেউ ভিনিগার, কেউ বা তোয়ালে।

কে একজন বললেঃ ওর জামা কাপড় খুলে ফেলতে হ'বে।

মার্কিজের মাথার ঠিক ছিলনা—সে সঙ্গে সঙ্গে তার মেয়ের পোশাক খুলতে শুরু করলে। বুঝতে পারছেন না সে কি করছে। তার হাত কাঁপছে, মাথার মধ্যে সব যেন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে।

—আমি, আমি পারছি না। আমি পারব না।

ঝি একটা ওষুধের শিশি নিয়ে ঘরে ঢুকলো। স্যারভিঙ্গি শিশিটা তার হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে, আধশিশি ওষুধ একটা রুমালের উপরে ঢেলে ফেললে। তারপর রুমালখানা তার নাকের উপর চেপে ধরল। ইভেং চমকে উঠলো।

—এবার ওর নিশ্বাস পড়ছে। আর ভয় নেই।

স্যারভিঙ্গি সেই শিশির তরল পদার্থটা দিয়ে ইভেতের গাল, গলা ও কপাল ভিজিয়ে দিলে।

ঝিকে বললে ইভেতের পোশাক আলগা করে দিতে। ইভেতের দেহাবরণ বলতে মাত্র একটি ঘাগরা আর ব্লাউজ। সে দুহাতে

ইভেৎকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। ইভেতের খালি গায়ের গন্ধে স্যারভিঙ্গির সর্বশরীরে একবার শিহরণ খেলে গেল। নরম দেহের স্পর্শ তার মুখের নিচে, প্রায়-উন্মুক্ত বক্ষের কোমল অনুভূতি তাকে পাগল করে তুললো।

ইভেৎকে শুইয়ে দিয়ে স্যারভিঙ্গি বললে :

—এখুনি ও ভালো হয়ে উঠবে, এমন মারাত্মক কিছু নয়। সে শুনেছে ইভেৎ নিয়মিত ভাবে নিশ্বাস ফেলছে। সে দেখলে উপস্থিত অন্যান্য সব পুরুষের দৃষ্টি শয্যাশায়িত ইভেতের দেহের উপর নিবদ্ধ। রাগে তার শরীর জ্বলে গেল। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে বললে :

—দেখুন, এই ঘরের ভেতর এত ভিড় করবেন না। আপনারা দয়া করে আমাকে, সাভালকে আর মার্কিজকে শুধু এখানে থাকতে দিন।

সে কথা কইছিল শুষ্ক কণ্ঠে ও প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে। তার কথা শুনেঃ সকলে চলে গেল।

মাদাম ওবার্দি সাভালকে জড়িয়ে ধরে আকুল স্বরে বলে উঠল —ওকে বাঁচাও! বাঁচাও ওকে!

স্যারভিঙ্গি মুখ ফেরাতে তার চোখ পড়লো টেবিলের চিঠিখানার ওপর। সে চট করে চিঠিখানা তুলে নিয়ে নামটা পড়ে নিলে। বুঝলো সব। ভাবলে হয়তো চিঠিতে যা লেখা আছে তা মার্কিজকে জানতে দেওয়া ঠিক হ'বে না। খাম ছিঁড়ে সে পড়লে লাইন দুটি :

"আমি আজ মরছি। তার কারণ আমি বেশ্যাবৃত্তি করতে চাইনা।
—ইভেৎ"

পুনশ্চ

"মা, বিদায়। ক্ষমা কোরো।"

সে চিঠিখানি পকেটে ফেলল।

তারপর সে এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হ'লো মেয়েটার জ্ঞান ফিরে এসেছে, কেবল লজ্জার ভয়ে সে চোখ বুজে পড়ে আছে।

মার্কিজ বিছানার পাশে নতজানু হ'য়ে খাটের উপর মাথা রেখে কাঁদছে। হঠাৎ সে বলে উঠলো:

—একজন ডাক্তার, একজন ডাক্তার চাই।

স্যারভিঙ্গি মৃদুস্বরে সাভালের সঙ্গে কথা বলছিল—সে মার্কিজকে বললে:

—না। আর ভয় নেই। দেখুন, আপনি একটু বাইরে যান দেখি। আমি বলছি, যখন আপনি ফের ঘরে ঢুকবেন তখন দেখবেন মেয়ে উঠে আপনাকে জড়িয়ে ধরবে।

সাভাল মাদাম ওবার্দিকে ধরে তাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল।

স্যারভিঙ্গি বিছানার উপর বসে ইভেতের একখানা হাত তুলে নিয়ে বললে:

—মা'মজেল—শোন আমার কথা...।

ইভেৎ উত্তর দিলে না। তার ভালো লাগছিল এমনি অলস ভাবে উষ্ণ নরম শয্যায় গা এলিয়ে পড়ে থাকতে—আর সে নড়তে চায় না, কথা কইতে চায় না, এমনি ভাবে বেঁচে থাকতে চায় আজীবন। সুখের

সোহাগে সে অভিভূত—এত সুখ জীবনে আর কখনও সে অনুভব করেনি।

সে চোখ বুজে ক্লোরোফরমের নেশায় নিমজ্জিত শান্ত হৃদয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বুকভরে পান করছিল। আর তার মরবার ইচ্ছে নেই। এখন সে বাঁচতে চায়। প্রবল ইচ্ছা তার বাঁচবার, সুখী হ'বার। কাউকে সে এখন ভালোবাসতে চায়, হ্যাঁ এমন একজনকে চায় জীবনভোর যাকে ভালোবাসা যাবে।

রাত্রের শীতল বায়ু ঘরের ভিতর প্রবেশ করে তার মুখের উপর মাঝে মাঝে অদ্ভুত সুখময় মসৃণ পরশ দিয়ে যাচ্ছে। এ সোহাগ যেন মলয়-চুম্বন। যেন রাত্রের অন্ধকার, বনের পাতা, আর ফুল দিয়ে তৈরি একখানা পাখার পুলকময় হাওয়ায় পরশ। ঘরের ভিতর নিক্ষিপ্ত গোলাপ ফুলগুলি, ঘরের রেলিংএর উপর লতিয়ে ওঠা গোলাপ গাছ এরা সকলেই তাদের সৌরভ মিশিয়ে দিয়েছে—রাত্রের স্বাস্থ্যকর মৃদু মলয়ের সৌরভের সঙ্গে।

স্যারভিঙ্গি আবার বললে :

—মামজেল ইভেৎ। আমার কথা শোনো।

ইভেৎ ঠিক করলো সে চোখ মেলে চাইবে। সে চোখ চাইতে স্যার-ভিঙ্গি বললে :

—এ আবার কি পাগলামী বলতো ?

সে মৃদু স্বরে বললে :

—মুস্যিদ, আমার বড় দুঃখ হ'য়েছিল।

স্যারভিঙ্গি ইভেতের হাত চেপে ধরলো স্নেহভরে।

—তাই তুমি এইসব কাণ্ড করেছ? আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কর, একাজ তুমি আর করবে না। কক্ষনো না। বলো—

মুখ ফুটে ইভেৎ কিছু বললে না, শুধু একবার মাথা নাড়লে।

স্তারভিঙ্গি পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে বললে:

—এখানা মা'কে দেখাবো?

ইভেৎ কপাল কুঁচকে বললে:

—না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে স্তারভিঙ্গি বললে:

—দেখ, আমি বুঝি তোমার ব্যথা। আমি সব বুঝি। আমি শপথ করছি....

ইভেৎ বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললে:

—তুমি বড় ভালো....।

দুজনেই চুপ করে রইল। হঠাৎ ইভেৎ দু'হাত তুললে—যেন সে স্তারভিঙ্গিকে বুকের উপর টেনে নিতে চায়। স্তারভিঙ্গি ঝুঁকে পড়লো তার উপর। সে বুঝতে পারলে ইভেৎ তাকে ডাকছে—

দুটি অধর পরস্পরকে স্পর্শ করলো।

এমনি ভাবে অনেকক্ষণ চোখ বুজে তারা পড়ে রইলো। কিন্তু স্তার-ভিঙ্গির মনে হ'লো সে আর মাথার ঠিক রাখতে পারবে না। ইভেৎ এখন হাসছে তার দিকে চেয়ে...সত্যিকারের সোহাগমাখা হাসি স্তারভিঙ্গীর দুই কাঁধের উপর হাত রেখে তাকে ধরে আছে।

—যাই, তোমার মা'কে ডেকে আনি। স্তারভিঙ্গি বললে।

ইভেৎ মৃদু স্বরে বললে:

—আরও একটু যাক। বড় ভালো লাগছে।

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। তার পর ইভেৎ অতি মৃদু স্বরে বললে:

—তুমি আমায় খুব ভালোবাসবে তো? বল?

স্যারভিঙ্গি তার বিছানার কাছে নতজানু হ'য়ে বসে ইভেতের কর-চুম্বন করে বললে:

—আমি তোমায় পূজো করি ইভেৎ।

ঘরের দরজার কাছে কার পায়ের শব্দ। স্যারভিঙ্গি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। স্বাভাবিক স্বরে বললে:

—আপনারা প্রবেশ করতে পারেন। এখন ও সেরে উঠেছে।

মার্কিজ তার মেয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাগলের মত তাকে বুকে চেপে ধরল।

আর ওদিকে স্যারভিঙ্গি খুশি মনে শিহরিত শরীরে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। গুনগুন করে আপন মনে গান গাইতে গাইতে সে এগিয়ে চলল—রাত্রির খোলা হাওয়ায় বুক ভরে সে নিশ্বাস নিতে যায়।